This Book Download From

www.shopnil.com

অনু বললো, আমার এখনো বিশ্বেস হচ্ছে না।

রেলিংয়ে দুহাত রেখে নদীর দিকে ঝুঁকে আছে মন্টু। তীব্র হাওয়ায় তার চুল উড়ছে।

অনুর দিকে না তাকিয়ে মন্টু বললো, কি?

এই যে তোর সঙ্গে যাচ্ছি!

কেন?

আম্মা যে রাজী হবেন, ভাবতেই পারিনি।

এবার অনুর দিকে মুখ ফেরালো মন্টু। মৃদু হাসলো। সত্যি। আমিও ভাবতে পারিনি। আমার ধারণা ছিলো খালাম্মা রাজী হবেন না। তুই তো একমাত্র ছেলে, তোকে দূরে কোথাও যেতে দিতে চাইবেন না।

আসলেই। আম্মা কিন্তু ওরকমই। কোথাও যেতে দেয় না আমাকে। নয়তো!

কি?

না, দেখ আমি এতো বড়ো হয়ে গেছি, সতেরো আঠারো বছর বয়স, কিন্তু আমি কখনো ট্রেনে চড়িনি, লঞ্চে চড়িনি। ঢাকার বাইরে আমার কখনো যাওয়াই হয়নি!

বলিস কি?

হ্যাঁ। আর যাবো কোথায় বল, আমাদের সব আত্মীয় স্বজন তো ঢাকায়ই।

তবুও আমাদের বয়সী একটা ছেলে ঢাকায় জন্মেছে কিন্তু ঢাকার বাইরে কখনো যায়নি, লোকে শুনলে হাসবে না!

অনু মুখ গোমড়া করে বললো, সব আম্মার জন্য। ওই যে সেবার তোরা, ক্লাসের প্রায় সবাই কক্সবাজার গেলি, আমি এতো বললাম, আম্মা কিন্তু তবুও আমাকে যেতে দিলেন না।

কক্সবাজারের কথা শুনে মন্টুর মুখটা খুব উজ্জ্বল হয়ে গেলো। দুটো হাত মোনাজাতের ভঙ্গিতে তুলে মাথায় বুলালো। তিনবার। ফলে চুলগুলো অন্যরকম হয়ে গেলো মন্টুর। চেহারাটা পাল্টে গেলো। মন্টুর এটা অভ্যেস। কোনো কথা শুনে খুশি কিংবা চিন্তিত হলে মাথায় এইভাবে তিনবার হাত বুলায় সে! মন্টু বললো, তুই সেবার খুব মিস করেছিস! যা মজা করেছি আমরা! অতগুলো ছেলে একসঙ্গে। তা আবার কক্সবাজারের মতো জায়গা। সারাদিন সীবিচে কাটিয়েছি আমরা। সমুদ্রে ঝাপাঝাপি করেছি। আর রাতেরবেলা হোটেলে। হৈ হল্লা, গানবাজানা। বাচ্চু আর রতনের মধ্যে একরাতে হেভি ফাইট লেগে গেলো।

অনু অবাক হয়ে বললো, বলিস কি!

শুনিস নি?

না।

আরে সে এক কাণ্ড। আমরা চারজন করে একরুমে। কে কোন খাটে শোবে এই নিয়ে।

কিন্তু রতন তো মারপিট করার মতো ছেলে না।

হ্যাঁ, রতন তো খুবই চুপচাপ ধরনের ছেলে। নিরীহ।

তাহলে লাগলো কেমন করে?

দোষটা বাচ্চুর।

বাচ্চুটা আসলেই খুব বদমাস ধরনের ছেলে।

আরে রতনের একটু জ্বর মতো এসেছে। রাতে কিছু খায়নি। চুপচাপ শুয়ে আছে। আমরা বসে আড্ডা দিচ্ছি। বাচ্চু সিগ্রেট টানতে টানতে রুমে ঢুকলো। তারপর সোজা রতনের খাটে। গিয়েই দিলো এক ধাক্কা। এই উঠ, আমি শোবো।

রতন বললো, তোর খাটে যা। না, বাচ্চু মিয়া যাবে না। রতনকে উঠিয়ে সে ওই খাটে শোবে। রতনের শরীর খারাপ ছিলো। শরীর খারাপ হলে তো মেজাজও একটা খারাপ হয়। আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। ওদের কথা কাটাকাটি দেখে মজা পাচ্ছিলাম। তার ওপর মুকুল আছে সঙ্গে, সে ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে, দু আঙুল মুখে পুরে দু তিনটে শিস দিলো। তারপর রেসলিংয়ের রেফারির কায়দায় রুমের চারদিকে ছুটো ছুটি করতে করতে বললো, লাগো। আমি রেফারি।

মুকুলটা মহা হারামি।

আরে শোন না! মুকুলের তো কোনো দোষ না, ওতো সবকিছুই নিয়েই এরকম মজা করে।

কিন্তু সেদিন দেখালো রতন।

কি করলো?

কি করলো মানে কি? আমারতো এখনো বিশ্বেসই হয় না।

মন্টু হাসতে লাগলো। তার দেখাদেখি অনুও।

হাসতে হাসতে মন্টু বললো, মুকুল আবার শিস দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রতন শুয়ে থেকেই কোনো কথা নেই, দুপায়ে বাচ্চুর বুক বরাবর এক লাথি! লাথিটা এতো জোরে আর এমন হঠাৎ আমরা তো কিছু বুঝতেই পারিনি, বাচ্চুও বুঝতে পারেনি।

হো হো করে হেসে উঠলো মন্টু। হাসতে হাসতে বললো, তারপর বুঝলি অনু, আমরা হঠাৎ দেখি বাচ্চু চিৎ হয়ে পড়ে আছে ফ্লোরে। মুখে দু আঙুল পুরে গাধার মতো অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে মুকুল ওর সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা দেখে মুকুল এতো অবাক হয়েছে, রেফারিগিরির কথা ভুলে যে ভঙ্গিতে ছিলো সেই ভঙ্গিতেই ফ্রিজ।

অনেকক্ষণ ধরে হাসিটা চেপে রেখিছিলো অনু। এবার আর পারলো না! হো হো করে হেসে উঠলো।

মন্টু বললো, শোন না!

হাসতে হাসতে অনু বললো, উহ আর শুনতে পারবো না। হাসতে হাসতে মুখ

ব্যথা হয়ে যাবে।

শোন লাথি খেয়ে বাচ্চু একদম গাধা হয়ে গেছে। প্রথমে বুঝতেই পারেনি রতন ওরকম একটা লাথি অলরেডি মেরে ফেলেছে।

তারপর?

কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো বাচ্চু। গো গো করতে করতে একদম সিনেমার কায়দায় একটা ডাইভ দিলো। সোজা রতনের বিছানায়। দুজনে ধুন্দুমার লেগে গেলো, বুঝলি। মুকুল তখন ছাগল ছানার মতো তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে আর শিস দিচ্ছে।

আবার হো হো করে হেসে উঠলো মন্টু। তার দেখাদেখি অনুও। মন্টু বললো, তারপর আমরা সবাই জোর করে থামিয়ে দিলাম।

ও এই জন্যে বুঝি রতন আর বাচ্চু অনেকদিন কেউ কারু সঙ্গে কথা বলেনি!

হ্যাঁ।

তারপরএকটু থেমে মন্টু বললো, ও মুকুল আর একটা কি কারবার করলো শুনিস নি!

না।

আরে কি একটা ছবির স্যুটিং চলছে তখন কক্সবাজারে। ববিতা আছে। ববিতাকে একদিন দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেলো মুকুলের। আর আমাদের সঙ্গে থাকে না। সারাদিন স্যুটিং দেখে। একদিন একটা খাতা নিয়ে লাফাতে লাফাতে এলো, দোসতো, ববিতার অটোগ্রাফ নিয়ে ফেলেছি! কী খুশি সে।

মুকুলটা এরকমই! ওর যে কখন কি ঢুকবে মাথায় বলা মুশকিল।

ততক্ষণে দুপুর হয়ে এসেছে। লঞ্চটা চলছিলো মাঝ নদীদিয়ে। নদীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মাছ ধরা নৌকো। জেলেরা কেউ জাল তুলছে, জাল ফেলছে। দূর থেকেও দেখা যায়, তোলা জালে আটকে পড়া রূপোলি মাছ লাফালাফি করছে। দুপুরের রোদে কাঁচের টুকরোর মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে সেসব মাছ।

অনু আর মন্টু দাঁড়িয়ে ছিলো লঞ্চের পশ্চিম দিকের রেলিংয়ে। সেখান থেকে নাক বরাবর যে তীরটা দেখা যায়, সেখানে মানুষের ঘরবাড়ি। খোলা মাঠ। গাছপালা। লঞ্চ থেকে হাতে আঁকা ছবির মতো দেখা যায় জায়গাটা।

অনু চুপচাপ সেদিকে তাকিয়ে রইলো।

এ ধরনের দৃশ্য ছবিতে কিংবা সিনেমায় দেখেছে অনু। কখনো দেখেছে টেলিভিশনে।

কিন্তু বাস্তবে এই প্রথম।

ওইতো নদীতীরের খোলা মাঠে একটা লোক আর দুটো বলদ। বোধহয় জমি চাষ দিচ্ছে লোকটা। এতো দূর থেকে লোকটাকে আর বলদ দুটোকে খুবই ছোট দেখায়। যেনো বিশাল আকাশের তলায়, বিশাল খোলা মাঠে শিশুদের খেলনার মতো একটা

www.shopnil.com

মানুষ আর দুটো বলদ। জীব তিনটে নড়াচড়া করছে নিশ্চয়। কিন্তু নড়াচড়া বোঝা যায় না তাদের। মনে হয় স্থির হয়ে আছে তারা। ফিল্মের ফ্রিজ শটের মতো।

খালি গা, পরনে লুঙ্গি, বাচ্চা মতো একটা ছেলে ডেকের ওপর দিয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে চেঁচাচ্ছিলো, আয় চা গরম। চা। অনু চোখ তুলে ছেলেটার দিকে তাকালো। অনুকে তাকাতে দেখে মন্টু বললো, চা খাবি?

না!

কেন? চল খাই।

সকাল থেকে দুকাপ খেয়ে ফেললাম।আমি অতো চা খাই না।

ঢাকায় নিজেদের বাড়িতে থাকো বলে তোমার এই অবস্থা।

চায়ের সঙ্গে নিজেদের বাড়ির কি সম্পর্ক অনু বুঝতে পারলো না। বললো, মানে?

মানে কি আবার। বাড়িতে থাকলে অনেক নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। থাকতি আমার মতো হোস্টেলে, স্বাধীন জীবন যখন যা খুশি করতে পারতি।

কিন্তু চা খাওয়ার সঙ্গেএসবের সম্পর্ক কি?

সম্পর্ক আছে।

অতো রহস্য করিস না তো বল।

কি বলবো। বাড়ি থাকলে হিসেব করে চা খেতে হয়।

তাতো হবেই। চা কি অনবরত খাওয়ার জিনিশ।

মন্টু একটু থেমে বললো, অনু দিনে ক কাপ চা খাস তুই?

দুকাপ।

নিশ্চয় সকালে এক কাপ আর

অনু হেসে বললো, আর বিকেলে এক কাপ।

মন্টু হেসে বললো, এটাই চেয়েছিলাম। বাড়ি থাকলে আমাকেও ওরকম নিয়ম মেনে চলতে হয়। যাচ্ছিস তো আমাদের বাড়ি। দেখবি আমার মা কি মহিলা! দুকাপের বেশি চা আমিও সারাদিনে খাই না। অথচ হোস্টেলে থাকি বলে আমার যখন তখন চা খাওয়ার অভ্যেস!

অনু গম্ভীর গলায় বললো, বেশি চা খাওয়া ভালো না।

শুনে মন্টু একটু রেগে গেলো। কে বলেছে? ওসব ফালতু কথা। চা খেলে কিছু হয় না। আমি সারাদিনে সাত আট কাপ চা খাই। ভাত খাওয়ার পর এক কাপ চা না খেলে আমার পেট ভরে না। কলেজে দেখিসনি ক্যান্টিনে গেলেই চা খাই!

রাতেরবেলা কি করিস?

বাইরে গিয়ে চা খেয়ে আসি।

আর যখন বাড়ি থাকিস?

তখন একটু প্রবলেম হয়। মাকে দেখিয়ে সকাল বিকাল দুকাপ খাই। আর বাকি সময়টা ঝুমঝুমি ম্যানেজ করে।

ঝুমঝুমি তোর চেয়ে ক বছরের ছোট?

তিন বছরের। আমার তিন ভাইবোনের মধ্যে প্রত্যেকে বয়সের গ্যাপ তিন বছরের।

বুবুর তো বিয়ে হলো বছর দেড়েক আগে।

হ্যাঁ, আমার মনে আছে।

তোকে তো তখনই আমাদের বাড়ি নিতে চেয়েছিলাম তুই গেলি না।

ওই যে আব্বা।

হ্যাঁ, সেবার কিছুতেই রাজী হলেন না তো আব্বা।

আম্মা কিন্তু রাজী ছিলেন।

আশ্চর্য, এবার কিন্তু খালাম্মাই রাজী হচ্ছিলেন না।

আমার ধারণা ছিলো আম্মা রাজী হয়ে যাবেন। তখন বয়স কম ছিলো। ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি। তবুও সেবার রাজী ছিলেন আম্মা। আর এবার

যাকগে, তোকে যে এবার আনতে পেরেছি আমার মা বাবা খুব খুশি হবেন রে। সবচে খুশি হবে ঝুমঝুমি। ও আমাকে বহুবার বলেছে তোকে নিয়ে যেতে।

কেন

আমি বাড়ি গেলেই তোর গল্প করি।

অনু অবাক হয়ে বললো, কি গল্প করিস?

তুই আমাদের ক্লাসের সবচে ভালো ছাত্র। ম্যাট্রিকে স্ট্যাণ্ড করেছিস। ইন্টামিডিয়েটেও করবি।

না রে এবার মনে হয় হবে না।

কেন?

পরীক্ষা খুব ভালো হয়নি আমার।

হবে হবে। ভালো ছাত্ররা পরীক্ষা দিয়ে সব সময়ই বলে পরীক্ষা ভালো হয়নি।

বাদ দে ওসব। রেজাল্ট বের হতে তিন মাস বাকি। মাত্র পরীক্ষা শেষ হলো, এখন আর ওসব ভাবতে চাই না। অন্য কথা বল।

কি বলবো!

আমার কথা তোদের বাড়িতে আর কি বলেছিস?

বাড়িতে মানে কি! ঝুমঝুমিরকাছে।

কি বলেছিস?

বলেছি তুই দেখতেও খুব সুন্দর।

নিজের চেহারার কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে অনু। সবাই তাকে সুন্দর বলে। শুনতে শুনতে অভ্যস্তহয়ে গেছে অনু। সাধারণত চেহারার প্রশংসা শুনলে লোকে একটু লজ্জা পায়। অনু পায় না। অভ্যেস।

কিন্তু এই মুহূর্তে অনু সত্যি লজ্জা পেলো। ঝুমঝুমির কাছে মন্টু তার চেহারার

www.shopnil.com

প্রশংসা করেছে। ভাবতেই কেমন যেনো লাগে।

সেই ছেলেটা তখন আবার হাঁক দেয়। আয় চা গরম।

শুনে মন্টু বললো, দোসত খাই এক কাপ।

অনু বললো, ঠিক আছে খা।

তুই খাবি?

না।

কেন, বেশি চা খেলে চেহারা খারাপ হয়ে যাবে!

ধুৎ।

মন্টু হেসে চা অলা ছেলেটিকে বললো, এক কাপ চা দিস।

আইচ্ছা।

ছেলেটা চলে যাওয়ার পর মন্টু বললো, অনু তোর খিদে পায়নি?

খুব একটা পায়নি।

তার মানে কি?

অনু হেসে বললো, অল্প অল্প পেয়েছে আর কি!

চল তাহলে খেয়ে নিই। তারপর চা খাওয়া যাবে।

কিন্তু খাবি কি! লঞ্চে খাবার পাওয়া যাবে?

পাওয়া যাবে, তবে সেসব তুমি খেতে পারবে না।

তাহলে?

ব্যবস্থা করা আছে।

কি ব্যবস্থা?

ব্যাগে ফ্রুট কেক আছে।

সত্যি?

হ্যাঁ, তুই সঙ্গে যাচ্ছিস, অনারেবল গেস্ট, আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

শুনে মুগ্ধ হয়ে গেল অনু। কখন করলি রে?

কাল রাতেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। নয়তো অতো সকালে এসব ম্যানেজ করা যেতো না।

চল তাহলে খেয়ে নিই।

চল।

ওরা দুজন আপার ক্লাসের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। লঞ্চটা তখন বড়ো নদী ছেড়ে শাখা নদী কিংবা চওড়া একটা খালের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মন্টু বলল, অনু তোর কি ঘুম পাচ্ছে?

অনু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। লম্বা করে পা মেলে দিয়েছে সিটের

উপর। পিঠটা লঞ্চের দেয়ালের সঙ্গে হেলান দেয়া। আনমনে কিছু কি ভাবছে অনু! নাকি মুগ্ধ হয়ে দেখছে কিছু।

লঞ্চটা তখন শাখা নদী কিংবা খালের একদম তীরে ঘেঁসে চলছে। অনু যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে খানিক আগেই একটা বাজার মতো ছিলো। এখন ছড়ানো ছিটানো ঘরবাড়ি। শস্যের মাঠ। মাঠের উপর দিয়েচলে গেছে শাদা মাটির সড়ক।

ঘরবাড়ি লোকজন মেতে আছে বিষয় কর্মে। সড়ক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কেউ। শস্যের মাঠে জমি জিরাতের তদারকি করছে কেউ। গরু ছাগল চরছে মাঠে।

কিন্তু অনু যা খেয়াল করে দেখছিলো তা হলো রোদ। শস্যের মাঠে রোদের সঙ্গে আছে তুলতুলে হাওয়া খোলা মাঠে রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনু এক সময় দেখতে পেলো রোদের ভেতর হালকা কুয়াশার মতো কিছু একটা ভাসছে।

কি? জিনিশটা কি?

তারপরই অনু বুঝতে পারলো ওটা আসলে হাওয়া। তীব্র রোদে মাঠের মধ্যে হাওয়া ভাসছে।

দৃশ্যটা দেখে অনু খুব মজা পেলো। এ রকম দৃশ্য সে কখনো দেখেনি।

মন্টুর কথায় মাঠের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে আনলো অনু। কথা বললো না।

মন্টু বললো, ঘুম পেলেও এখন ঘুমানো ঠিক হবে না।

কেন?

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে পৌঁছে যাবো।

অনুদের মুখোমুখি সিটে বসে আছে চার পাঁচজন লোক। বিভিন্ন বয়সের। বুড়ো মতন একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, আপনেরা যাইবেন কোথায় বাবারা?

মন্টু বললো, হরিরামপুর।

বাড়ি কোন গ্রামে?

দোগাছি।

গ্রামের নাম শুনে লোকটা একটু উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। দোগাছি কোন বাড়ি?

চৌধুরী বাড়ি।

চৌধুরী সাহেব কি অয় আপনের?

আমার বাবা।

শুনে লোকটার পাশে বসা মাঝবয়সী আরেকজন ফিসফিস করে বললো, চৌধুরী বাড়ির পোলা?

বুড়ো লোকটা ফিসফিস করলো না। বেশ জোরেই বললো, আরেহ হ। হাতেম চৌধুরীর পোলা।

তারপর মন্টুর দিকে তাকিয়ে বললো, চৌধুরী সাবের শুনছি এক পোলাই।

জ্বী। আমি একাই।

কি করেন আপনে? লেখাপড়া?

www.shopnil.com

জ্বী।

কি পড়েন?

এবার আই এস সি পরীক্ষা দিলাম। পরশু দিন পরীক্ষা শেষ হয়েছে।

ভালো ভালো। সঙ্গে কে?

আমার বন্ধু। ঢাকার ছেলে। আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাচ্ছে।

লোকটা অনুর ব্যাপারে আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না। মন্টুদের বাড়ির কথা নিয়ে মেতে উঠলো। তাদের কথাবার্তায় বোঝা গেলো মন্টুরা এই তল্লাটের খুবই নামকরা লোক। লোকে তাদের খুব সমীহ করে।

অনু তারপর নিজেদের কথা ভাবতে লাগলো। ঢাকার যেপাড়ায় অনুদের বাড়ি, সেই পাড়ায় অনুর আব্বা খান সাহেবেরও খুব নাম। বিরাট ব্যবসায়ী খান সাহেব। কিন্তু বেশিরভাগ ব্যবসায়ীর মতো কিপটে স্বভাবের নন। পাড়ার মসজিদ মাদ্রাসা, স্কুল ক্লাবে অকাতরে চাঁদা দেন। যে কোনো সামাজিক কাজে এগিয়ে যান। মানুষের বিপদ আপদটা দেখেন। ফলে লোকে খান সাহেবকে খুবই খাতির তোয়াজ করে। অনুকে করে অতিরিক্ত আদর। এই যেমন মন্টুকে করছে তাদের এলাকার লোকেরা।

হঠাৎ অনুর দিকে তাকিয়ে মনটু বললো, তুই একটা কাজ কর অনু।

কি?

আমার ব্যাগটা মাথায় দিয়ে শুয়েপড়।

কেন?

রেস্ট নে। স্টেশান এলে আমি তোকে ডাকবো।

না, শোবো না।

কেন, অতো সকালে উঠেছিস, তোর তো ঘুম পাওয়ার কথা।

না, ঘুম পায়নি।

কিন্তু অনুর আসলে একটু একটু ঘুম পাচ্ছিলো। লঞ্চের একটানা ভট ভট শব্দের কি রকম ক্লান্তিকর ভাব। শব্দটা খানিক খেয়াল করলে এমনিতেই দুর্বল হয়ে আসে স্নায়ু। ঘুম পায়।

অনুরও পাচ্ছিলো। কিন্তু একবার যেহেতু বলে ফেলেছে শোবে না, সুতরাং অতগুলো লোকের সামনে এখন আর শুতে পারে না অনু। লোকগুলো তাহলে হাসবে। মুখের ওপর না হোক ভেতরে ভেতরে তো হাসবেই। লোককে হাসির সুযোগটা দিতে চায় না অনু।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বসে রইলো অনু।

আলমপুরের ঘাটে লঞ্চটা ভিড়লো পৌনে চারটার দিকে। এখন ফাগুন মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে দিন ক্রমশ লম্বা হতে শুরু করেছে। পৌনে চারটার সময়ও রোদের

তেজ দেখে ঘাবড়ে যেতে হয়। অনু আর মন্টু খানিক আগে ব্যাগ কাঁধে আগের সেই রেলিংটায় এসে দাঁড়িয়েছে। অনু ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিক দেখছিলো।

আলমপুরের ঘাটটা মাঝারি ধরনের। ঘাটে লঞ্চটা যেখানে ভিড়েছে জায়গাটা চটান মতো। লঞ্চ থেকে সিড়ি নামিয়ে দেয়া হয়েছে চটান মাটিতে। যাত্রিরা নামছে। কুলি এবং কেরায়া মাঝিদের হল্লা চিল্লায় মুখর হয়ে উঠছে জায়গাটা। খালের ঘাটে, লঞ্চের দুপাশে প্রচুর কেরায়া নাও। মাঝিরা দূরের যাত্রী নেওয়ার জন্য ডাকাডাকি করছে।

চটান মাটির খানিকটা জায়গা ছাড়িয়েই ছড়ানো ছিটানো কিছু মুদি মনোহারির দোকান। পান বিড়ি চায়ের দোকান। একটা মিষ্টির দোকান। তার পাশে আছে একটা ভাতের হোটেল। সেই হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো লোক চিৎকার করছে। আসেন ভাই, আসেন। গাঙের তাজা মাছ আছে, ভিম আছে। সোনাদিঘা চাউলের গরম ভাত আছে।

লঞ্চ থেকে নেমে ক্ষুধার্ত কোন যাত্রী পৌনে চারটার সময় হোটেলে গিয়ে ঢুকছে দেখে অনু খুব অবাক হলো। বিকেল হয়ে গেছে, এই সময়ে লোকে ভাত খায় কেমন করে! কেরায়া নাওগুলোর দিকে তাকিয়ে মন্টু যেনো কাকে খুঁজছিলো। তার ভাবভঙ্গি দেখে অনু খুবই অবাক হলো। বললো, কিরে নামবি না।

দাঁড়া।

সব লোক তো নেমে গেলো!

নামুক।

অনু বিরক্ত হয়ে বললো, অযথা দাঁড়িয়ে থেকে লাভটা কি!

বাড়ি থেকে লোক আসার কথা।

কে আসবে?

আমাদের মাঝি মতি মিয়া।

অনু অবাক হয়ে বললো, তুই কি বাড়িতে জানিয়েছিস নাকি আজ আসছিস!

মন্টু হেসে বললো, জানাবো না!

তাহলে আমাকে যে বললি না!

এটা আবার বলার কি হলো!

শুনে অকারণে একটু গম্ভীর হয়ে গেলো অনু। অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে মন্টু কি বুঝলো কে জানে। বললো, এক সপ্তাহ আগে বাড়িতে চিঠি লিখে জানিয়েছি। আজ আসবো।

তুই আমার সঙ্গে আসছিস এটাও জানিয়েছি।

কি করে জানালি! আমি যে আসবো তার কোনো ঠিক ছিলো!

লিখেছি তুই আসতে পারিস। যদি তোর আব্বা আম্মা পারমিশান দেন। জানিয়ে রাখা আর কি, বুঝলি না। মন্টুর কথা শেষ হলো না, খালি গা, পরনে সবুজ লুঙ্গি গলায় লাল গামছা, জোয়ান মর্দ একটা লোক এসে সামনে দাঁড়ালো। আইছেননি মন্টু ভাই?

www.shopnil.com

মন্টু চমকে লোকটার দিকে তাকালো। তারপর হেসে ফেললো! কিরে মতি, তুই ছিলি কোথায়? আমি এতোক্ষণ ধরে খুঁজছি।

আমি তো আপনারে দেইক্কা ঐ লঞ্চে আইয়া উঠলাম। দেন ব্যাগটা দেন।

মন্টুর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে নিজের কাঁধে চাপালো মতি। তারপর অনুর দিকে তাকালো।

মন্টু বললো, এই হচ্ছে অনু। বুঝলি, আমার বন্ধু।

সঙ্গে সঙ্গে মতি হাত তুলে সালাম দিলো অনুকে। স্লামালায়কুম ভাইজান।

অনু একটা থতমত খেয়ে গেলো। বয়স্ক একটা লোক অনুকে সালাম দিচ্ছে। অনু বুঝি একটা লজ্জাও পেলো। আস্তে করে সালামের জবাব দিলো সে।

মন্টু বললো, মতি, অনুর ব্যাগটা নে।

মতি বিনীত গলায় বলল, দেন ভাইজান, ব্যাগটা দেন।

না, ঠিক আছে। আমি নিতে পারবো।

শুনে ধমকে উঠলো মন্টু। দে দে। ব্যাগ নিয়ে তোর নামার দরকার কি!

মতির হাতে ব্যাগটা দিলো অনু। তারপর মতির পিছু পিছু মন্টুর হাত ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তার মনে হলো, মন্টুটা কেমন! ওরচে কতো বড় হবে এমন একটা লোককে তুই তুই করে বলছে।

নৌকোটা বাঁধা ছিলো লঞ্চঘাটের এক পাশে। অন্য নৌকোগুলোর তুলনায় এই নৌকোটা অন্যরকম। নতুন চকচকে ছই। ছইয়ে নীল রঙ করা হয়েছে। নৌকোটার ভাবভঙ্গিই অন্যরকম।

প্রথমে মন্টু উঠলো নৌকোয়। তারপর উঠলো অনু। মতি উঠলো না। পারে দাঁড়িয়েই কায়দা করে ব্যাগ দুটো নৌকোর ভেতর রাখলো সে।

নৌকোয় চড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলো অনু। ভেতরে মোটা তোষক বিছানা। তোষকের ওপর শাদা চাদর বিছানো। চাদরের মাঝমধ্যিখানে হাতে তোলা বিভিন্ন রঙের বিশাল ফুল। বিছানাটা দেখেই ঘুম ঘুম ভাবটা আবার টের পেলো অনু। বিশেষ করে দুটো চমৎকার বালিশ মাথার কাছে! একপাশে আছে অনুর খুব প্রিয় তুলতুলে একটা কোল বালিশ। অনু কোলবালিস ছাড়া ঘুমোতে পারে না।

জুতো খুলে প্রায় ডাইভ মেরে বিছানায় পড়লো অনু। যেতে কতোক্ষণ লাগবে রে মন্টু? ঘন্টা দুয়েক। সন্ধ্যে হয়ে যাবে।

আমি ঘুমোবো।

ঘুমো।

অনু চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর কি ভেবে বললো, মন্টু নৌকোয় কি একরম ব্যবস্থা থাকে?

কি রকম?

এই যে আরামের বিছানা।

আরে না। অন্যগুলো তো ভাড়ার নৌকো।

এটা!

এটা আমাদের নিজস্ব।

এ জন্যেই এমন ব্যবস্থা?

হ্যাঁ। এই নৌকোটা নিয়ে বাবা চলাফেরা করেন। বাড়ি থেকে পাঁচ মাইল দূরে আমাদের একটা রাইস মিল আছে। দু একদিন পরই এই নৌকো নিয়ে বাবা রাইশ মিলে যান।

মতি তখন লগি তুলে নৌকোর বাঁধন ছেড়েছে। নৌকোটা গভীর জলে পড়েই দুলতে শুরু করেছে। সেই দুলুনিতে অনু টের পায় ঘুমটা তীব্র হয়ে আসছে তার।

অনু ঘুমিয়ে পড়লো।

অনুর ঘুম ভাঙলো মন্টুর ডাকে। এই অনু ওঠ। এসে গেছি। অনু চোখ মেলে তাকালো। তাকিয়ে প্রথম বুঝতেই পারলো না কোথায় শুয়ে আছে সে। পরে বুঝতে পেরে ধড়ফড় করে উঠে বসলো। বাইরে তাকিয়ে দেখলো নৌকোটা বাঁধানো একটা ঘাটলায়এসে ভিড়েছে। চারদিকে বিকেল সরে গিয়ে তখন ফুটে উঠছে ঘোলা কাচের মতো আবছা শাদাটে একটা আলো। এই আলো দেখে বোঝা যায় খানিক বাদেই অন্ধকার নামবে।

অনু বললো, এটা কোথায়?

মন্টু অবাক হয়ে বললো, কোথায় মানে? আমাদের বাড়ি।

না, আমি আসলে বলতে চাইছি নৌকোটা ভিড়েছে কোথায়?

বাড়ির ঘাটে ভিড়েছে। বাড়িটা তো খালের পাড়েই। বহুকাল আগে আমার দাদা, খালপাড়ে বাড়ি বলে এই ঘাটলাটা বাঁধিয়ে নিয়েছিলো। বুড্ডা বড়ো জাঁদরেল লোক ছিলো। এলাকার জমিদার। শফিউদ্দিন চৌধুরী। চল নামি।

মতি কই?

ব্যাগ ফ্যাগ নিয়ে নেমে গেছে।

অনু তারপর কথা না বলে জুতা পরলো। এবং মন্টুর পেছন পেছন বাঁধানো ঘাটলায় নামলো। নেমে অবাক হয়ে গেলো। ঘাটলার ওপর দিকে বিশাল ফুল ফলের বাগান। আবছা অন্ধকার হয়ে আছে বাগানটা। সেই বাগান ছাড়িয়ে পুরোনো আমলের বিশাল দোতলা দালান। দীর্ঘকাল চুনকাম করা হয় না বলে দালানটা বেশ ময়লা মতো। একটা বট কিংবা অশথ চারা গজিয়ে আছে পুবদিকের কার্নিশে। সন্ধ্যাবেলার হাওয়ায় সরসর করে তার পাতা নড়ছে। এ ধরনের বাড়ি পুরনো দিনের বাংলা সিনেমায় দেখেছে।

অনু। দেখলেই বনেদী ভাবটা টের পাওয়া যায়।

ঘাটলার ওপর দিকে শাড়ি পরা মোটা মতো এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তার

www.shopnil.com

পাশেই পাজামা কামিজ পরা এক কিশোরী। দেখেই অনু বুঝতে পারে মেয়েটি ঝুমঝুমি। মন্টুর বোন। পাশে নিশ্চয় মন্টুর মা।

মন্টুর পিছু পিছু সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এলো অনু।

মার সামনে দাঁড়িয়েই মন্টু বললো, মা, এই হচ্ছে অনু। অনু সঙ্গে সঙ্গে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো তাঁকে। ভদ্রমহিলা খুবই মমতায় অনুর মাথায় হাত রাখলেন। বেঁচে থাকো বাবা। পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো!

জ্বী না।

মন্টু বললো, কি কষ্ট হবে! আমি ছিলাম না!

মা কপোট রাগ দেখিয়ে বললেন, তুই ছিলি তো কি হয়েছে! কষ্ট হতে পারে না ওর। তাছাড়া ছেলেটি কখনো লঞ্চে নৌকোয় চড়েনি।

শুনে অবাক হয়ে গেলো অনু। মন্টুর মা এতো কিছু জানলেন কেমন করে! পরে বুঝলো, কাণ্ডটা নিশ্চয় মন্টুর। সে-ই এসব কথা জানিয়েছে।

মন্টু বললো, অনু এই হচ্ছে ঝুমঝুমি। তোকে বলেছিলাম না, আমার বোন।

অনু চোখ তুলে ঝুমঝুমির দিকে তাকালো। তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলো। ঝুমঝুমি খুব সুন্দর। খুবই। হঠাৎ দেখলে পরীর মতো লাগে। চোখে ধাঁ ধাঁ লেগে যায়।

ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে সহজে চোখ ফেরাতে পারে না অনু। ঝুমঝুমিও তাকিয়েছিলো অনুর দিকে। কিন্তু এক পলক মাত্র। পরপরই মাথা নিচু করেছে। দেখে মন্টু বললো, থাক তোর অতো লজ্জা পেতে হবে না। বলেছিলি অনু কখনো আসবে না! কি, এবার এসেছে?

ঝুমঝুমি কোনো কথা বলে না। ঠোঁট টিপে হাসে।

মা বললেন, কিরে মন্টু এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি!

না মা, চলো।

বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটতে লাগলো ওরা। প্রথম দিকে মা আর মন্টু। পেছনে অনু আর ঝুমঝুমি।

মা বললেন, তোদের এতো দেরি হলো কেন?

দেরি কোথায়! আমরা তো ছটার লঞ্চেই চড়েছি।

ছটার লঞ্চের লোক তো আরো আগে চলে আসে!

তা হলে লঞ্চটা বোধ হয় আজ স্লো ছিলো। আর নয়তো

নয়তো কি?

মতিটা ঠিকঠাক মতো নৌকো বায়নি।

তোরা দেখিসনি?

কি করে দেখবো! আমরা তো ঘুমিয়েছিলাম।

মা হেসে বললেন,ভালো করেছিস।

তখন দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছিলো চারদিক। বাগানে গাছপালায় ঝিঁঝি ডাকছে,

পোকা মাকড় ডাকছে। কাছে কোথায় যেনো ফুটেছে হাস্নাহেনা। তীব্র মধুর গন্ধে ভরে আছে বাগানটা!

মন্টু বললো, বাবা কই।

কাছারি ঘরে।

কি করেন? আবার বিচার ফিচার!

ওসবই হবে। আছেনই তো এসব নিয়ে। রোজ সন্ধ্যায় রাজ্যের লোকজন আসে বাড়িতে। তাদের চা দাও, পান তামাক দাও! আমার এসব ভাল্লাগে না আজকাল। মন্টু মুরুব্বীর গলায় বললো,কেন, তোমার ভালো লাগে না কেন! এসব আমাদের ফ্যামিলি ট্রেডিশান। ভালো তোমার লাগতে হবে।

শুনে মা কোনো কথা বলেন না। অনুর পাশে হাঁটতে হাঁটতে খিলখিল করে হেসে ওঠে ঝুমঝুমি। হাসির শব্দটা এতো সুন্দর,অনুর মনে হলো, এত সুন্দর শব্দ করে কোনো মেয়েকে কখনো হাসতে শোনেনি সে।

আবছা অন্ধকারে চোখ তুলে একবার ঝুমঝুমির দিকে তাকালো অনু।

কিন্তু ঝুমঝুমি তাকালো না!

মন্টু বললো, কিরে হাসছিস কেন?

তোমার কথা শুনে।

আমার কথায় হাসার কি হলো! হাসির কথা বলেছি?

বলোনি!

কি বললাম?

কথাটা বললে এমন ভাবে, যেনো তুমি কতো বড়ো। একদম মুরুব্বী হয়ে গেছো। মুরুব্বীই তো। এবাড়ির একমাত্র ছেলে। তার ওপর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে ফেলেছি। কদিন পর ইউভার্সিটি স্টুডেন্ট। এখন থেকে আমি যা বলবো এই বাড়ির সব লোককেই তা শুনতে হবে।

ইস।

মা হেসে বললেন, ঝুমঝুমি, ছেলেটা এই মাত্র এলো আর সঙ্গে সঙ্গে তুই ঝগড়া বাঁধাচ্ছিস।

আমি কোথায় ঝগড়া বাঁধালাম। দেখছো না ভাইয়া কতো বড়ো বড়ো কথা বলছে!

বলুক।

আমি বাবাকে বলে দেবো।

মন্টু বললো, কি বলবি?

বলবো, বাবা তোমাকেও নাকি এখন থেকে ভাইয়া যেভাবে বলবে সেভাবে চলতে হবে।

যা বলগে।

ভাইবোনের ঝগড়া শুনে ভারি মজা পাচ্ছিলো অনু। তাছাড়া ঝুমঝুমির কথা বলার

www.shopnil.com

ঢং. গলার স্বর একদম জলতরঙ্গের মতো।শুনলে শুধু শুনতে ইচ্ছে করে।

মা বললেন, তোর পরীক্ষা কেমন হয়েছে মন্টু?

ভালো।

ঝুমঝুমি বললো, ভালো মানে কি! ফার্স্টডিভিশান হবে?

মন্টু রাগী গলায় বললো, চুপ.ডিভিশানের তুই কি বুঝিস রে। ম্যাট্রিকে ফার্স্ট ডিভিশান পাইনি!

ওটা পচা ফার্স্টডিভিশান।

পচা মানে?

পুওর নাম্বার।

শুনে ফিক করে হেসে ফেললো অনু। সে জানে মন্টু ফার্স্ট ডিভিশান পেয়েছে ঠিকই, তবে নাম্বার খুবই কম। এজন্যেই ঝুমঝুমি বলছে পচা ফার্স্ট ডিভিশান।

মা বললেন, ঝুমঝুমি, বাজে কথা বলিস না।

মন্টু বললো, মা অনুর পরীক্ষা খুব ভালো হয়েছে। ও এবারও স্ট্যাণ্ড করবে।

মা বললেন, ভালো ভালো।

অন্ধকারে ঝুমঝুমি একবার চোখ তুলে তাকালো অনুর দিকে। সেই চোখে বুঝি মুগ্ধতা ছিলো। কিন্তু অন্ধকারে অনু তা দেখতে পেলো না।

মন্টুর মার পিছু পিছু বাড়ির ভেতর এসে ঢুকলো!

বাগান থেকে চার পাঁচ ধাপ সিড়ি উঠে গেছে দালানটায়। তারপর টানা ঘোরানো, চওড়া বারান্দা। সেই বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কয়েকটা হাতাঅলা চেয়ার। একটা চেয়ারের ওপর হারিকেন জ্বলছিলো।

লম্বা বারান্দা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলো ওরা।

ঘরে ঘরে হারিকেন জ্বলছে। তবু বাড়ির ভেতরটা বেশ অন্ধকার লাগে অনুর। ইলেকট্রিসিটি চলে যাওয়ার পর শহরের বাড়িগুলোর যা অবস্থা হয়, এখানকার অবস্থা তেমন।

অনু বুঝতে পারলো মন্টুদের হরিরামপুরে ইলেকট্রিসিটি নেই।

খাবার টেবিলে মন্টুর বাবাকে দেখলো অনু। বেশ লম্বা চওড়া শরীর। মাথায়ছোট ছোট কাঁচা পাকা চুল। মুখে ঘন চাপ দাড়ি। তবে দাড়িটা লম্বা নয়। যত্ন করে ছাঁটা। তার ওপর খাড়া নাক। গায়ের রঙটা রোদে পোড়া। তামাটে! ভদ্রলোককে বিদেশী ছবির বয়স্ক নায়কদের মতো লাগে। হাঁটা চলায় প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব তাঁর।

খাবার টেবিলের এক পাশে মন্টু আর অনু। আরেক পাশে একা ঝুমঝুমি বসেছিলো। বাবা এসে ঝুমঝুমির পাশে বসলেন। মন্টুর বাবাকে দেখে দাঁড়িয়েছিলো অনু। ভদ্রলোক চোখ তুলে অনুর দিকে তাকালেন।

মন্টু বললো, বাবা, এ অনু।

অনু হাত তুলে সালাম দিলো। বাবা মৃদু হেসে বললেন, বসো বসো। তোমার বাবা মা ভালো আছেন?

জ্বী হ্যাঁ।

মা খাবার টাবার এগিয়ে দিচ্ছিলেন। সেই ফাঁকে হারিকেনের আলোয় মন্টুর মাকে ভালো করে দেখতে পেলো অনু। একটুমোটা মতো মন্টুর মার। গায়ের রঙ উজ্জ্বল ফর্সা। গোলগাল মুখে বেশ একটা মা মা ভাব।

অনুর পাতেই প্রথম খাবার তুলে দিলেন তিনি। অনুকে দেয়ার পর দিলেন মন্টুর পাতে। তারপর বাবার পাতে। কিন্তু ঝুমঝুমির পাতে দিতে হলো না। সে নিজেই নিজের খাবার নিয়ে নিলো।

টেবিল ভর্তি খাবার। কতো পদের যে ভাজি ভুজি, তরকারি। অনু অবাক হলো ভাতটা দেখে। লালচে মতো সরু ভাত। অদভুত একটা গন্ধ উঠছে ভাত থেকে। অনু কখনো এরকম গন্ধঅলা চালের ভাত খায়নি। গন্ধটা এতো মিষ্টি যে, মনে হলো খাওয়ার আগেই পেট ভরে গেছে অনুর।

অনু আস্তে আস্তে খাচ্ছিলো। আর সুযোগ পেলেই আড়চোখে ঝুমঝুমিকে দেখছিলো। ঝুমঝুমিও তাকে। ফলে চোখাচোখি হয়ে যাচ্ছিলো প্রায়ই।

অনু একবার দেখতে পেলো ঝুমঝুমি ঠোঁট পিটে হাসছে। কিন্তু ঝুমঝুমিকে যতো দেখছিলো ততোই মুগ্ধ হচ্ছিলো অনু। মেয়েটি সত্যিই খুব সুন্দর। চৌদ্দ পনেরো বছর বয়স। কিন্তু শরীরের গড়নটা ভালো বলে ঝুমঝুমিকে দেখায় আরো বড়ো।

মুখটা ছবির মতো সুন্দর ঝুমঝুমির। খাড়া নাক, টানা টানা চোখ, পাতলা তীব্র লাল ঠোঁট, ছোট্ট সুন্দর চিবুক, ছোট্ট কপাল। মাথায় ঘন কালো চুল। চুলগুলো অসম্ভব লম্বা। সেইচুল এখন সারা পিঠে ছড়িয়ে আছে।

ঝুমঝুমির পরনে নীল বুটিদানা কামিজ। গায়ের রঙ অসম্ভব ফর্সা বলে নীল রঙটা খুবই মানিয়েছে ঝুমঝুমিকে।

ঝুমঝুমিকে খানিক দেখে অনু বুঝে গেলো বাবার শরীর স্বাস্থ্য এবং চেহারার ধাঁচটা পেয়েছে ঝুমঝুমি। আর মন্টু পেয়েছে মায়েরটা।

মন্টুর বুবু তাহলে পেয়েছে কারটা?

বুবুকে দেখেনি অনু। না দেখে বুঝবে কেমন করে।

খেতে খেতে বাবা বললেন, তোমাদের পরীক্ষা কেমন হয়েছে?

অনু বুঝতে পারলো না জবাবটা কে দেবে! সে না মন্টু। দিলো মন্টুই।বললো, অনুর খুবই ভালো হয়েছে। আমারটা

কথাটা শেষ করতে পারলো না সে। ঝুমঝুমি বললো, বাবা, ওর পরীক্ষা কিন্তু খুব একটা ভালো হয়নি। ফার্স্টডিভিশান হবে। তবে ম্যাট্রিকের মতো পচাফার্স্ট ডিভিশান।

শুনে হেসে উঠলেন বাবা।

www.shopnil.com

মন্টু রাগী গলায় বললো, দ্যাখ ঝুমঝুমি।

মা বললেন, এই ঝুমঝুমি, তুই এতো কথা বলিস কেন রে! নিজে কোন ভালো রেজাল্ট করিস।

মন্টু বললো, গতবারও তো

ঝুমঝুমি চোখ তুলে বললো, কি?

বলবো?

বলো না।

মা বললেন, মন্টু থাক বাবা। ওটা বললে ভাত না খেয়ে উঠে যাবে।

ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে মন্টু বললো, যাহ্ছেড়ে দিলাম। মা বললো বলে ছেড়ে দিলাম। বাবা হাসিহাসি মুখে বললেন, ছেড়ে দেবার কিছু নেই। গতবার নাহয় অংকে ফেল করেছে, তাই বলে বার বার করবে নাকি!

ঝুমঝুমি রাগী গলায় বললো, বাবা।

বাবা বললেন, ঠিক আছে বলবো না।

অনু খাচ্ছিলো খুবই আস্তে ধীরে। মন্টুর মা এতোসব খাবার তুলে দিয়েছেন প্লেটে, দেখে চোখ বড়ো হয়ে গেছে অনুর। অতো খাবার সে কখনো খেতে পারে না।

মা বললেন, কি হলো বাবা, খাচ্ছো না!

খাচ্ছি।

কি খাচ্ছো, খাবার যা দিয়েছি সবই তো পাতে রয়ে গেছে।

বাবা বললেন, অনু তুমি কি লজ্জা পাচ্ছো? লজ্জা পেয়ো না। খেতে বসে লজ্জা করতে নেই।

অনু কোনো কথা বললো না।

মন্টু বললো, দুপুরে তো তেমন কিছু খাওয়া হয়নি। ভালো করে খা।

তারপর মার দিকে তাকিয়ে বললো, মা, অনুর কিন্তু এক ঘন্টা পর পর খিদে পায়। রাতে ঘুম ভেঙে খায় সে। তুমি কিন্তু আমাদের রুমে খাবার রেখে দিও।

শুনে অনু খুব লজ্জা পেলো। মন্টুটা যে কি! হড়হড় করে সব কথা বলে ফেলে। অনুর এক ঘন্টা পর পর খিদে পায় ঠিকই, তাই বলে কথাটা সব জায়গায় বলতে হবে!

অনু সবচে লজ্জা পেলো ঝুমঝুমিকে। এক পলক ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে মাথা নামালো সে।

মা হাসি হাসি মুখে বললেন, খাবার পাঠিয়ে দেবো।

বাবা বললেন, ঘন ঘন খাওয়া ভালো। স্বাস্থ্য ভালো থাকে। তাছাড়া ভালো ছাত্রদের একটু ঘন ঘন খাওয়া উচিত।

কেউ কোনো কথা বললো না।

বাবা বললেন, অনু তুমি কি পড়বে?

অনু আস্তে করে বললো, ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছে আছে।

ভালো খুব ভালো। যে কোনো শিক্ষাই জনসেবার কাজে লাগানো উচিত। ডাক্তারীতে জনসেবার সুযোগটা বেশি।

অনুর খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। কেউ উঠছে না বলে সেও উঠতে পারছিলো না।

ব্যাপারটা খেয়াল করলেন মা। বললেন, হাত ধুয়ে ফেলো বাবা।

মন্টু বললো, আমারও হয়ে গেছে। চল উঠি।

বাবা বললেন, ওদের দুধ দিলে না?

একটু পরে দিচ্ছি! এখন খেতে পারবে!

মন্টু বললো, পরে আমার রুমে পাঠিয়ে দিয়ো।

বাবা বললেন, ঠিক আছে, তোরা যা রেস্ট নে।

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে আড়চোখে একবার ঝুমঝুমির দিকে তাকালো অনু। ঝুমঝুমিও তাকিয়েছিলো তারদিকে। চোখাচোখি হয়ে গেলো।

মন্টুর রুমটা দোতলায়। পুরনোকালের চওড়া, উঁচু উঁচু ধাপেরসিঁড়ি ভেঙ্গে মন্টুর পিছু পিছু অনু যখন দোতলায় উঠছে, তখন মন্টুদের বাড়ির নিচের তলার কোনো একটি ঘর থেকে ঢং ঢং করে দেয়াল ঘড়ির শব্দ ভেসে এলো। নটা বাজে।

পুবদিকের বারান্দার সঙ্গে মন্টুর রুম। প্রথমে রেলিং দেয়া চওড়া বারান্দা। বারান্দার পাশে পর পর দুটো রুম। প্রথম রুমটা মন্টুর।

রুমে ঢুকে অনু বেশ অবাক হলো। বেশ গোছগাছ করা রুম। পুরনোকালের কারুকাজ করা কালো রঙের উঁচু পালঙ্ক। সেইপালঙ্কে মোটা জাজিমের ওপর হাতের কাজ করা নীল রঙের সুন্দর চাদর বিছানো। মাথার কাছে একেকজনের জন্যে দুটো করে বালিশ। দুপাশে আছে দুটো কোল বালিশ। বোঝা যায় দুজনের জন্যে দুটো।

ঘরের এক পাশে বড়ো একটা আলনা। আলনার পাশে ড্রেসিংটেবিল। সবগুলো জিনিশই পুরনো আমলের। এ ধরনের আলনা ড্রেসিংটেবিল পালঙ্ক জাদুঘরে দেখেছে অনু।

আলনায় অনু এবং মন্টুর সব জামাকাপড় পরিপাটি করে রাখা হয়েছে। আলনার নিচের তাকে জুতো স্যাণ্ডেল। দেখে অনু খুব খুশি হলো। তারপর ভাবলো জিনিশগুলো গুছিয়ে রেখেছে কে? মন্টুর মা না ঝুমঝুমি।

কথাটা মন্টুকে একবার জিজ্ঞেস করারও ইচ্ছে হলো অনুর। কি ভেবে করলো না। আলনার সামনে গিয়ে রাতে অনুর ঘোমোবার পোশাক, ঢোলা পাজামা আর পাতলা এক পাঞ্জাবি পরলো। তার পালঙ্কে এসে উঠলো। উঠে সোজা চলে গেলো ওপাশে খোলা জানালার সামনে।

আকাশে সেদিন খুব সুন্দর চাঁদ। জানালা দিয়ে তাকালে চাঁদটা চোখের ওপর দেখা যায়।

চাঁদ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো অনু। বললো, মন্টু, আমি এ পাশে শোবো।

শো।

www.shopnil.com

অনু তখনি শুয়ে পড়লো না। জানালার শিক ধরে উদাস হয়ে বসে রইলো।

মন্টু বললো কি ভাবছিস?

কিছুই না।

নিশ্চয়ই কিছু ভাবছিস।

আরে না।

সত্যি করে বলতো; তুই এখন ঢাকার কথা, তোদের বাড়ির কথা ভাবছিস না?

হ্যাঁ, মার কথা মনে পড়লো। মাকে ছেড়ে কখনো কোথাও থাকিনি তো!

খারাপ লাগছে?

আরে না।

তখুনি ঝুমঝুমি এসে ঢুকলো।হাতে একটা ট্রে। ট্রের ওপর বড়ো সাইজের দুটো চায়ের কাপ,আর দুতিনটে পেয়ালা। তস্তরী দিয়ে মুখ ঢাকা। দুটো চামচও আছে এক পাশে।

মন্টু বললো, কি নিয়ে এলি রে?

খাবার।

কিসেরখাবার।

তুমি যে বললে রাতে খিদে পায়।

আমার কথা বলেছি নাকি!

ঝুমঝুমি একপলক অনুর দিকে তাকালো। তারপর ঠোঁট টিপে হেসে বললো, একই কথা। খাবারের ট্রেটা ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর রাখলো ঝুমঝুমি। অনু অবাক হয়ে দেখলো সেই টেবিলে একটা পানির জগ রাখা আছে, দুটো কাচের গ্লাস রাখা আছে। আশ্চর্য, জিনিশগুলো এতোক্ষণ চোখেই পড়েনি অনুর।

ঝুমঝুমি বললো, তোমাদের দুধ রাখা আছে। এখুনি খেয়ে নাও। নয়তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

মনটু বললো, আমার জন্যেও দুধ এনেছিস?

তো কি আনবো।

শত্রুতা করছিস ক্যান! এতোদিন পরে এলাম।

আজ দুধই খাও। আমি রান্নাঘরে যাওয়ার চান্স পাইনি।

শুনে মুখটা অন্ধকার হয়ে গেলো মন্টুর। গোমড়া মুখে বললো,দে। কি আর করবো। প্রথমে অনুর দিকে একটা কাপ এগিয়ে দিলো ঝুমঝুমি। তারপর দিলো মন্টুকে। দেয়ার সময় অনুর দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো। হাসির কারণটা বুঝতে পারলো না অনু।

কাপটা হাতে নিয়ে আনমনে চুমুক দিলো মন্টু। তারপর প্রায় লাফিয়ে উঠতে গেলো।

অ্যাঁ চা?

খানিকটা চা চলকে পড়লো বিছানায়। দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো ঝুমঝুমি।

কিন্তু ব্যাপারটা একদম কেয়ার করলো না মন্টু। ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে বললে, থ্যাংক ইউ সিস্টার।

মন্টুর কাপে চা দেখে নিজের কাপটার দিকে তাকালো অনু। তার কাপেও কি চা! তাহলে তো কাপটা ফেরত দিতে হবে। রাতের বেলা একদম চা খেতে পারে না অনু। খেলে সারারাত জেগে থাকতে হবে। একটুও ঘুম হবে না।

কিন্তু না অনুর কাপে তো দুধই। দেখে খুশি হয়ে গেলো অনু। কিছু না ভেবে বললো, আমার কাপে তো দুধ।

মন্টু কিছু বলার আগেই ঝুমঝুমি বললো, আপনিও ঘুমোবার আগে চা খান নাকি!

ভাইয়া যে আমাকে বললো না!

শুনে হা হা করে উঠলো অনু। না না, রাতেরবেলা আমি কখনো চা খাই না।

মন্টু বললো, ও হচ্ছে গিয়ে গুড বয়।

অনু লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলো। এক পলক অনুর দিকে তাকিয়ে ঝুমঝুমি বললো, সবাই তোমার মতো বদমাস হবে নাকি!

শুনে অনু আবার খুশিহয়ে গেলো। দুধের কাপে চুমুক দিলো সে।

মন্টু বললো, এই বদমাস মানে কিরে?

ঝুমঝুমি কোনো কথা বললো না।

মন্টু বললো, চা টা কেমন করে ম্যানেজ করলি রে?

কেমন করে আবার। মা বললেন দুধ নিয়ে আসতে। আমি রান্না ঘরে গিয়ে চা করলাম।

তারপর এক কাপে চা আর এক কাপে দুধ নিয়ে চলে এলাম।

তোর প্রতিভার কোনো তুলনা হয় না।

অনু হেসে ফেললো। দেখে ঝুমঝুমি বুঝি একটু লজ্জা পেলো। বললো, দ্যাখো, বাজে কথা বললে কিন্তু আর কখনো চা পাবে না।

মন্টু বললো, সরি সরি।

তারপর একটু থেমে বললো, এই কিরে ঝুমঝুমি, তুই দেখি অনুর সঙ্গে কথাটি বলছিস না। অথচ কতোবার আমাকে বলেছিস অনুকে এখানে নিয়ে আসতে।

ঝুমঝুমি মাথা নিচু করে দাঁতে নখ খুঁটতে লাগলো।

মন্টু বললো, ইস লজ্জা পাচ্ছে রে! ঠিক আছে তুই আমার পাশে এসে বোস। আমি ভাব করিয়ে দিচ্ছি।

ঝুমঝুমি কোনো কথা বললো না। নড়লোও না।

অনু ভাবলো ব্যাপারটা তারই টেকল করা উচিত। দুধটা খাওয়া হয়ে গিয়েছিলো। কাপটা নামিয়ে রেখে অনু বললো, ঝুমঝুমি, তুমি কি পড়ো?

www.shopnil.com

ঝুমঝুমি চোখ তুলে অনুর দিকে তাকালো। ক্লাস নাইনে।

সায়েন্স?

না, আমাদের স্কুলে সায়েন্স নেই।

মন্টু বললো, ইস থাকলেই যেনো সে সায়েন্স পড়তো। সায়েন্স পড়তে হলে মাথায় ঘিলু থাকা চাই। তোর মাথায় তো ঘিলু বলতে কিছু নেই।

ঝুমঝুমি কিছু বলার আগেই অনু বললো, তোর মাথায়ও খুব একটা কিছু নেই। অতো বড়ো কথা বলিস না।

শুনে ঝুমঝুমি হেসে ফেললো। আর মন্টু গেলো তাজ্জব হয়ে।

কি বলছিস অনু?

ঠিকই বলছি।

আরে তুই আমার বন্ধু। আমার ফরে কথা বলবি না!

না, বলবো না। অনেকক্ষণ ধরে দেখছি তুই শুধু শুধু ঝুমঝুমিকে জব্দ করছিস।

তারপর ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে অনু বললো, ঝুমঝুমি, এখন থেকে আমি আছি তোমার সঙ্গে। মন্টু তোমাকে কিছু বললেই আমি ওকে ধরবো। ওর অনেকগুলো উইকপয়েন্ট আমার জানা। একটা একটা করে ছেড়ে দিলে মন্টু আর পারবে না। লজ্জায় মাথা কাটা যাবে।

ঝুমঝুমি মুগ্ধ চোখে অনুর দিকে তাকালো। সেই চোখে কি ছিলো কে জানে, অনুর বুকের খুব ভেতর দিয়ে অচেনা রিন রিনে একটা অনুভূতি অনেকক্ষণ ধরে গড়িয়ে গড়িয়ে গেলো।

মা বললেন, কিরে ঝুমঝুমি এতো সকাল সকাল উঠলি কেন?

ঝুমঝুমি বললো, এমনি। ঘুম ভেঙে গেছে।

তোর তো এতো সকালে ঘুম ভাঙে না।

আজ ভাঙলো!

মা আর কোনো কথা বললেন না। রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। রান্নাঘর থেকে তখন টুং টাং আওয়াজ আসছে। বোঝা যায় মতির বউ নাস্তাটাস্তা বানানোর কাজ শুরু করে দিয়েছে। মা গিয়ে এখুনি তাকে একটা ওটার আদেশ করবেন। অনেকদিন পর মন্টু বাড়ি এসেছে। সঙ্গে তার বন্ধু। আজ থেকে নিশ্চয় এই বাড়িতে স্পেশাল সব খাবার দাবারের আয়োজন হবে।

কিন্তু ঝুমঝুমির আজ এতো সকাল সকাল ঘুম ভাঙলো কেন? তার তো প্রতিদিন ঘুম ভাঙে বেশ বেলায়। চারদিক তখন রোদে ভরে যায়।

আজ তো এখনো ভালো করে ফর্সাই হয়নি চারদিক। খালের ঘোলাজলের মতো একটা আলো ফুটে আছে চারদিকে।

বাগানের গাছপালায় এখনো জমে আছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ডাকাডাকি

করছে পাখিরা। হাওয়ায় ভাসছে হাসুহেনার গন্ধ।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে মনের ভেতরটা কি রকম করে উঠলো ঝুমঝুমির। কেন যে তার মনে পড়লো অনুর কথা!

ভাইয়ার মুখে অনুর কথা শুনে শুনে মনের ভেতর অনুর একটা ছবি তৈরি হয়েছিলো এতোদিন। কাল সন্ধ্যায় অনুকে দেখে সেই ছবিটা হাওয়া হয়ে গেছে। ছবির চেয়ে অনু অনেক বেশি সুন্দর। মুখটা তো মায়াবী, তাকিয়ে থাকলে বুকের ভেতর কেমন করে। কাল সন্ধ্যে থেকে রাত অব্দি অনুকে যে কতোবার লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে ঝুমঝুমি!

সকালবেলা এই কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুকে দেখার জন্যে ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে গেলো ঝুমঝুমি।

কিন্তু অনুর কি এখন ঘুম ভেঙেছে! ঝুমঝুমি কি একবার দোতলায় গিয়ে দেখে আসবে!

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রকম অচেনা একটা লাজুক ভাব পেয়ে বসলো ঝুমঝুমিকে। যদি ঘুম ভেঙে থাকে অনুর, ঝুমঝুমিকে দেখে কি ভাববে সে!

আর যদি না ভেঙে থাকে!

শহরের ছেলেদের কি এতো সকাল সকাল ঘুম ভাঙে!

ঝুমঝুমি দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালো!

কিন্তু সিঁড়ির দুতিন ধাপ উঠেই আবার নেমে এলো ঝুমঝুমি। খানিক দাঁড়িয়ে কি ভাবলো।

তারপর রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। রান্না ঘরে তখন মা নেই। বোধ হয় বাগানে গেছেন।

মতির বউ ঘোমটা মাথায় রান্নাবান্না করছে। বেশিদিন বিয়ে হয়নি বউটার। এখনো লজ্জা ভাঙেনি। চব্বিশ ঘন্টা মাথায় ঘোমটা দিয়ে রাখে।

রান্না ঘরে ঢুকে ঝুমঝুমি বললো, চা হয়েছে?

মতির বউ লাজুক গলায় বললো, না।

পানি বসাওনি?

বসাইছি।

তাহলে তাড়াতাড়ি এক কাপ চা করে দাও।

দিতাছি।

মতির বউ তারপর দ্রুত হাতে চা বানালো। বানিয়ে সুন্দর কাপ পিরিচে যত্ন করে চা টা দিলো। ঝুমঝুমি সেই কাপ হাতে বেরিয়ে এলো। তারপর দ্রুত পা চালিয়ে দোতলার সিঁড়ির দিকে চলে গেলো।

মন্টু উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মুখটা ঘরের ভেতর দিকে। অনু শুয়েছিলো জানালার পাশে। রাতেরবেলা সুন্দর চাঁদ উঠেছিলো বলে জানালাটা বন্ধ করতে দেয়নি অনু। মন্টু চেয়েছিলো বন্ধ করে দিতে। অনু বলেছে, থাক না।

মন্টু অবাক হয়ে বলেছিলো, কেন?

www.shopnil.com

চাঁদের আলো দেখে দেখে ঘুমিয়ে পড়বো।

এসব ঝুমঝুমি চলে যাওয়ার পরের কথা।

মন্টু বললো, চাঁদ দেখে তোমার ঘুমিয়ে পড়ার কি হলো।

চাঁদের আলো আমার খুব ভালো লাগে।

তোর ভাব দেখে মনে হচ্ছে এর আগে কখনো চাঁদ দেখিসনি।

অনু হেসে বললো, দেখেছি। তবে আজকের মতো করে কিন্তু কখনো দেখিনি। শহরে চাঁদ কি এতো সুন্দর করে ওঠে! তাছাড়া জানালা দিয়ে চাঁদের আলো সরাসরি এসে ঘরে ঢুকছে, এটা আমি ভাবতেও পারি না।

ঠিক আছে যতোক্ষণ ইচ্ছে দেখ, তারপর জানালাটা বন্ধ করে দিস।

কেন?

আলো থাকলে ঘুম আসে না আমার।

তুই তো জানালার পাশে শুচ্ছিস না!

তবু আলোটা তো লাগবে!

তখন বেশ একটা চালাকি করেছে অনু। বলেছে, ঠিক আছে, বন্ধ করে দেবো। তুই ঘুমো।

আসলে অনু তখন ভেতরে ভেতরে ভেতরে রেখেছে, মন্টু তো ঘুমিয়েই যাবে, দেখবে কি করে জানালাটা খোলা না বন্ধ!

অনু জানালাটা বন্ধ করেনি।

শুয়ে পড়ার পর পরই ঘুমে একদম কাদা হয়ে গিয়েছিলো মন্টু। কিন্তু অনুর সহজে ঘুম আসেনি। একেই নতুন জায়গা, তার ওপর আব্বা আম্মা সঙ্গে নেই, তাদের ছেড়ে অনু তো কখনো কোথাও থাকেনি। অনুর কি রকম যেনো লাগছিলো।

চাঁদের আলোয়, বিছানায় শুয়েও মন্টুদের বাড়ির পাশের খোলা মাঠটা দেখতে পাচ্ছিলো অনু। সেখানে ছড়ানো ছিটানো দু চারটা গাছপালা, তীব্র জ্যোৎস্নায় তলায় ভুতুড়ে ছায়া ফেলে রেখেছিলো গাছগুলো। জ্যোৎস্নায় ঝিমঝিম করা মাঠে অবিরাম ডাকছিলো ঝিঁ ঝিঁ পোকা, কীটপতঙ্গ। দু একটা বাঁদুর ডানায় জ্যোৎস্না মেখে উড়ে যাচ্ছিলো। মন্টুদের বাগানের দিকে ডাকছিলো কোনো এক রাতপাখি। দুটো শেয়াল অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করলো মাঠটার মধ্যে। অনু অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। দেখতে দেখতে কি রকম উদাস হয়ে গেলো। ঝুমঝুমির কথা মনে পড়লো অনুর। খানিক আগেই ঝুমঝুমি এই ঘরে ছিলো। ঘরটা তখন ভারি উজ্জ্বল এবং আনন্দমুখর মনে হচ্ছিলো অনুর কাছে। ঝুমঝুমি চলে যাওয়ার পরই কি রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেলো সব। বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো অনু।

তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, অনুর মনে নেই।

সকালবেলা অনুর যখন ঘুম ভাঙছে, বাইরে তখনো ভালো করে আলো ফোটেনি। জানালা দিয়ে হু হু করে আসছে মিষ্টি একটা হাওয়া। বাইরে, খোলা মাঠে, আকাশে একটা আলোকিত ভাব। গাছপালায় জমে আছে হালকা অন্ধকার। ঝিঁ ঝিঁ আর

কীটপতঙ্গের ডাক থেমে গেছে কখন। গাছপালায় এখন গলা ছেড়ে ডাকাডাকি করছে পাখিরা।

ঘুম ভাঙা চোখে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো অনু।

মন্টু তখনো গভীর ঘুমে। তার হালকা শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। অনু জানে হোস্টেলে থাকার ফলে মন্টুর অনেকটা বেলা অব্দি ঘুমোবার অভ্যেস। একদিন সকাল বেলা মন্টুকে ডাকতে গিয়ে দেখেছিলো অনু। সাড়ে আটটা বাজে তখনো ঘুম ভাঙেনি মন্টুর। অনু ডাকাডাকি করে তুলেছিলো তাকে।

কিন্তু অনুর খুব সকাল সকাল ওঠার অভ্যেস। ছেলেবেলা থেকেই। আব্বা ফজরের নামাজ পড়তে যান পাড়ার মসজিদে। যাওয়ার সময় অনুকে ডেকে তোলেন। আব্বা যান মসজিদে নামাজ পড়তে আর অনু যায় বাথরুমে হাত মুখ ধুতে। তারপর পড়ার টেবিল।

ছেলেবেলা থেকেই চলে আসছিলো নিয়মটা। ফলে যতো রাতেই ঘুমোক, সকালবেলা ফজরের আজানের পর পরই ঘুম ভেঙে যায় অনুর। ইচ্ছে করলেও আর ঘুমিয়ে থাকতে পারে না।

আজও ঠিক ওই সময়েই ঘুম ভেঙেছে অনুর। কিন্তু এখন তো আর বেশ অনেকদিন লেখাপড়া নেই অনুর! তাছাড়া মন্টুদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে সে।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে উদাস হয়ে খোলা মাঠ গাছপালা দেখছিলো অনু। তখুনি খোলা জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো ঝুমঝুমি। হাতে চায়ের কাপ। কাপ থেকে বাষ্প উঠছিলো।

অনুকে উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখেই মিষ্টি করে হাসলো ঝুমঝুমি। এতো সকাল সকাল ঘুম ভেঙেছে আপনার?

ঝুমঝুমিকে দেখেই বিছানায় উঠে বসেছে অনু। এক পলক ঝুমঝুমির দিকে তাকালো সে। ঝুমঝুমিকে এখন কালকের চেয়েও বেশি সুন্দর লাগছে। সদ্য ঘুম ভাঙা ফোলা চোখ মুখ। খানিক আগে বুঝি মুখ ধুয়েছে। কিন্তু মুখটা মোছেনি ভালো করে। মুখে এখনো লেগে আছে জলকণা। ফলে ঝুমঝুমির মুখটা দেখাচ্ছে শিশির ভেজা কোনো ফুলের মতো।

অনু বললো, আমার সব সময়ই খুব সকালবেলা ঘুম ভাঙে।

অতো সকালে উঠে কি করেন?

কি করবো! পড়তে বসি।

হ্যাঁ, আপনি তো খুব ভালো ছাত্র। ভালো ছাত্ররা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই পড়তে বসে। আমার কিন্তু সকালবেলা বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছে করে না!

এ কথায় হেসে ফেললো অনু। তাহলে আজ উঠলে কেমন করে?

আজ ঘুম ভেঙে গেছে।

অনু আড়চোখে একবার মন্টুর দিকে তাকালো। মন্টু এখনো আগের মতো উপুড়

www.shopnil.com

হয়ে ঘুমোচ্ছে। বোঝা যায় সহজে ঘুমটা ভাঙবে না মন্টুর।

অনু বললো, মন্টু কখন উঠবে?

ভাইয়ার উঠতে দেরী আছে। বাড়ি এলে ভাইয়া কখনো নটা দশটার আগে ঘুম থেকে ওঠেনা। তাও মা এসে ডেকে তোলেন।

হোস্টেলেও মন্টু অনেক বেলা করে ওঠে।

আপনি জানেন? কেমন করে জানেন? আপনি তো আর হোস্টেলে থাকেন না!

জানি। আমি দু একবার সকালবেলা হোস্টেলে গেছি।

তারপর ঝুমঝুমির হাতের চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে অনু বললো, তুমিও কি মন্টুর মতো ঘুম থেকে উঠেই চা খাও?

না তো।

তাহলে চা কার জন্যে?

শুনে ঝুমঝুমি একটা থতমত খেয়ে গেলো। মাথা নিচু করে বললো, আমি তো আপনার জন্যে আনলাম। আপনি খাবেন?

আমি খালি পেটে কখনো চা খাই না।

আমি যে আনলাম!

তুমি কি করে জানলে আমি এতো সকাল সকাল উঠেছি?

এ কথার ঝুমঝুমির কোনো জবাব দিলো না।

অনু বললো, চা টা মন্টুর মাথার কাছে রেখে দাও। পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখো। ঘুম ভাঙার পরই হাতের কাছে চা পেলেই মন্টু খুব খুশি হবে।

আচ্ছা।

ঝুমঝুমি তারপর জানালার কাছ থেকে সরে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখলো ছোট্ট টেবিলটার ওপর। সেই টেবিলে রাতেরবেলা রেখে যাওয়া খাবারগুলো ঢাকা দেয়া ছিলো। ঢাকনা তুলে ঝুমঝুমি এক পলক দেখলো। বললো, কি ব্যাপার, খাননি! সবই তো রয়ে গেছে।

না।

কেন?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আপনার নাকি এক ঘন্টা পর পর খিদে পায়।

সব সময় পায় না।

এখন পেয়েছে না! তাহলে খেয়ে নিন না। চা ও তো আছে।

না। খিদে পায়নি।

অনুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝুমঝুমি খুব সরলভাবে হাসলো।

ভাইয়ার তো উঠতে এখনো দেরি আছে। আপনি একা একা কি করবেন এখন?

কি করবো! বসে থাকবো।

চলুন তাহলে।

কোথায়?

নিচে গিয়ে বসবেন।

সবাই উঠে পড়েছে?

হ্যাঁ। বাবা তো সকালবেলা উঠেই বেড়াতে যান। মা আছেন রান্না ঘরে।

তখন অনু হঠাৎ করে অদভূত একটা আবদার করলো। ঝুমঝুমি, চলো তুমি আমি কোথাও বেরিয়ে আসি।

কোথায়?

ওই যে মাঠের ওদিকটায়।

ঝুমঝুমি খানিক কি ভাবলো। তারপর হেসে বললো, চলুন।

মন্টুর পাশ কাটিয়ে অনু বিছানা থেকে নামলো।

ঝুমঝুমি বললো, আপনি তো আগে কখনো গ্রামে আসেননি, কেমন লাগছে গ্রাম অনু মৃদু হেসে বললো, ভালো।

কেমন ভালো?

ভালো ভালোর আবার কেমন থাকে নাকি!

থাকে না!

কি রকম?

এই ধরুন খুব ভালো, নয়তো মোটামুটি ভালো। আর নয়তো অনু এমন করে তাকালো ঝুমঝুমির দিকে, কথা শেষ করতে পারলো না ঝুমঝুমি। হেসে ফেললো।

অনু মুগ্ধ গলায় বললো, তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলো তো! মাঠের এক কোণে ঝাপড়ানো একটা গাছ। সেই গাছে হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল ফুটে আছে। বেশ গন্ধ ফুলের। জায়গাটা সুবাসিত হয়ে আছে।

গাছতলায় ঘাসের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বেশ কিছু ফুল। ঝুমঝুমি ছুটে গিয়ে ফুল কুড়াতে লাগলো। কুড়িয়ে ওড়নার আঁচলে যত্ন করে রাখছে, অনু বললো, কি হবে?

মালা গাঁথবো।

কার জন্যে?

কথাটা অনু কিছু না ভেবেই বললো। কিন্তু ঝুমঝুমির চোখ বড়ো করে অনুর দিকে তাকালো। কার জন্যে আবার! আমি পরবো!

ও।

আপনি কি ভাবছেন?

না, কিছু ভাবিনি।

চাইলে আপনাকেও আমি একটা মালা গেঁথে দিতে পারি।

www.shopnil.com

দিও।

আচ্ছা। তাহলে দুটো গাঁথবো।

ঝুমঝুমি ফুল কুড়াচ্ছে অনু তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখছে। মাঠে এখন সকালবেলার রোদ ঝিমঝিম করছে। চারদিকে শিশির এবং ঘাসের মিষ্টি একটা গন্ধ। দূরের খালপাড় থেকে অনুদের দিকে হেঁটে আসছিলো একটা লোক খানিক তাকিয়ে থাকতেই লোকটাকে চিনতে পারলো অনু। মতি মিয়া।

কিন্তু মতি এতো সকাল সকাল কোথায় গিয়েছিলো!

মতি কাছাকাছি আসতেই ঝুমঝুমি জিজ্ঞেস করলো, ও মতি ভাই, কোথায় গিয়েছিলে?

মতি বিগলিত হেসে বললো, জাউল্লা পাড়ায় গেছিলাম। রতন জাউল্লারে কইয়া আইলাম ছোড কত্তায় বাইত আইছে, ভালা মাছ দিয়া যাইতে।

মতি আর দাঁড়ালো না দ্রুত পায়ে হেঁটে মন্টুদের বাড়ির দিকে চলে গেলো।

ঝুমঝুমি বললো, ভাইয়া বাড়ি এলেই চারদিকে সাড়া পড়ে যায়।

কি রকম?

এই যে দেখলেন না সকাল বেলাই মতিভাইকে জেলে পাড়ায় পাঠানো হয়েছে। ভালো মাছ আসবে। বাড়িতে কেমন একটা সাজ সাজ রব পড়ে গেছে।

মতির বউও তোমাদের বাড়ি থাকে?

হ্যাঁ। মতিভাইকে তো কিছুদিন আগে বাবাই বিয়ে করালেন। মতিভাই আমাদের বাড়ি আছে অনেকদিন ধরে। দুনিয়াতে আর কেউ নেই তো! আমরাই ওর সব কিছু।

শুনে হেসে ফেললো অনু।

অনুকে হাসতে দেখে ঝুমঝুমি খুব অবাক হলো। হাসছেন কেন?

এমনিই।

এমনি কেউ হাসে!

আমি হাসি!

না, নিশ্চয় কোনো কারণ আছে। বলুন না কেন হাসলেন!

ফুল কুড়ানো বাদ দিয়ে ঝুমঝুমি এসে অনুর সামনে দাঁড়ালো।

বলুন নয়তো আমি চলে যাবো।

অনু বললো তোমার কথা শুনে হাসলাম।

আমি কোনো হাসির কথা বলেছি?

না, তা বলোনি।

তাহলে?

এবার ঝুমঝুমির চোখের দিকে তাকালো অনু। তাকিয়ে রইলো।

ঝুমঝুমি বললো, কি হলো?

কি?

বললেন না।

কেন হাসছেন বলুন।

অনু আবার মুগ্ধ চোখে ঝুমঝুমির দিকে তাকালো, তারপর গভীর গলায় বললো, ঝুমঝুমি, তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলো।

সুন্দর করে কথা বললে কেউ বুঝি হাসে!

কথাটা এড়িয়ে গেলো অনু। বললো, ঝুমঝুমি তুমি দেখতেও খুব সুন্দর।

এ কথায় আপাদমস্তক কেঁপে উঠলো ঝুমঝুমি। চোখ তুলে অনুর দিকে আর তাকাতে পারলো না সে। মাথা নিচু করে ডান পায়ের ঘাস খুঁটতে লাগলো।

দুপুরবেলা মন্টু বললো, অনু, তুই কি ঘুমোবি?

এইমাত্র দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে ওপরে এসেছে অনু। সঙ্গে মন্টুও আছে।

অনু বললো, তুই কি করবি?

আমি ঘুমোবো না।

যাবি কোথাও?

কোথায় যাবো?

তাহলে কি করবি?

নিচে গিয়ে মা বাবার সঙ্গে কথা বলবো।

আজ দুপুরে খাওয়াটা প্রচণ্ড হয়েছে। পাঁচ ছ রকমের মাছ, মুরগী আর কতো রকমের যে শাক সব্জি। অনু অতো খেতে পারে না। কিন্তু মন্টুর মা নাছোড়বান্দা। অনবরত অনুর পাতে খাবার তুলে দিয়েছেন। অনুকে বাধ্য হয়ে খেতে হয়েছে।

অনুর মুখোমুখি চেয়ারে বসেছিলো ঝুমঝুমি। অনুর মানা না শুনেও মা যখন জোর করে অনুর পাতে খাবার তুলে দিচ্ছেন, তখন অনুর যে কি অস্বস্তিকর অবস্থা সেটা খেয়াল করে ঝুমঝুমি মুখ টিপে হাসছিলো। কিন্তু অনুর কিছু করার নেই। মুরুব্বীদের মুখের ওপর অনু সহজে কোনো কিছু মানা করতে পারে না।

এই বাড়িতে সবশেষে দুধ কলা দিয়ে ভাত খাওয়ার একটা নিয়ম আছে। খেতেই হবে। অনু আজ সেটা পুরোপুরি খেতে পারেনি। খানিকটা মুখে দেয়ার পরই মনে হয়েছে আর একটা খেলেই সে বমি করে দেবে। অতোটুকু মেয়ে ঝুমঝুমি, ব্যাপারটা সে খেয়াল করেছিলো! মাকে বললো, মা, তুমি অতো জোর করো না। অনু ভাইর মুখটা দেখো। লজ্জায় কিছু বলতে পারছে না। আর একটু খেলে বমি করে দেবে।

শুনে মা বললেন, তাহলে থাক। তুমি হাত ধুয়ে ফেলো।

বাবা বললেন, বলো কি অনু। এতো কম খেলে চলবে কেমন করে। সুস্থ থাকতে হলে প্রচুর পরিমাণ খাওয়া দাওয়া দরকার। আর এটাই তো খাওয়ার বয়স। তোমাদের বয়সে আমি এর ডবল খেয়েছি।

অনু লাজুক গলায় বললো, আপনি হয়তো খেয়াল করেননি, আমি কিন্তু আজ প্রচুর খেয়েছি।

www.shopnil.com

বাবা হা হা করে হেসে উঠলেন। বলো কি, এটা কোনো খাওয়া হলো!

মন্টু বললো, অনু এরকমই খায়। মা বললেন, কম খায় বলেই তো স্বাস্থ্য এতো খারাপ।

ঝুমঝুমি বললো, এরকম স্বাস্থ্যই ভালো।

মন্টু বললো, কি ব্যাপাররে ঝুমঝুমি, একদিনেই অনুর পক্ষে চলে গেছিস!

শুনে লজ্জা পেয়ে গেলো অনু।

ঝুমঝুমি রাগী গলায় বললো, দ্যাখ ভাইয়া!

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, কি শুরু করলি তোরা?

তারপর অনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি হাত ধুয়ে ফেলো বাবা।

আড়চোখে ঝুমঝুমির দিকে একবার তাকিয়ে চিলেমচিতে হাত ধুয়ে ফেলল অনু। তারপর খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো মনে মনে ঝুমঝুমিকে বললো, থ্যাংক ইউ ঝুমঝুমি।

তুমি আমাকে বাঁচিয়েছো।

অনু বললো, মন্টু তুই তাহলে যা। আমি শোবো। যা খাওয়া হয়েছে আজ। পেট ফেটে যাচ্ছে। ঘন্টাখানেক শুয়ে না থাকলে মারা যাবো। তবে ঘুমোবো না। দুপুরবেলা ঘুম আসে না আমার।

কথাটা সত্যি। দুপুরবেলা শুয়ে থাকলেও ঘুম আসে না অনুর। দুপুরবেলা বিছানায় শুয়ে হয় কোনো বইপত্র পড়ে অনু, নয়তো জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আপন মনে কিছু ভাবে।

হাতের কাছে কোনো বইপত্র নেই বলে অনু আজ জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলো। আকাশটা আজ অসম্ভব সুন্দর। স্বচ্ছ রোদে ঝকঝক করছে আকাশ। সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনু কিন্তু আজ ঘুমিয়ে পড়লো। বোধ হয় অতিরিক্ত খাওয়া হয়েছে বলে ঘুমটা এলো তার।

অনুর যখন ঘুম ভাঙলো তখন পুরোপুরি বিকেল। বাইরে রোদের তেজ কমে গেছে। মিষ্টি মোলায়েম একটা রোদ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। এই রকম পরিবেশে অকারণে মানুষের মন ভালো হয়ে যায়।

অনুরও হলো।

বিছানায় উঠে বসতে যাবে অনু তখুনি টের পেলো তার বুকের কাছে দলা পাকিয়ে আছে মোলায়েম কিছু একটা। মৃদু একটা গন্ধও আছে জিনিশটার।

আনমনে হাতদিয়ে জিনিশটা স্পর্শ করলো অনু। তারপরই চমকে উঠলো। তার বুকের কাছে পড়েছিলো একটা ফুলের মালা। সকালবেলা ঝুমঝুমি যে ফুলগুলো কুড়িয়েছিলো, মালাটা সেই ফুলের। দীর্ঘক্ষণ কেটে যাওয়ার ফলে ফুলগুলো ম্লান হয়ে

গেছে। তবু গায়ে লেগে আছে মৃদু সুবাস।

মালাটা হাতে নিতেই মনটা ভালো হয়ে গেলো অনুর।

এক সময় মালাটা নাকের কাছে তুলে অনু মনে মনে বললো, ঝুমঝুমি ঝুমঝুমি ঝুমঝুমি।

ঝুমঝুমি বললো, পেয়েছিলেন?

কি?

ওমা? আপনাকে কি দিয়েছি আমি?

কথাটা বুঝতে না পেরে ঝুমঝুমির মুখের দিকে তাকালো অনু। ঘাটলায় মুখোমুখি বসে আছে ওরা। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে আসছে। ঘাটলার শেষ ধাপে এসে লাগছে খালের অবারিত জলের মৃদু একটা ঢেউ। ছলাৎ ছলাৎ ক্ষীণ একটা শব্দ উঠছে। সন্ধের মুখে মুখে গ্রামের দিকে বুঝি বইতে শুরু করে ফুরফুরে মিষ্টি একটা হাওয়া। সেই হাওয়াটা বইছিলো পেছনে বাগানের গাছপালা থেকে দ্রুত উধাও হচ্ছে দিনের আলো। আবছা অন্ধকার জমতে শুরু করেছে গাছপালায়। দু একটা পাখি এখনো ডাকাডাকি করেছে। দিনের কাজ বুঝি এখনো শেষ হয়নি পাখিদের।

ওদিকে অন্ধকার নামতে দেখেই ঘুম ভেঙেছে হাস্নুহেনার! মৃদু একটা গন্ধ ইতিমধ্যেই ছড়াতে শুরু করেছে হাস্নুহেনা। অন্ধকার যতো ঘন হবে, রা যতো বাড়বে ফুলের গন্ধটা ততো তীব্র হবে। সারা বাড়ি ম ম করবে হাস্নুহেনার গন্ধে। মাত্র একদিনেই অনু সব জেনে ফেলেছে।

অনু বোকার মতো বললো, কি দিয়েছিলে?

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ঝুমঝুমি। সেই হাসি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলো অনু। ঝুমঝুমির হাসি যে এতো সুন্দর, গত চব্বিশ ঘন্টায় অনু বুঝি একবারও তা টের পায়নি। ঝুমঝুমি আজ পরেছে হালকা গোলাপ পাপড়ির মতো মোলায়েম একটা কামিজ, ওড়না আর শাদা সালোয়ার বিকেলবেলা ঠোঁটে হালকা করে লিপস্টিক লাগিয়েছে ঝুমঝমি। মুখে বুলিয়েছে হালকা পাউডার। চুলে দুটো বেণী করেছে। বেণী দুটো সাপের মতো পড়ে আছে পিঠের ওপর। ঝুমঝুমি বললো, আপনার তো খুব ভুলো মন।

সঙ্গে সঙ্গে অনু বুঝে গেলো, মালাটার কথা বলছে ঝুমঝুমি। কিছু একটা বলতে যাবে অনু, ঝুমঝুমি বললো, এখান থেকে চলে যাওয়ার পরই আমাদের কথা ভুলে যাবেন আপনি। আপনার যা ভুলো মন। কখনো মনেই পড়বে না আমাদের কথা।

কে বললো?

কে বলবে! আমি বুঝতে পারি না! দুপুরে আপনি ঘুমিয়ে আছেন, আমি একটা জিনিশ দিয়ে এলাম, এখুনি সেটা ভুলে গেছেন, আর এখান থেকে চলে যাওয়ার পর বুঝি আমাদের কথা আপনার মনে থাকবে। মনে থাকবে না কেন! মন্টু আছেন না, মন্টুকে দেখলেই তো এখানকার কথা আমার মনে পড়বে। তোমার কথা মনে পড়বে।

www.shopnil.com

আমার কথা আপনাকে মনে রাখতে বলছে কে!

বাহ তুমিই তো বললে!

জ্বী না, আমি আমার একার কথা বলিনি।

তাহলে?

বলেছি আমাদের কথা

ওই হলো। আমার সব মনে থাকবে।

না, থাকবে না।

না থাকলে মন্টু মনে করিয়ে দেবে।

ভাইয়ার সঙ্গে আপনার দেখাই হবে না।

কেন?

বাহ রেজাল্ট আউট হওয়ার পর আপনি ভর্তি হবেন মেডিকেল কলেজে। আর ভাইয়া ও। তা হোক। এক শহরেই তো থাকবো আমরা। দেখা হবে না?

নাও তো হতে পরে।

হবে হবে।

না হবে না।

কথাটা এতো জোর দিয়ে বললো ঝুমঝুমি, শুনে চমকে উঠলো অনু।

কেন হবে না?

রেজাল্ট আউটের পর ভাইয়া বোধ হয়

কি?

বোধ হয় ঢাকায় থাকবে না।

কোথায় যাবে?

বিদেশ চলে যাবে।

কোথায়?

আমেরিকা।

আমেরিকায় কেন?

আমেরিকায় আমার ছোট চাচা থাকেন।

তাতে কি হয়েছে।

বাবার ইচ্ছে ভাইয়া আমেরিকায় গিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুক। ছোট চাচাকে চিঠিও লেখা হয়ে গেছে। ছোট চাচা সব ব্যবস্থা করছেন।

মন্টু এসব জানে না। সে তো আমাকে কখনো কিছু বলেনি।

ভাইয়া এখনো জানে না। সব ব্যবস্থা হয়ে গেলে ভাইয়াকে জানানো হবে। আপনাকে আমি বললাম। আপনি আবার ভাইয়াকে বলে দেবেন না। বাবার নিষেধ। ভাইয়া যেনো আগেভাগে না জানে।

সব শুনে অনু একটু চিন্তিত হয়ে গেলো। তারপর হঠাৎ সব ঝেড়ে ফেলে বললো,

পড়াশুনো করতে আমেরিকা যাওয়া যে কোনো ছাত্রের জন্যে তো সাংঘাতিক ব্যাপার। আমিও তো যাবো। এখানে ডাক্তারী পড়াটা শেষ করে হায়ার ডিগ্রী আনতে যাবো। তবে আমারটা আমেরিকা না হয়ে ইংল্যাণ্ডও হতে পারে।

তাহলে?

কি তাহলে?

ভাইয়ার সঙ্গে আপনার দেখা হবে না। আপনি ডাক্তারী পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যাবেন।

তারপর যাবেন বিদেশে। আমাদের কথা আপনার মনেই থাকবে না।

আমার কথা তোমাদের মনে থাকবে?

তবে কি?

ঝুমঝুমি মাথা নিচু করে বললো, আমার মনে থাকবে।

অনু গভীর গলায় বললো, আমারও তোমার কথা মনে থাকবে ঝুমঝুমি। যতো দূরেই থাকি, যেখানেই থাকি, তোমার কথা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।

দুদিন পর একরাত, খাওয়া দাওয়া সেরে দোতলায় এসেছে মন্টু আর অনু। মন্টু বললো,

অনু, আমি কাল বুবুর শ্বশুর বাড়ি যাবো। তুই যাবি?

বুবুর শ্বশুর বাড়ি কোথায়?

এখান থেকে সাত আট মাইল দূরে। আমাকে দুতিনদিন থাকতে হবে। বাবা কাল সকালে রাইস মিলে যাবেন। তাকে নামিয়ে মতি আমাকে নিয়ে যাবে।

অনু কিছু বলার আগেই ঘরে এসে ঢুকলেন মা। মার পেছন পেছন এলো ঝুমঝুমি।

মন্টুর কথাগুলো মা বোধহয় শুনতে পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, অনুকেও সঙ্গে নিয়ে যা মন্টু। অনুকে দেখলে তোর বুবু খুব খুশি হবে।

মন্টু বললো, আমি কি মানা করেছি। অনুকে তো বললাম যাবে কিনা।

মা বললেন, যাও বাবা। দু তিনদিন বেড়িয়ে এসো। জায়গাটা সুন্দর। ভালোই লাগবে তোমার।

অনু মাথা নিচু করে কি ভাবলো। তারপর চোখ তুলে প্রথমে মার দিকে তারপর ঝুমঝুমির দিকে তাকালো।

ঝুমঝুমি তাকিয়েছিলো অনুর দিকে। সেই চোখ দেখে অনুর মনে হলো ঝুমঝুমি নিঃশব্দে

তাকে মানা করছে।

অনু বললো, মন্টু যাক খালাম্মা। আমি এখানেই থাকি।

মা বললেন, কেন?

www.shopnil.com

এমনি। আমার যেতে ভাল্লাগছে না।

মন্টু চলে গেলে একা তোমার খারাপ লাগবে না?

মন্টু বললো, খারাপ লাগবে কেন! ঝুমঝুমি আছে না! অনু ঝুমঝুমির সঙ্গে বেড়াবে।

ঝুমঝুমি এক পলক অনুর দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করলো।

মা বললো, তাহলে থাক।

মন্টু বললো, অনু তোর কোনো অসুবিধা হবে না। মা আছেন, ঝুমঝুমি আছে। ঝুমুঝুমি সারাক্ষণ তোর কাছে পিঠেই থাকবে। তোর যখন ইচ্ছে করছে না, তুই থাক।

অনু কোনো কথা বললো না।

মা বললেন, অনু থাকলে ভালোই হবে। তোরা দুজনই যদি চলে যাস বাড়িটা একদম খালি হয়ে যাবে। আমার খুব খারাপ লাগবে।

মন্টু বললো, কদিন পর অনু তো চলে যাবে মা, তখন তোমার খারাপ লাগবে না?

লাগবে না! তোর যা কথা!

অনু বললো, মন্টু তুই তাড়াতাড়ি ফিরে আসিস।

কেন?

এমনি। বেশিদিন থাকার দরকার কি! আমি তো আর বেশিদিন থাকতে পারবো না।

কখন ঢাকা থেকে খবর আসে, চলে এসো।

তা আসবে না! খালাম্মাকে তো বলে এসেছি, কমপক্ষে পনেরো দিন থাকবে অনু।

মার বিশ্বেস নেই। কখন আমার জন্যে খারাপ লাগবে! তখন লোক পাঠিয়ে দিবে। দেখলি না তোর কাছ থেকে এখানকার পুরো ঠিকানা লিখে রাখলেন।

তা রাখুন। লোক পাঠাবেন না।

পাঠাতে পারেন।

মা বললেন, তোরা ঘুমো! মন্টু একটু সকাল সকাল উঠিস বাবা। রোদ ওঠার আগে রওনা না দিলে দেরি হয়ে যাবে।

মা তুমি সকালবেলা আমাকে ডেকে দিও।

আচ্ছা।

মা চলে গেলেন। তার পিছু পিছু ঝুমঝুমিও যাচ্ছিলো। মন্টু বললো, এই ঝুমঝুমি শোন।

ঝুমঝুমি ফিরে এলো, কি?

চা।

আজ কোনো চান্স নেই।

কেন?

মা এখন রান্নাঘরে গিয়ে বসবেন।

কেন?

দুলাভাইয়ের জন্য পিঠা বানাচ্ছেন।

যা!

সত্যি। একরাত চা না খেলে কি হয়!

হয়, তুই বুঝবি না।

আমার বোঝার দরকার নেই। আমার ঘুম পাচ্ছে।

একবার অনুর দিকে তাকিয়ে মন্টু বললো, ঝুমঝুমি আমি যে কদিন না থাকি তুই সারাক্ষণ অনুর সঙ্গে থাকবি। অনু এখন তোর কেয়ারে।

আমি পারবো না। আমার স্কুল আছে।

কোনোদিকে না তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো ঝুমঝুমি।

ঝুমঝুমির এরকম আচরণ কল্পনাও করেনি অনু। ভেতরে ভেতরে খুব দমে গেলো সে।

মন্টু বললো, ঝুমঝুমি এরকমই। কোনো ব্যাপারে বেশি বললে রেগে যায়। দেখবি আমি চলে যাওয়ার পর ঠিকই সারাক্ষণ তোর সঙ্গে থাকবে।

অনুর মনটা একটু খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। সে বেশ রাগী গলায় বললো, আমাকে নিয়ে তোর অতো ভাববার দরকার নেই। তুই যাচ্ছিস যা।

পরদিন সকালবেলা অনুর ঘুম ভাঙলো একটু দেরিতে। ততোক্ষণে সামনের মাঠটা রোদে ভরে গেছে। দোতলায় অনু আর মন্টু যে ঘরটায় থাকে তার জানালা দিয়ে এসে ঢুকছে রোদ।

রোদটা বোধহয় সরাসরি পড়েছিলো অনুর চোখে। চোখ মুখ জ্বালা করে উঠতেই ঘুমটা ভেঙেছে অনুর।

এখানে এসে কি অনু একটু অলস হয়ে পড়ছে। তার তো আরো সকাল সকাল ঘুম ভাঙ্গার কথা! আজ তাহলে এতটা দেরি হলো কেন?

ঘুম ভেঙে আজ আর পাশে মন্টুকে দেখতে পেলো না অনু। ভোররাতে উঠে বাবার সঙ্গে নৌকোয় চড়েছে মন্টু! বুবুর বাড়ি যাবে।

এতোক্ষণ কতোদূর গেলো মন্টুদের নাও!

ঘুম ভাঙার পরও বিছানায় খানিকক্ষণ শুয়ে থাকলো অনু। ঝুমঝুমির কথা মনে পড়লো। কালরাতে ঝুমঝুমির ব্যবহারটা মোটেই ভালো লাগেনি অনুর। ঝুমঝুমি অমন করে না বললেও পারতো। অনু কি তাকে বলেছিলো যে, মন্টু থাকবে না, ঝুমঝুমি তুমি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে থেকো!

তাহলে?

কথাটা মনে পড়তেই ঝুমঝুমির ওপর অদভূত এক অভিমানে মন ভরে গেলো অনুর। ঠিক আছে। ঝুমঝুমির সঙ্গে সে আর কথাই বলবে না। যা যা দরকার নিজে

www.shopnil.com

নিজেই খালাম্মা কিংবা মতির বউর কাছ থেকে চেয়ে নেবে। ঝুমঝুমি ডাকলেও তার সঙ্গে কোথাও যাবে না। একা একা ঘুরে বেড়াবে। তারপর মন্টু যেদিন ফিরবে তার পরদিন ঢাকা চলে যাবে। একা একাই যেতে পারবে অনু। মতি গিয়ে লঞ্চে তুলে দিয়ে আসবে। লঞ্চে চড়ে বসলেই তো ঢাকা।

এসব ভেবে বিছানা থেকে নামলো অনু। তারপর সিঁড়ি ভেঙে নিচের তলায় চলে এলো। নিচের তলায় সিঁড়ির সামনেই মন্টুর মা, খালাম্মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো অনুর। তিনি বোধহয় দোতলায় উঠবেন ভাবছিলেন। অনুকে দেখেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেলো তাঁর। উঠেছো বাবা। আমি তোমাকে ডাকতে যাচ্ছিলাম অনু লাজুক গলায় বললো, আমার আজ উঠতে একটা দেরি হয়ে গেছে।

না না, ঠিক আছে। এখন তো আর লেখাপড়া নেই। একটু বেলা করে ঘুম ভাঙলে অসুবিধা কি?

অনু বললো, খালাম্মা, মন্টু কখন গেছে?

অনেকক্ষণ। ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গেই আমি ডেকে তুলেছি। তুমি তখন বিভোর ঘুমে।

ঝুমঝুমিকে আশেপাশে কোথাও না দেখে অনুর প্রায় মুখে এসে গিয়েছিলো, খালাম্মা ঝুমঝুমিকে দেখছি না! ঝুমঝুমি কোথায়? কিন্তু কথাটা সে চেপে গেলো। অভিমান। খালাম্মা বললেন, অনু হাত মুখ ধুয়ে এসো বাবা। নাস্তা তৈরি হয়ে গেছে।

অনু তারপর ঘাটলায় গেলো হাত মুখ ধুতে। যাওয়ার সময় চারদিকে আড়চোখে তাকালো। কিন্তু কোথাও ঝুমঝুমিকে দেখতে পেলো না।

গেলো কোথায় ঝুমঝুমি! নাকি সেও মন্টুর সঙ্গে বুবুর বাড়ি চলে গেছে।

হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে অনু দেখে বারান্দায় একটা বেতের নিচু টেবিল পাতা।

টেবিলের পাশে দুটো মোড়া। টেবিলের ওপর অনুর নাস্তা সাজিয়ে খালাম্মা বসে আছেন।

অনুকে দেখেই খালাম্মা বলেন, বসো বাবা। খেয়ে নাও।

অনু মাথা নিচু করে মোড়ায় বসলো। তারপর আস্তে ধীরে খেতে লাগলো

আজকের নাস্তাটা বেশ অদভুত ধরনের। বিভিন্ন রকমের নাড়ু মোয়া পিঠা শবরি কলা আর দুধ। এসব জিনিশ খেতে অনুর বেশ ভালোই লাগে। আলাদা স্বাদের নাস্তা।

খালাম্মা বললেন, মন্টু নেই, তুমি যেনো আবার মন খারাপ করো না বাবা। যখন যা প্রয়োজন আমাকে বলবে। লজ্জা করো না।

অনু লাজুক গলায় বললো, জ্বী আচ্ছা।

কিন্তু তখুনি তার আর একবার প্রায় মুখে এসে গেলো, খালাম্মা ঝুমঝুমি কই?

কিন্তু এবারও প্রশ্নটা করা হলো না। অভিমান।

নাস্তা করার পর অনেকক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়ালো অনু। সেই মাঠটায় গেলো, বাগানে গেলো। অনেকক্ষণ একাকী বসে রইলো ঘাটলায়। তারপর দুপুরের মুখে মুখে

গোসল করলো। খালাম্মার সামনে বসে একা একা ভাত খেলো এবং এক সময় দোতলায় নিজের রুমে এসে শুয়ে পড়লো।

এখানে আসার পর এই প্রথম অনুর আজ সকাল থেকে খারাপ লাগছে। মনটা বিষন্ন হয়ে আছে। ঝুমঝুমি কেন কাল অমন করে কথা বললো!

এসব ভাবতে ভাবতে অনু এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো।

ঘুমের ভেতর অনু শুনতে পেলো খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কে যেনো কাকে ডাকছে। ডাক্তার সাহেব, ও ডাক্তার সাহেব।

অনু চোখ মেলে তাকালো। তাকিয়েই অবাক হয়ে গেলো। জানালার ওপাশে ঝুমঝুমি দাঁড়িয়ে আছে। মুখে দুষ্টুমির একটা হাসি। ঝুমঝুমিকে দেখেই আবার সেই অভিমানটা টের পেলো অনু। ভেতরে ভেতরে রাগে অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফেরালো সে।

জানালার শিক ধরে ঝুমঝুমি বললো, বাব্বা, আজ দেখি ডাক্তার সাহেবের ঘুমই ভাঙছে না! ও ডাক্তার সাহেব উঠুন না।

অনু মুখ ফিরিয়ে ঝুমঝুমির দিকে তাকালো। তারপর রাগি গলায় বললো, ডাক্তার সাহেব কে?

আপনি।

মানে?

আর কদিন পরই তো আপনি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবেন।

তাতে কি?

তাহলেই তো ডাক্তার হয়ে যাবেন।

ভর্তি হলেই ডাক্তার হওয়া যায় না। অনেক পড়াশুনো করতে হয়। অনেক সময় লাগে।

আমি জানি আপনি ডাক্তার হয়ে যাবেন।

যখন হবো তখন।

আমি আপনাকে এখন থেকেই ডাক্তার সাহেব বলে ডাকবো।

অনু গম্ভীর গলায় বললো, না।

আমি ডাকবোই।

কেন?

আমার ইচ্ছে। আমার যা ইচ্ছে হয় আমি করবো, আপনার কি!

অনু আর কোনো কথা বললো না।

ঝুমঝুমি বললো, কি হলো উঠবেন না! ইস, দুপুর বেলায় যে মানুষ কেমন করে ঘুমোয়!

www.shopnil.com

একথা শুনে উঠে বসলো অনু। তারপর আড়চোখে একবার ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে, আনমনে মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঝুমঝুমি বললো, ডাক্তার সাহেব, আপনি রাগ করেছেন?

অনু কোনো কথা বললো না।

ঝুমঝুমি এবার জানালার সামনে থেকে সরে, ঘরে এসে ঢুকলো। মুখে সেই দুষ্টুমির হাসি। বললো, বাব্বা এতো রাগ!

অনু তবু কোনো কথা বললো না।

ঝুমঝুমি হঠাৎ দুহাত জোড় করে বললো, এই মাফ চাইছি। আর কখনো এরকম হবে না।

অনু চোখ ঘুরিয়ে ঝুমঝুমির দিকে তাকালো। সেই চোখে কি ছিলো কে জানে, ঝুমঝুমি অনেকক্ষণ অনুর দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর খাটের এক কোণে বসে পড়লো। আমার যে মাঝে মধ্যে কি হয়! কি বলতে কি বলে ফেলি! কাল রাতে আমি আসলে অমন করে বলতে চাইনি। হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো। জানেন, তারপর সারারাত আমার একদম ঘুম হয়নি। সকালবেলা স্কুল ছিলো। স্কুলে গিয়েও স্বস্তি পাইনি। বার বার আপনার কথা মনে পড়েছে। স্যারেরা কি পড়িয়েছেন আমার একদম মাথায় ঢোকেনি। ভেতরে ভেতরে ছটফট করেছি। কখন বাড়ি যাবো, কখন বাড়ি যাবো। কাল রাতেই বুঝতে পেরিছিলাম আপনি খুব রাগ করেছেন। আমার ওপর কেউ রাগ করে থাকলে আমার যে কি খারাপ লাগে! বলুন, আপনি এখন আর রাগ করে নেই। বলুন। ঝুমঝুমি এমন করে অনুর মুখের দিকে তাকালো, চোখ দুটো ছলছল করছে, অনুর মনে হলো সে কথা না বললে ঝুমঝুমি এখুনি কেঁদে ফেলবে।

অনু আস্তে করে বললো, আমি রাগ করিনি।

শুনে খুশিতে লাফিয়ে উঠলো ঝুমঝুমি! সত্যি!

সত্যি।

ইস আমার যে কি ভালো লাগছে এখন!

সত্যি সত্যি ততোক্ষণে, কাল রাত থেকে বুকের ভেতর চেপে থাকা অভিমানটা কেটে গেছে অনুর। মুখে ফুটে উঠেছে মিষ্টি একটা হাসি।

ঝুমঝুমির দিকে গভীর করে তাকিয়ে অনু বললো, সকাল থেকে তোমাকে একবারও দেখিনি, আমি একা একা নাস্তা করলাম, ঘুরে বেড়ালাম তারপর গোসল করে ভাত খেলাম। আমার এতো খারাপ লাগছিলো, কি বলবো! একবার ভেবেছি কালই ঢাকা চলে যাবো।

আমাকে এতোক্ষণ না দেখে কি ভেবেছেন আপনি?

একবার ভেবেছি তুমিও বুঝি মন্টুর সঙ্গে বুবুর শ্বশুর বাড়ি চলে গেছো।

যাহ। আপনাকে একা ফেলে

কথাটা শেষ করতে পারলো না ঝুমঝুমি। লজ্জার একটা ভাব পেয়ে বসলো তাকে।

মুখটা লাল হয়ে গেলো। ঝুমঝুমি মাথা নিচু করলো।

অনু বললো, আজই বুঝি তোমার স্কুল খুললো?

হ্যাঁ।

তাহলে তো

কি?

কাল থেকে তুমি তো তাহলে দুপুরের পর পর্যন্ত স্কুলে থাকবে।

ঝুমঝুমি এক মুহূর্তে কি ভাবলো। তারপর হঠাৎ বললো, ঠিক আছে, ভাইয়া যে কদিন না আসে আমি স্কুলে যাবো না। সারাক্ষণ আপনার সঙ্গে থাকবো।

শুনে অনু আবার মুগ্ধ চোখে ঝুমঝুমির দিকে তাকালো।

ঝুমঝুমি তুমি খুব ভালো।

আপনিও খুব ভালো।

কেন বললে?

বাহ আমি অতো খারাপ ব্যবহার করলাম আপনার সঙ্গে, আপনি রাগ করলেন না। আমি এলাম সঙ্গে সঙ্গে আমার সঙ্গে কথা বললেন। আমার সঙ্গে যদি কেউ অমন ব্যবহার করতো আমি সারা জীবনেও তার সঙ্গে কথা বলতাম না।

বাব্বা এতো জেদ!

জেদ থাকবে না!

আমার কিন্তু অতো জেদ নেই।

বললাম না, আপনি খুব ভালো। খুব ভালো।

কথাটা এমনভাবে বললো ঝুমঝুমি, অনুর মনে হলো আজকের আগে কেউ কখনো তাকে এমন করে ভালো বলেনি।

ঝুমঝুমি বললো, আপনি এখান থেকে চলে যাওয়ার পর আমার খুব খারাপ লাগবে। তখন বিকেল শেষ হয়ে আসছিলো। হাঁটতে হাঁটতে ওরা দুজন মাঠ পেরিয়ে অনেকটা দূর চলে এসেছে। এখানে খালের পাড় জুড়ে দুর্বাঘাসের অবারিত মাঠ। জায়গাটা বুঝি বন্ধা ধরনের। ফল ফলে না বলে ক রকম একটা রুক্ষ রুক্ষ ভাব। কিন্তু দর্বাঘাস ইচ্ছেমতো গজিয়েছে বলে রুক্ষতাটা টের পাওয়া যায় না। বাঁজা জমিতেও দুর্বাঘাস ঠিকই জন্মায়, আশ্চর্য।

অনু বললো, আমারও খুব খারাপ লাগবে। তোমার কথা খুব মনে পড়বে আমার।

আমারও, আমারও আপনার কথা খুব মনে পড়বে।

তারপর কি ভেবে ঝুমঝুমি বললো, আপনাদের রেজাল্টের তো অনেক দেরি আছে।

তা আছে।

তা হলে দুতিনমাস আমাদের এখানে থেকে যান না!

www.shopnil.com

অনু মৃদু হেসে বললো, কি লাভ, চলে তো একদিন যেতেই হবে।

তবু।

না, বেশিদিন না থাকাই ভালো।

কেন?

বেশিদিন থাকলে মায়া আরো বেড়ে যাবে। তখন চলে যাওয়ার সময় খুব খারাপ লাগবে।

কথাটা বলেই অনু আনমনে তার পায়ের দিকে তাকালো। তাকিয়ে চমকে উঠলো। তার পায়ের খুব কাছেই একটা মেটে রঙের সাপ দুর্বাঘাস কেটে কেটে হেলে দুলে চলছে।

ভঙ্গিটা এমন যেনো কোনোদিকে খেয়াল নেই সাপটার।

কিন্তু দৃশ্যটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুঝে ফেললো অনু। তারপর সাপ সাপ বলে পাগলের মতো জড়িয়ে ধরলো ঝুমঝুমিকে। ভয়টা ঝুমঝুমিও পেয়েছিলো। নিজের অজান্তে সেও বুঝি জড়িয়ে ধরেছিলো অনুকে। এ্যাঁ কোথায় সাপ, কোথায়?

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। ঝুমঝুমি গ্রামের মেয়ে। সাপটার দিকে এক পলক তাকিয়েই হেসে ফেললো সে। আপনি অতো ভয় পাচ্ছেন কেন? এটা তো মেটে সাপ। বিষ নেই। কামড়ও দেয় না।

অনু লজ্জা পেয়ে ঝুমঝুমিকে ছেড়ে দিলো।

কিন্তু বুকটা তখনো কাঁপছে তার। চোখে মুখে ভয়ের চিহ্ন। দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো ঝুমঝুমি। মাগো, পুরুষ মানুষের এতো ভয়!

মানুষের শব্দ পেয়ে সাপটা তখন জান প্রাণ নিয়ে ছুটছে। দেখতে দেখতে খালের জলে গিয়ে নামলো সে।

ঝুমঝুমি এগিয়ে এসে অনুর হাত ধরলো কি রকম চোখে যে অনুর দিকে তাকালো। তাকিয়ে রইলো।

কিছু না বুঝে অনুও তাকালো তাকিয়ে রইলো

সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকার, চারদিকের গাছপালায় পাখপাখালির ডাক, ঘাসবনে ঝিঁঝি পোকা, খালের জল থেকে উঠে আসা মৃদু হাওয়া সব, সবকিছু মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে গেলো। অনুর হাত ছেড়ে দিয়ে মাথা নিচু করলো ঝুমঝুমি। আপনি অমন করে তাকাবেন না। আমার বুকের ভেতর কেমন করে!

অনু কোনা কথা বললো না।

ঝুমঝুমি বললো, ছাদে যাবেন?

বারান্দার রেলিংয়ে দুহাতের ভর রেখে, খানিটা বাইরের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে অনু। সামনের খোলা মাঠ থেকে আস্তে ধীরে উধাও হয়ে যাচ্ছিলো বিকেলের রোদ।

ছড়ানো ছিটানো গাছপালার মাথায় কোথাও কোথাও তখনো ছিলো রোদের একটু খানি ঝলক। আর ছিলো বিকেল বেলার সেই মিষ্টি মোলায়েম হাওয়া। নিরন্তর বয়ে যাচ্ছিলো। সামনের খোলা মাঠে নেমেছিলো দু তিনটে শালিক আর একটা অলস ঘুঘু। আয়েশী ভঙ্গিতে মাঠের ইতিউতি চরে বেড়াচ্ছিলো তারা। নির্ভয়ে অনু তাকিয়ে তাকিয়ে শালিক দেখছিলো। ঘুঘু দেখছিলো। কখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ঝুমঝুমি, অনু টের পায়নি। ঝুমঝুমি যখন কথা বলেছে, চমকে উঠেছে অনু। তারপর মুখ ফিরিয়ে ঝুমঝুমিকে দেখে অবাক হয়ে গেছে। ঝুমঝুমি আজ শাড়ি পড়েছে। নীল তাঁতের শাড়ি। চমৎকার সুন্দর পাড় সেই শাড়ির। শাড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নীল রঙের ব্লাউজ পরেছে। দুহাত ভর্তি করে পড়েছে নীল কাচের চুড়ি। কপালে ছোট নীল টিপ। ঠোঁটে কি লাল টুকটুকে লিপিস্টিক মেখেছে ঝুমঝুমি। নাকি এটাই ঝুমঝুমির ঠোঁটের আসল রঙ! অনু ঠিক বুঝতে পারলো না। মুগ্ধ চোখে ঝুমঝুমির দিকে তাকিয়ে রইলো।

আজ ছ দিন এখানে এসেছে অনু, একদিনও ঝুমঝুমিকে এতোটা সাজগোজ করতে দেখেনি।

ঝুমঝুমি এতো সুন্দর করে সেজেছে কেন আজ!

অনু অপলক চোখে ঝুমঝুমিকে দেখছে, ঝুমঝুমির মিষ্টি করে হেসে বললো, কি দেখছেন?

এ কথায় হঠাৎ করে লজ্জা পেয়ে গেলো অনু। সেদিনের কথা মনে পড়লো। একটা মেটে সাপ দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিলো অনু। পাগলের মতো জড়িয়ে ধরেছিলো ঝুমঝুমিকে। কী লজ্জা! কী লজ্জা!

কথাটা মনে পড়তেই অন্যদিকে চোখ ফেরালো অনু।

ঝুমঝুমি বললো, কি হলো?

কি?

আমার কথা শুনতে পাননি?

কি কথা?

অনুর ভাবভঙ্গি দেখে খিলখিল করে হেসে উঠলো। ঝুমঝুমি। সেই হাসির শব্দে অনুর মনে হয়েছিলো কাছে কোথাও জলের সঙ্গে কথা বলছে জল। কিংবা হাওয়ার সঙ্গে কথা বলছে হাওয়া। অতো মিষ্টি শব্দে হাসে মানুষ!

অনুর মুখের কাছে খানিকটা ঝুঁকে এসে ঝুমঝুমি বললো, বলেছি আমার সঙ্গে ছাদে যাবেন?

সেই মুহূর্তে ঝুমঝুমির কানে সোনার পাতলা রিঙ দেখতে পেলো অনু। কিন্তু পরমুহূর্তে দৃশ্যটা বেমালুম ভুলে গেলো সে। তার মুখের একেবারে কাছে ঝুঁকে এসেছে ঝুমঝুমি,

ঝুমঝুমির মুখের মিষ্টি, পাগলকরা গন্ধটা পেলো অনু। মুহূর্তের জন্য নিজেকে কি রকম উদভ্রান্তের মতো মনে হলো তার।

www.shoop.com

অনু আবার ভুলে গেলো ঝুমঝুমি কি বলেছে। অচেনা দৃষ্টিতে ঝুমঝুমির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সে।

ঝুমঝুমি বললো, চলুন, ছাদে বেশ মজা। আমাদের বাড়িটা এই এলাকার সব চাইতে উঁচু বাড়ি। ছাদে দাঁড়ালে চারপাশটা স্বপ্নের মতো লাগে। এ সময় আলো অন্ধকারের মেলামেশা তো, দেখবেন খালের জল অন্যরকম লাগে। চারদিকে ফসলের মাঠ অন্যরকম লাগে, গাছপালা অন্যরকম লাগে, হাওয়া অন্যরকম লাগে পাখির ডাক অন্য রকম লাগে। এবং

ঝুমঝুমির কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো অনু। ক্লাশ নাইনে পড়া একটা গ্রামের মেয়ে কেমন করে অতো সুন্দর কথা বলে!

অনু বললো, এবং কি?

অনুর চোখের দিকে তাকিয়ে গভীর গলায় ঝুমঝুমি বললো, দেখবেন নিজেকেও অন্যরকম লাগছে। মনের ভেতরটা অন্যরকম লাগছে।

অনু আর কোনো কথা বললো না। ঝুমঝুমির পেছন পেছন ছাদে উঠে এলো।

ছাদে উঠে অবাক হয়ে গেলো অনু। ছাদটা যে এতো বড়ো অনু তা বুঝতেই পারেনি।

নিচ থেকে বোঝাই যায় না মন্টুদের বাড়িটা এতো বড়ো। ছাদ দেখে বোঝা যায়।

সিঁড়ি কোঠার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ মনযোগ দিয়ে দেখলো অনু। চারদিকে অনুর কোমর সমান উঁচু দেয়াল তোলা। দেয়ালগুলো এতো পুরনো, এতো মোটা, আজকালকার কোনো বিলডিংয়ের ছাদের এরকম দেয়াল থাকে না। এতো মোটা দেয়াল থাকে না।

তবে মন্টুদের ছাদের দেয়াল মেঝে খুব ময়লা। কতোকাল যে চুনকাম করা হয় না! বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে শ্যাওলা জমে গেছে। কোথাও কোথাও ধরেছে ফাটল। প্লাস্টার খসে গিয়ে পুরনো আমলের লালচে ইট বেরিয়ে আছে। কোথাও গজিয়েছে দুএকটা ঘাস। নিচের বাগান থেকে কার্নিসে যে অশত্থের চারাটা দেখা যায়, সেই চারাটার দিকে তাকিয়ে অনুর মনে হলো নিচ থেকে চারাটা যতো ছোট মনে হয়, ওটা ততো ছোট নয়। বেশ বড়ো। বিকেলের ম্লান আলোয় অশত্থ চারার পাতা সামান্য নড়ছে। হলে হবে কি, বিষন্নতা কাটছে না।

ঝুমঝুমি বললো, কি হলো?

অনু থমমত খেয়ে বললো, কি?

অনুর থতমত খাওয়ার ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললো ঝুমঝুমি।

এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন?

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারলো অনু। সেও হাসলো না, চলো। ওরা দুজন উত্তর দিকের দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়ালো।

এখান থেকে নিচে খালটা দেখা যায়। খালের ওপারে অবারিত শষ্যের মাঠ দেখা

যায়। দ্রুত শেষ হয়ে আসছে বিকেল। খালের জলে শেষ বিকেলের বিষন্ন আলো। সেই আলোয় চুপচাপ বয়ে যাচ্ছে খালের জল। একটা ডিঙি নাও আস্তে ধীরে চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। ডিঙ্গিটা বেয়ে যাচ্ছে গায়ের এক বৃদ্ধ। খালের ওপারে শস্যের মাঠ থেকে দ্রুত উধাও হচ্ছিলো ম্লান রোদ। শেয়ালের মতো চুপিচুপি এগিয়ে আসছিলো অন্ধকার। আর মাঠে জমেছিলো হালকা ধোঁয়ার মতো একটা কুয়াশা। দৃশ্যটার ভেতর ভারি মন খারাপ করা একটা ভাব।

মাঠের দিকে তাকিযে থাকতে থাকতে কি রকম উদাস হয়ে গেলো অনু। তার পাশে যে ঝুমঝুমি দাঁড়িয়ে আছে অনুর একবারও তা মনে পড়লো না।

ঝুমঝুমি খানিক খেয়াল করে দেখলো অনুকে। তারপর গলা খাকাড়ি দিলো। সেই শব্দে স্বপ্ন থেকে ফিরে এলো অনু। ঝুমঝুমির দিকে তাকালো। তাকিয়ে রইলো। ঝুমঝুমিও তাকিয়েছিলো অনুর দিকে। তাকিয়ে রইলো। যেনো মুহূর্তে কেটে গেলো অনন্তকাল। দুজন দুজনের দিক থেকে চোখ ফেরায় না। চোখ ফেরাতে পারে না। কি ছিলো তাদের চোখে!

মাথার অনেক ওপরে স্বচ্ছ নীল আকাশ। আকাশের গা ঘেষে সার ধরে উড়ে যায় যাযাবর পাখি। দূর আকাশ থেকে পাখিরা দেখে পৃথিবীর একপ্রান্তে একজোড়া কিশোর কিশোরী পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে জীবনের গভীর গোপন কোনো রহস্যকে উন্মোচন করছে।

পাখিরা কি বলে, বাছারা, সুখে থেকো।

খোলা প্রান্তরে বিকেলের ম্লান আলো ফুরিয়ে যাওয়ার আগে দুদণ্ড স্থির হয়ে থাকে। উধাও হওয়ার শক্তি নেই আলোর।

কেন? আলো কি বলে, বাছারা সুখে থেকো।

সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকার দিগন্ত অতিক্রম করে আসার সময় হঠাৎ করেই দেখতে পায়, দূরে বহুদূরে মানুষের বাসগৃহের ওপর একজোড়া কিশোর কিশোরী পরস্পরের দিকে তাকিয়ে জীবনে সব চাইতে আলোকিত একটি সময়কে দেখতে পাচ্ছে। এই দৃশ্যের দিকে কেমন করে এগুবে অন্ধকার!

দৃশ্যটি অন্ধকারকে লজ্জিত করে।

কেন? অন্ধকার কি বলে, বাছারা সুখে থেকো।

আবহমান হাওয়া বয়ে যেতে যেতে সেই কিশোর কিশোরীর কাছাকাছি হয়। তারপর মুহূর্তের জন্য নিজের সব চাইতে মিঠেল অংশটি উপহার দেয় তাদেরকে।

কেন?

গাছপালা এবং শষ্যের মাঠ থেকে তখন উঠছিলো প্রকৃতি সজীব করা, মানুষজনম উদ্ভাসিত করা মনোহর এক গন্ধ! খালের জল থেকে উঠছিলো জীবনের কঠিনতম তৃষ্ণা মিটে যাবার প্রশান্তি। মাটি থেকে উঠছিলো অনাদিকালের শীতলতা। মৌন চরাচর পেয়ে যাচ্ছিলো শ্রেষ্ঠতম ভাষার সন্ধান। আলো অন্ধকারের চিরকালিন বিরোধ মিটে

www.shopnil.com

মিটে গিয়েছিলো মুহূর্তের জন্যে। আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝখানকার বিরহরেখায় এই প্রথম ঘটে গেলো তুমুল ভাঙ্গচোর। বিরহ ব্যথা মুহূর্তের জন্য কেটে গেলো তাদের।

কেন?

আসলে এই হচ্ছে জীবনের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। জীবনে একবার, মাত্র একবারই ক্ষণকালের তরে মানুষের সঙ্গে তার দেখা হয়।

এক সময় যেনো স্বপ্ন থেকে ফিরলো ওরা। ঝুমঝুমি গভীর গলায় বললো, কি দেখছেন?

অনু কোনো জবাব দিলো না। ঝুমঝুমির মতো গভীর গলায় সেও বললো, কি দেখছো?

তোমাকে।

আমিও দেখছি।

কি?

তোমাকে।

তারপর আবার সব চুপচাপ। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঝুমঝুমি। ডানহাতটা দেয়ালের ওপর রাখা। সেই হাতের তালুতে ঝুমঝুমির পদ্ম ফুলের মতো মুখ। মুখে কোত্থেকে এসেছে আলো অন্ধকারের মিশেলে তৈরি অপূর্ব এক আলো।

আলোটা কি অনুর মুখেও ছিলো!

ঝুমঝুমি বললো, আজ থেকে আমার কেবল তোমার কথা মনে হয়। আজ থেকে সারাজীনব ধরে আমি কেবল তোমার কথাই ভাববো। কেবল তোমাকেই স্বপ্ন দেখবো। আমার স্বপ্নে আমার জাগরণে আজ থেকে কেবল তুমি। তুমি তুমি তুমি।

অনু কোনো কথা বলতে পারলো না। দুহাতে প্রার্থনার ভঙ্গিতে ঝুমঝুমির পদ্মফুলের মতো মুখটা তুলে ধরলো। তারপর, ঝুমঝুমির মুখটা আলতো করে টেনে আনলো নিজের মুখের কাছে। খুব কাছে। শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে আছে দুজনার। আসলে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে ওরা।

এটুকুই। শুধু এটুকুই। নিয়তি ওদেরকে এরচে কাছাকাছি পৌছতে দেয়নি। কেন যে ঠিক তখুনি নিচ থেকে ভেসে এসেছিলো মার কণ্ঠস্বর। ঝুমঝুমি, কোথায় গেলি?

মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো ঝুমঝুমি। মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো অনু।

অনুর হাত ধরে ঝুমঝুমি বললো, মা ডাকছেন। চলো নিচে যাই।

মন্টুদের বাড়ি থেকে অনুকে ফিরে আসতে হয়েছিলো তেরো দিনের মাথায়। বারো দিনের দিন সন্ধেবেলা হঠাৎ করে অনুদের বাড়ির কাজের লোক বারেক এসে হাজির। অনু আর মন্টু তখন ঘুরতে বেরুচ্ছে। তিন চারদিন আগে বুবুর বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিলো মন্টু।

বারেককে দেখে অনু যেনো আকাশ থেকে পড়েছিলো। কি খবর বারেক? তুমি হঠাৎ এখানে?

বারেক দাঁত কেলিয়ে হেসেছিলো। কাঁধে একটা চটের ব্যাগ। সেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে হাতে নিয়েছিলো। আপনেরে নিতে আইছি।

মন্টু বললো, মানে?

আম্মায় আমারে ঠিকানা দিয়া, লঞ্চ ভাড়া দিয়া পাডাইয়া দিছে। কইছে অনু ভাইরে যেন কালই ঢাকা লইয়া যাই। হের শইল বেশি ভালা না।

মার শরীর খারাপ? খুব বেশি?

না, তেমুন কিছু না। আসলে আপনেরে এতোদিন ধইরা দেহে না, আমার মোনে অয় এইডাই তার অসুক।

শুনে অনু যেনো হাপ ছেড়ে বাঁচলো। মন্টুর সঙ্গে আর বেড়াতে যাওয়া হলো না তার।

দুজনেই বাড়ি ফিরে এলো। মুহূর্তে সারা বাড়ি ছড়িয়ে গেলো, অনু কাল চলে যাচ্ছে।

বারেককে দেখার পর থেকেই মনটা খারাপ হয়েছিলো অনুর। কাল চলে যেতে হবে, হঠাৎ করে কথাটা কেমন করে ঝুমঝুমিকে বলবে।

চুপচাপ দোতলায় উঠে এসেছিলো অনু। বিষন্ন মুখে বসেছিলো দোতলার বারান্দায়।

তখন কোত্থেকে পাখির মতো উড়ে এলো ঝুমঝুমি। চঞ্চল গলায় বললো, বেড়ানো হয়ে গেলো?

অনু দুঃখি গলায় বললো, বেড়াতে যাইনি।

কেন?

কাল ঢাকায় চলে যাবো

কি?

হ্যাঁ।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠলো ঝুমঝুমি। যাহ্ ফাজলামো।

না, সত্যি।

তখন অনুর মুখের দিকে ঝুঁকে এলো ঝুমঝুমি। ফিসফিস করে বললো, চলে যাওয়ার কথা আমাকে কখনো বলবে না। আমার বুকের ভেতর কেমন করে।

একথার পর অনু কেমন করে ঝুমঝুমিকে সেই দুঃখের খবরটা দেয়।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো অনু। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমার ইচ্ছে করে সারাজীবন তোমার কাছে থেকে যাই।

এটুকুই! শুধু এটুকুই।

www.shopnil.com

পরদিন সকালবেলা ঘাটলায় নৌকো বেঁধে বসেছিলো মতি। অনুর ব্যাগ ট্যাগ নিয়ে নৌকোয় চড়েছে বারেক। ঘাটলায় দাঁড়িয়ে আছেন মন্টুর বাবা মা। মন্টুও আছে। কিন্তু ঝুমঝুমি নেই।

সকাল থেকে ঝুমঝুমিকে একবারও দেখতে পায়নি অনু। মনটা কেমন করছে। চলে যাওয়ার সময় ঝুমঝুমির সঙ্গে কি একবারও দেখা হবে না তার!

মন্টুর মা বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো অনু। দুজনেই বললেন, আবার এসো বাবা।

মন্টু বললো, রেজাল্ট আউটের সঙ্গে সঙ্গে আমি ঢাকায় আসবো অনু। তুই আমাকে চিঠি লিখিস।

মন্টুর কথার কোনো জবাব দিলো না অনু। মার দিকে তাকিয়ে বললো, ঝুমঝুমির সঙ্গে দেখা হলো না খালাম্মা। ঝুমঝুমি কই?

কি জানি। ওর খুব মন খারাপ। সকাল থেকে কিছু খায়নি। মনে হলো খুব কেঁদেছে।

চোখ মুখ ফুলো দেখলাম।

অনু কোনো কথা বলতে পারলো না।

নৌকোর বাইরের ছইয়ের সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো অনু। খুব বেশি দূর যায়নি নৌকো, মন্টুদের বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। অনু আনমনে সেই বাড়িটার দিকে তাকিয়ে ছিলো। চলে আসার সময় ঝুমঝুমির সঙ্গে দেখা হয়নি। বুকটা ভার হয়ে আছে অনুর। তখুনি চোখ পড়েছিলো মন্টুদের বাড়ির পাশে খোলা মাঠটার দিকে। সেই মাঠে, সেই ফুলগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে ঝুমঝুমি। এই গাছতলায় দুজনে ফুল কুড়িয়ে ছিলো একদিন। এই গাছতলায় মেটেসাপ দেখে ভয়ে ঝুমঝুমিকে জড়িয়ে ধরেছিলো অনু।

ঝুমঝুমি এখন সেই গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে আছে।

ঝুমঝুমিকে দেখে নড়েচড়ে দাঁড়ালো অনু এতোদূর থেকে ঝুমঝুমির মুখটা স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু ঝুমঝুমি তার ওড়না দিয়ে চোখ মুচছে এটুকু দেখা যায়।

দৃশ্যটা দেখে বুক ভেঙে যায় অনুর। ইচ্ছে করে ফিরে গিয়ে ঝুমঝুমির পাশে দাঁড়ায়। দুহাতে ঝুমঝুমির পদ্মফুলের মতো মুখটা তুলে ধরে বলে, তুমি কাঁদছো কেন? এই তো আমি ফিরে এলাম। তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে থাকি!

কুসুম বেশ শব্দ দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

মৌ ভেবেছিলো কুসুম ঘুমিয়ে পড়েছে। দুপুরের পর থেকে, দুপুরের পর থেকে কী প্রায় সারাদিনই খাটাখাটনি গেছে। সকাল থেকেই শুরু হয়ে ছিলো উৎসব উৎসব ভাব। ছুটির দিন বলে মা বাবা দুজনেই বাসায়। বাবা চার পাঁচবার বাজারে গেলেন। দোকানে গেলেন। বুয়াকে নিয়ে দুপুর অব্দি একটানা রান্নাবান্না করলেন মা। কতো রকমের যে খাবার তৈরি করলেন। বাইরের খাবারও আনা হয়েছিলো প্রচুর। মিষ্টি কেক পেষ্ট্রিকলা পেটিস। বড়ো বোতলের চার বোতল কোক। ডাইনিং টেবিলটা একদম ভরে গিয়েছিলো। কাপ পিরিচ গ্লাস প্লেট চামচ ধুয়ে মুছে ঝকঝকে করে রেখে ছিলেন মা এবং বুয়া। বাবা ঘুরে ঘুরে তদারক করছিলেন সব। একফাকে ফেশিয়াল টিস্যুর একটা প্যাকেট কিনে আনলেন। এনে ডাইনিং টেবিলে রাখলেন। একেবারে বড়োলোকি কায়দা।

বাবা আসলে বেশ সৌখিন লোক।

বাবার কথা ভেবে দুপুরবেলা মৌর একবার মনে হলো সৌখিন লোকদের খুব একটা টাকা পয়সা হয় না। টাকা পয়সা হলে তারা আর সৌখিন থাকে না। কি রকম শাদামাটা হয়ে যায়

একাকী গভীর চিন্তা ভাবনায় থাকলে মৌর ঠোঁটে কখনো কখনো মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। তখনো উঠেছিলো। সেই হাসি দেখে ফেললেন বাবা। দেখে তিনিও হাসলেন। আকাশি রঙের ওপর শাদা কালো প্রিন্টের লুঙ্গি পরা বাবা। আর শাদা হাফ হাতা শার্ট। বুক পকেটে গোল্ডলিফ সিগ্রেটের প্যাকেট ছিলো। সিগ্রেট বের করে ঠোঁটে গুজলেন। তারপর মৌর দিকে তাকালেন। ম্যাচটা আনো তো মা।

মৌ তখন ড্রয়িংরুমে। ড্রয়িংরুম গোছগাছ করার দায়িত্ব ছিলো তার। ড্রয়িংরুমের মেঝেতে নীল রঙের একটা ম্যাট বিছানা। ম্যাটের ওপর কালার জোনসের মাঝারি সাইজের একটা কার্পেট। একপাশে একটা শোকেস। তাতে টুকটাকে সামান্য শোপিস।

শোকেসের পাশেই ট্রলিতে রাখা চৌদ্দ ইঞ্চি রয়েল টেলিভিশান। মাঝের তাকে ফুনাই ভিসিপি আর নিচের তাকে লম্বা ধরনের একটি টুইন ওয়ান। টুইন ওয়ানটির পাশে কয়েকটি অডিও ক্যাসেট। ভিসিপিটির পাশে একটি হেড ক্লিনার। জিনিশগুলো সাধারণত তোয়ালে দিয়ে ঢাকা থাকে। মৌদের ফ্লাট চারতলায়। তবু কী যে ধুলো ময়লা উড়ে আসে হাওয়ায় দরোজা জানালায় মোটা পর্দা আছে, তবু ধুলো ঠেকানো যায় না। ঘরদোর কিচ কিচ করে। আজ দুপুর থেকে ধুলো ময়লার তোয়াক্কা করেনি মৌ।

www.shopnil.com

ড্রয়িংরুমের ম্যাট কার্পেট এসব ঝেরে শোকেস মুছে টিভি ভিসিপি আর টুইন ওয়ানের ওপর থেকে কার্পেট এসব ঝেরে শোকেস মুছে টিভি ভিসিপি আর টুইন ওয়ানের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছে তোয়ালে।

তারপর বেতের সোফার গদিতে লাগিয়েছে তুলে রাখা নতুন কভার। ছটা পিলু আছে সোফায়। পিলুতে নতুন কাভার লাগাবার সময়ই বাবার কথা ভেবে ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠেছিলো মৌর। তারপর বাবা এসে ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন। মৌর হাসি দেখে হেঁসে ফেললেন এবং সিগ্রেট বের করলেন। ম্যাচটা আনো তো মা।

মৌ একটু আনমনা ছিলো ফলে বাবার কথায় চমকে উঠেছিলো তারপরই গিয়েছিলো গম্ভীর হয়ে। পারবো না।

কেন?

ব্যস্ত।

ব্যস্ত হলেও মা বাবার কিছু কিছু কাজ মেয়েদের করতে হয়।

আমি সেরকম একটি কাজই এখন করছি।'

বাবা বোধহয় কথাটি বুঝতে পারেননি। বললেন, কী কাজ?

ড্রয়িংরুম গোছগাছ।

এটা মা বাবার কাজ হলো কী করে?

বুকের কাছে ধরে রাখা পিলুর কাভারটি লাগানো হয়ে গিয়েছিলো। যত্ন করে সোফার এক পাশে পিলুটি দাঁড় করিয়ে রাখলো মৌ। তারপর বললো, বেশ ঝগড়ুটে গলায় বললো, আচ্ছা বাবা, এই মাথা নিয়ে তুমি ওরকম জটিল একটি চাকরি করো কী করে?

বাবা হাসলেন। বলছি, তার আগে ম্যাচটা আন।

ম্যাচ আনতে পারবো না। সিগ্রেটটা দাও, ধরিয়ে আনি।

ধরাতে গেলেইতো দুটান খেয়ে নিবি।

এই সব পচা সিগ্রেট আমি খাই না। খেলে বেনসান খাই।

বাবার হাত থেকে সিগ্রেটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো মৌ। রান্নাঘর থেকে ধরিয়ে এনে দিয়েদিলো।

বাবার সঙ্গে মৌর সম্পর্কটা এই রকম। ছেলেমানুষির কিংবা বন্ধুত্বের।

সিগ্রেট টানতে টানতে বাবা তারপর বলেছিলেন, ড্রয়িংরুম গোছগাছ করছিস, বলছিস বাবা মার কাজ, মানেটা কি!

মৌ তখন ছ নম্বর পিলুটির কাভার লাগাচ্ছে। কথা শুনে বাবার দিকে চোখ তুলে তাকালো। গম্ভীর গলায় বললো, সিগ্রেটের ছাই যদি কার্পেটে পড়ে, বাবা, আমি কিন্তু তোমাকে দিয়ে ছাইটা তোলাবো।

বাবা হাসলেন। তারপর আরাম করে সোফায় বসতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তেড়ে এসে মৌ তাঁকে ধরলো। তোমার বসবার জন্যে নতুন কাভার লাগানো হয়নি সোফায়। এখন বসলে ময়লা হয়ে যাবে।

বাবা খুবই অবাক হলেন। আরে!

তারপর একটু হেসে বললেন, কিচ্ছু হবে না। এখানে বসে আরাম করে একটা সিগ্রেট খাই। সাইড টেবিলে ঝকঝকে সুন্দর এসট্রে রাখা আছে, ছাইটা ওখানে ফেলি।

না।

কেন?

এসট্রে আমাকে তাহলে আবার পরিষ্কার করতে হবে।

বাবার জন্যে না হয় এটুকু কাজ করলি।

এটুকু মানে। সকালে থেকে যা করছি পুরোটাই তো তোমার জন্যে।

আমার জন্যে

হ্যাঁ। আজ কুসুমকে দেখতে আসবে। পছন্দ হলে দুচার মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে কুসুমের। দুমেয়ের একটি পার হয়ে গেলো, এটি একটি বিরাট কাজ না তোমার।

মৌর কথা শুনে হেসে ফেলবার কথা বাবার। কিন্তু হাসলেন না তিনি। কী রকম গম্ভীর হয়ে গেলেন কুসুমের কথা উঠলেই গম্ভীর হয়ে যান বাবা। আজ চার বছর এরকম চলছে।

বাবার মুখের দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে মৌ খুবই তরল গলায় বললো, তুমি বরং তোমার রুমে যাও। হাতের কাছে এসট্রে নিয়ে শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট খাওগে। তাতে সিগ্রেট খাওয়া হবে, আরাম হবে এবং আমার কথা শুনতে হবে না। একসঙ্গে তিনটে লাভ। আমি যে খুব ব্যস্ত তাতো দেখতেই পাচ্ছো। ব্যস্ত থাকলে আমার মেজাজও একটু খারাপ থাকে। হাতের কাজ শেষ করে, ভাতটা খেয়েই কুসুমকে নিয়ে পারলারে যাবো। খোপা করিয়ে আনবো। ওদের আসবার কথা চারটায়। চারটার আগে সব রেডি করতে হবে না

এর মধ্যে দুবার ছাই ঝেড়েছেন বাবা। তবে এসট্রে কিংবা কার্পেটের ওপর নয়, বাঁ হাতের তালুতে। সেই হাত এখন শিশুর মতো মুঠো করে রেখেছেন। দেখে হেসে ফেললো মৌ।

কিন্তু বাবা হাসলেন না। কথাও বললেন না। বেরিয়ে গেলেন।

মৌ জানে কুসুমের কথা উঠলেই গম্ভীর হয়ে যান বাবা। সুতরাং সেও আর কোনো কথা বললো না। তবে ভেতরে ভেতরে বাবার ওপর একটু বিরক্ত হলো। এতো গম্ভীর হয়ে যাওয়ার কী হয়েছে। কুসুম না হয় একটা ভুল করেছিলো। সেই ভুল তো সে সুধরাবারও চেষ্টা করছে। মা বাবার ইচ্ছে মতোই তো আজ পাত্রপক্ষের সামনে গিয়ে

www.shopnil.com

বসবে। পাত্রপক্ষ পছন্দ করলে বিয়েতে কুসুমের আপত্তি নেই।

তাহলে!

কুসুমের জন্যে খুব মায়া হলো মৌর। হাতের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। কুসুম এবং সে যে রুমে থাকে সেই রুমে গিয়ে ঢুকলো মৌ।

আজ সকাল থেকেই শরীরে কাঁচা হলুদ মেখে রেখেছে কুসুম। কুসুমের গায়ের রঙ শ্যামলা। কাঁচা হলুদ মেখে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর গোসল করলে গায়ের রং উজ্জ্বল দেখায়। মা এজন্যে কুসুমকে আজ কাঁচা হলুদ মাখতে বলেছেন। কুসুম বাধ্য মেয়ের মতো তা করেছে। কিন্তু ব্যাপারটা মৌর পছন্দ হয়নি। সকালবেলা সে খানিক চেঁচামেচি করেছিলো। কাঁচা হলুদ মেখে দুপুর অব্দি বসে থাকার কী হলো! একদিন না হয় গায়ের রঙ বদলালো। তারপর তো যেই কে সেই। আর গায়ের রঙ শ্যামলা হলে কী হবে, কুসুম তো দেখতে খুব সুন্দর। চোখ সুন্দর, মুখটা সুইট। বেশ লম্বা। মাথায় অতো সুন্দর চুল।

শুনে ধমকে উঠেছিলেন মা। তোমার অতো লেকচার দিতে হবে না। তুমি এখান থেকে যাও।

মাকে বেশ ভয় করে মৌ। মার ধমক খেয়ে আর কোনো কথা বলেনি।

কিন্তু দুপুরবেলা কুসুমের মুখ দেখে মনটা খুব খারাপ হয়েছিলো মৌর। গায়ে কাঁচা হলুদ মেখে কী রকম বিষন্ন মুখে খাটের ওপর বসে আছে। এরকম মুখ দেখলে কার না মন খারাপ হয়।

মৌ তারপর তাড়া দিয়েছিলো কুসুমকে। উঠ আপা। বাথরুমে যা। তাড়াতাড়ি গোসল করে আয়। তুই বেরুলে আমি ঢুকবো। তারপর ভাত খেয়ে বিউটি পারলারে যাবো। তাড়াতাড়ি কর। সময় নেই।

কুসুম নিঃশব্দে বাথরুমে চলে গিয়েছিলো।

কিন্তু পাত্রপক্ষ চারটের সময় আসেনি। এসেছিলো পৌনে ছটায়। ওরা বিউটি পারলার থেকে ফিরেছিলো সাড়ে তিনটায়। তারপর গাঢ় হলুদ রঙের কাতান পরেছিলো কুসুম। চওড়া সোনালি পার কাতানের। চমৎকার কারুকাজ করা আঁচল। লম্বা হাতার ব্লাউজ পরেছিলো। শাড়ির আঁচল এবং ব্লাউজ একই কাপড়ের। মাথায় বিশাল খোপা। মুখে চমৎকার মেকাপ। চোখে কাজল। কপালে লাল গোল টিপ। ঠোঁটে তীব্র লাল লিপস্টিক। কানে বেশ ভারি দুল। গলায় চওড়া হার। দুহাত ভর্তি সোনার চুড়ি। সবমিলে অদ্ভুত সুন্দর লাগছিলো কুসুমকে। কুসুমকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো মৌ। এই মেয়েকে যে পাত্রের পছন্দ হবে না, সে তো একটা গাধা!

ঠিক তখুনি অদ্ভুত একটা কথা বললেন মা। মৌ, ছেলেপক্ষ আসার আগেই নিজের রুমে চলে যাবে তুমি। ওরা যতোক্ষণ থাকবে বেরুতে পারবে না। চলে যাওয়ার পর

বেরুবে।

মার কথা শুনে মৌ একেবারে আকাশ থেকে পড়লো। কেন?

এমনি।

এমনি মানে!

কথাটা এখন তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলবো না। যা বললাম তাই করবে। আমি চাই না ছেলেপক্ষ কিছুতেই তোমাকে দেখুক।

কেন!

প্রশ্ন করবে না

আমি আপার সঙ্গে থাকবো না?

না।

আপা কি একা ওদের সামনে গিয়ে বসবে!

না। পাশের ফ্ল্যাটের আন্টি কুসুমের সঙ্গে থাকবে।

মাকে যদিও বেশ ভয় পায় তবু মেজাজ খারপ হলে মার সঙ্গে তর্ক করে মৌ কখনো ঝগড়া পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়।

আজ ঝগড়া করেনি। তর্ক করেছিলো আমি সঙ্গে থাকলে অসুবিধা কি!

অসুবিধা আছে।

কি অসুবিধা সেটা বলো।

মা রেগে গিয়েছিলেন। অসুবিধা হচ্ছে পাত্রপক্ষ তোমাকে পছন্দ করে ফেলতে পারে।

এ্যাঁ।

হ্যাঁ। তুমি কুসুমের চে অনেক বেশি সুন্দর। তোমার গায়ের রঙ ফর্সা। বড়ো মেয়ের তুলনায় বিয়ের উপযুক্ত ছোট মেয়ে সুন্দর হলে কথা শেষ না করে মা বলেছিলেন, ভুলে যেওনা কুসুমের চে তুমি মাত্র তিন বছরের ছোট। তোমার বাবার সঙ্গে আমার যখন বিয়ে হয় তখন আমি তোমার চেও ছোট ছিলাম।

মার কথা শুনে কী যে লজ্জা পেয়েছিলো মৌ! কুসুমের জন্যে অদ্ভুত এক কষ্ট হয়েছিলো। তারপর থেকে এক পলকের জন্যেও কুসুমের দিকে তাকাতে পারেনি সে। পাত্রপক্ষ এলো, কুসুমকে দেখে আটটার দিকে চলে গেলে। পুরোটা সময় নিজের রুমে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো মৌ। তারপর বাবা এসে তাকে টেনে তুলেছিলেন। বাবার মুখটা হাসি আনন্দে চকচক করছে। সেই মুখ দেখে মৌ বুঝে গিয়েছিলো কুসুমকে ওরা পছন্দ করে গেছে। আনন্দে মন ভরে গিয়েছিলো মৌর।

যাক খুব ভালো একটি বিয়ে তাহলে হচ্ছে কুসুমের।

বাবার সঙ্গে নিজের রুম থেকে তারপর বেরিয়েছিলো মৌ।

www.shopnil.com

মৌদের ফ্লাটে তখন আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। মা হাসি মুখে গল্প করছেন পাশের ফ্লাটের আন্টির সঙ্গে। বাবা অবিরাম সিগ্রেট খাচ্ছেন। পাত্র খুবই ভালো। ভালো বিজনেস করে। পল্লবীতে নিজের বাড়ি। চারটে কাপড়ের দোকান আছে। বি এ পাশ করেছে দশ বছর আগে। কুসুমের সঙ্গে বয়সের ব্যবধান একটু বেশি, বারো বছরের মতো। তবে একটা কোনো সমস্যা নয়। মেয়েদের নাকি একটু বয়স্ক পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হওয়াই ভালো। বয়স্ক পাত্ররা খুবই দায়িত্ব সচেতন হয়।

মৌর তখন বারবার কুসুমের মুখটা দেখতে ইচ্ছে করছিলো। কিন্তু কুসুম তখন শাড়ি টাড়ি বদলে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়েছে। রুমে ঢুকে অনেক চেষ্টা করেও কুসুমের মুখ দেখতে পায়নি মৌ। কুসুম বলেছিলো, আমার খুব টায়ার্ড লাগছে। আমি এখন ঘুমোবো।

কুসুম কি সত্যি সত্যি ঘুমিয়েছিলো। নাকি ঘুমের ভান করে পড়েছিলো!

কুসুমের দীর্ঘশ্বাসের শব্দে কান খাড়া করলো মৌ। তারপর কুসুমের দিকে পাশ ফিরলো। আস্তে করে ডাকলো, আপা।

কুসুম সাড়া দিলো।

মৌ বললো, তুই ঘুমোসনি?

না।

সন্ধ্যে থেকে এই এতোক্ষণ জেগে আছিস?

হ্যাঁ।

মা যে তাহলে খেতে ডাকলেন তুই উঠলি না কেন।

সারারাত না খেয়ে থাকবি, তোর খারাপ লাগবে না?

না।

মৌ একটা হাত রাখলো কুসুমের পিঠে। অনেক খাবার রয়ে গেছে। আমি কি তোকে কিছু এনে দেবো!

না আমার একদম খিদে নেই।

তাহলে ঘুমোসনি কেন? বললি টায়ার্ড।

ঘুমোবার চেষ্টা করলাম। ঘুম আসেনি।

কেন?

কে জানে।

তোর কি মন খারাপ?

কি জানি।

মানে?

ঠিক বুঝতে পারছি না মনটা ভালো না খারাপ।

কুসুম কথা বললো না।

মৌ বললো, কথা বলছিস না কেন!

কি বলবো!

বললাম যে তোকে খুব সুন্দর লেগেছে।

শুনলাম তো!

কিছু বলবি না!

কুসুম আলতো করে পাশ ফিরলো। মৌর মুখোমুখি হলো। কিন্তু কথা বললো না। এখন অনেক রাত। মৌদের ফ্লাট স্তব্ধ হয়ে গেছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। আলো নেই। নিরেট অন্ধকার জমে আছে চারদিকে। তবু এই অন্ধকারে কুসুমের মুখের দিকে তাকালো মৌ। কিন্তু মুখটা দেখতে পেলো না। বললো, আপা তোকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

কর।

তোকে দেখে ওরা কতো টাকা দিয়েছে?

একহাজার একটাকা।

এক হাজারের সঙ্গে একটাকা দেয়ার মানেটা তুই বুঝিস?

বুঝি।

কি বলতো?

আমাকে ওদের পছন্দ হয়েছে।

হ্যাঁ।

তারপর একটু হেসে মৌ বললো, বর কি তোর পছন্দ হয়েছে?

জানি না?

আমি খেয়াল করে দেখিনি।

কেন দেখিসনি। শুনলাম তোর মুখোমুখি বসেছিলো।

হ্যাঁ।

তাহলে দেখিসনি কেন?

তাকাতে আমার লজ্জা করছিলো

আজকাল এতো লজ্জা থাকা উচিত নয়। আমি হলে ভালো করে তাকিয়ে দেখে নিতাম। এজন্যেই তো তোর সঙ্গে আমি ওদের সামনে যেতে চেয়েছিলাম। মা যে কেন যেতে দিলেন না।

তুই সামনে গেলে আমাকে ওদের পছন্দ হতো না।

কেন?

তুই এতো সুন্দর, তোকেই ওরা পছন্দ করতো।

www.shopnil.com

বাজে কথা বলিস না। তোর গায়ের রঙ একটু শ্যামলা কিন্তু সব মিলিয়ে তুই খুব সুন্দর। যে পুরুষের চোখ আছে সে তোকে খুব পছন্দ করবে।

কুসুম কথা বললো না। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

মৌ বললো, কিন্তু তুই বর দেখলি না কেন? মুখোমুখি বসে রইলো!

দেখে কী হতো?

বাহ তোর পছন্দের ব্যাপার আছে না!

আমার আবার কি পছন্দ! বাবা মা পছন্দ করলেই হলো। আমার যদি পছন্দ না হয় আমি কি কিছু করতে পারবো!

মানে?

পাত্র বাবা মার পছন্দ কিন্তু আমার পছন্দ নয়, এমন যদি হয়, কথাটা যদি আমি বলি তাহলে আমার অবস্থা কী হবে তুই ভাবতে পারিস!

কি হবে?

তুই বুঝতে পারছিস না কি হবে! এমনিতেই চার বছর ধরে বাবা আমার সঙ্গে কথা বলেন না। আমার নাম শুনলে গম্ভীর হয়ে যান। চার বছর অনেক কষ্ট করে নিজের বিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছি আমি। আর পারলাম না। নিজেই মাকে বললাম, তোমরা তোমরা পাত্র দেখো। পাত্র তোমাদের পছন্দ হলে আমি বিয়ে করবো। বাবা ঘটক লাগালেন। দুতিনটে প্রোপোজাল এলো। পাত্র হিশেবে আজ যে এলো সে সবচে ভালো। কিন্তু তুই জানিস যতো ভালো পাত্রই হোক আমার কাউকে পছন্দ হবে না। আমার যাকে পছন্দ তাকে আমি পাবো না। চার বছর অপেক্ষা করলাম। এখন বিয়ে করতে হবে বলে করছি। মা বাবার মুখ রক্ষা করতে হবে বলে করছি। যদি না করতে চাই তাহলে অশান্তি হবে সংসারে। আমার জন্যে তোর বিয়ে আটকে থাকবে। আমার জন্যে কেন এতোগুলো লোক অশান্তিতে থাকবে। তারচে এই ভালো। আমার ভেতরের অশান্তি নিয়ে আমি চলে গেলাম অন্য সংসারে। সুখ হয়তো জীবনে আমার হবে না। কিন্তু তোদেরকে তো অশান্তির হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম।

কুসুমের কথা শুনে মন খুবই খারাপ হয়ে গেলো মৌর। গলা বুজে এলো। খানিক চুপ করে থাকলো সে। তারপর বললা, ফিরোজ ভাইর আর কোনো খবর জানিস?

না।

কবে ছাড়া পাবে?

জানি না। ওর কথা আমি কিছু জানি না।

কুসুম ডুকরে কেঁদে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে বললো, ওর কথা তুই আমাকে আর কখনো জিজ্ঞেস করবি না। আমি আমার হৃদয় থেকে ওর নাম মুছে ফেলতে চাই।

মা বললেন, কুসুম নাস্তা খেয়েছে?

মৌ কথা বলবার আগেই বুয়া বললো, খাইছে।

কখন?

ইট্টু আগে। আপনেরা বহনের আগে আপারে নাস্তা দিয়াইছি আমি। চা দিয়াছি।

ঠিক আছে তুমি যাও। চা গরম করো।

ডাইনিং টেবিলে বসে আছে তিনজন। মা বাবা আর মৌ। সকালবেলা উঠেই গোসল করেছে সবাই। তারপর বাইরে বেরুবার পোশাক পরে ডাইনিং টেবিলে বসেছে। নাস্তা করে মা বাবা যাবেন অফিসে। মৌ যাবে কলেজে। বাবা মার অফিস একই এলাকায়। মতিঝিলে। মৌর কলেজ ধানমণ্ডিতে। তিনজন একই সময় বেরোয় বাড়ি থেকে। তারপর চারটের দিকে ফিরে আসে মৌ। সাড়ে পাঁচটার দিকে একসঙ্গে ফেরেন মা বাবা। সারাদিন বুয়ার সঙ্গে বাসায় থাকে কুসুম। একসঙ্গে, এক সংসারে মা বাবা বোনের সঙ্গে থেকেও কুসুমের জীবনটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। তিনজন মানুষের জীবনের সঙ্গে তার জীবনের কোনো মিল নেই। সে একা।

মা বাবার খাওয়া শেষ। মৌ খাচ্ছিলো আস্তে ধীরে। আজকের নাস্তা হচ্ছে গতকালের রয়ে যাওয়া খাবার। কেক পেস্ট্রি কলা।

মৌ পেস্ট্রি খাচ্ছিলো। পেস্ট্রিতে কামড় দিয়ে বললো, বাবা আজ থেকে তোমার এটিচুডটা বদলালে পারতে।

কথাটা মা বাবা দুজনের একজনও বুঝতে পারলেন না। চোখ তুলে মৌর দিকে তাকালেন।

বাবা বললেন, কিসের এটিচুড?

কুসুমের ব্যাপারে।

কুসুমের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলেন বাবা। অন্যদিকে মুখ ফেরালেন।

মামা বললেন, কি বলতে চাস তুই?

না মানে বিয়ে টিয়ে ঠিক হয়ে গেলো, দুতিন মাসের মধ্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে এখনো যদি বাবা ওর সঙ্গে কথা না বলেন, এক সঙ্গে থেকেও একঘরে হয়ে থাকে কুসুম, খাবার টেবিলে আমরা তিনজন বসি, ওকে ডাকা হয় না, কোনো ফাংশানে গেলে ওকে নেয়া হয় না, চার বছর ধরে এমন চলছে, আর কতো! শেষ পর্যন্ত কুসুম তো তোমাদের কথা মেনেই নিয়েছে।

www.shopnil.com

সকালবেলা চা না খেয়ে বাবা কখনো সিগ্রেট ধরান না। আজ আনমনে ধরিয়ে ফেললেন। মৌ খেয়াল করলো না, খেয়াল করলেন, সিগ্রেট ধরালে যে! চা খাবে না?

বাবা সিগ্রেটে টান দিয়ে বললেন, খাবো।

ঠিক তখনই ট্রেতে করে তিন কাপ চা নিয়ে এলো বুয়া। তিনজনের সামনে নামিয়ে রাখলো।

মা বাবা দুজনেই চায়ে চুমুক দিলেন। মৌর পেষ্ট্রি খাওয়া তখনো শেষ হয়নি। চায়ের কাপটা পিরিচ দিয়ে ঢেকে রাখলো সে।

মা বললেন, আমারও মনে হয় কুসুমের ওপর রাগটা তোমার এখন কমে যাওয়া উচিত।

বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, ওর ওপর রাগ জীবনেও কমবে না আমার। যতোদিন বেঁচে থাকবো ওর ওপর রাগটা আমার থাকবে।

বিয়ের পরও যদি তুমি ওর সঙ্গে কথা না বলো ওর বর এবং শ্বশুরপক্ষ কি ভাববে! যা ইচ্ছে ভাবুকগে।

এভাবে বললে তো হবে না। এসব নিয়ে অন্য এক ঝামেলা দেখা দেবে না!

কী ঝামেলা!

ওরা ভাববে কুসুম নিশ্চয় এমন কোনো কাজ করেছে যে জন্য তুমি

তেমন কাজ তো সে করেছেই।

কথাটা যদি ওদের কানে যায়!

তাতো যাবেই। এসব কথা কি লুকোনো থাকে!

মেয়েটির জীবনে তাহলে অশান্তি হবে না?

আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন বাবা। আনমনা ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিলেন। সিগ্রেটে টান দিলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, বিয়ের আগেই ব্যাপারটা ওদেরকে জানাতে চাই আমি।

বাবার কতা শুনে মা এবং মৌ দুজনেই চমকে উঠলো

মা বললেন, কি, কি, জানাবে তুমি?

মেয়েটির আর একটি ছেলের সঙ্গে ভাব ছিলো। ছেলেটি বাজে ছেলে। জেলে আছে।

এসব জানাতে গেলে বিয়ে ভেঙে যাবে।

ভাঙলে ভাঙবে।

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে!

মাথা খারাপ হয়নি। হওয়ার আগে বিয়ে ভেঙে যাওয়া ভালো। হওয়ার পর ভাঙা ভয়ংকর ব্যাপার। সারা জীবন মেয়ের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।

অনেক্ষণ চুপচাপ মা বাবার কথা শুনছিলো মৌ। এবার কথা বললো সে। বাবা হয়ে মেয়ের ক্ষতি করতে চাও তুমি!

বাবা চোখ তুলে মৌর দিকে তাকালেন। না ক্ষতি করতে চাই না। আমার কথা শুনে তোমার মনে হতে পারে তোমাদের জন্যে আমার কোনো ভালোবাসা নেই। টান নেই। সে মিথ্যে কথা। আমার জীবনের চেও তোমাদের দুবোনকে আমি বেশি ভালোবাসি। একজন মানুষের কাছে তার দুটি চোখ যেমন মূল্যবান আমার কাছে তোমরা দুজন তেমন। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে মা বাবার অনেক স্বপ্ন থাকে, সাধ থাকে। কোনো কোনো ছেলেমেয়ে সেই স্বপ্ন সাধ ভেঙে দেয়, তখন কোনো কোনো পিতা কিংবা মা তিব্র অভিমানে আক্রান্ত হন। আমার ব্যাপারটি হয়েছে তেমন। ওর ওপর তীব্র এক অভিমান চার বছর ধরে আমার বুকের ভেতর জমে আছে। এতো ভালো ছাত্রী ছিলো, আমি চেয়েছিলাম খুব ভালো একটা সাবজেক্টে পড়বে সে। মাস্টার্স করবে। ডক্টরেট করা কোনো একটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেবো।

কথা বলতে বলতে বাবার গলা কেমন ধরে এলো। হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে গিয়েছিলো। বাবা আমার সিগ্রেট ধরালেন। তারপর সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, ইন্টারমিডিয়েট দেয়ার সময়ই এমন একটি কাজ করলো সে। ওরকম একটি হাভাতে ঘরের ছেলে, চালচুলো নেই

বাবার কথা শেষ হবার আগেই মৌ বললো, কিন্তু ছেলেটি দেখতে তো খুব সুন্দর ছিলো ইউনিভার্সিটিতে পড়তো।

দেখতে সুন্দর হলে আর ইউনিভার্সিটিতে পড়লেই হবে!

মা বললেন, কিন্তু ওসব নিয়ে এখন কথা বলে কি লাভ! ব্যাপারটি তো শেষ হয়ে গেছে।

না শেষ হয়নি। ওই ছেলের সঙ্গে মিশে তোমার মেয়ে ইন্টারমিডিয়েটে সেকেণ্ড ডিভিশান পেলো, পড়াশুনা গোল্লায় গেলো। কি সব অপকর্ম করে ছেলেটি গেলো জেলে আর তোমার মেয়ে দিলো পড়াশনো বন্ধ করে।

এসব ওর কপালে ছিলো।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হ্যাঁ কপালে ছিলো। এখন তো কপালের দোহাই দেবেই। নিজে অপকর্ম করে কপালের দোহাই দিলে তো হবে না!

মৌ বললো, তবে আজকাল এমন অনেক ঘটনা ঘটে বাবা। অল্প বয়সী মেয়েরা তো পালিয়ে বিয়ে টিয়েও করে। কুসুম যদি তেমন কিছু করে ফেলতো তাহলে তো আরোও ঝামেলায় পড়তে তোমরা।

তেমন তো করতোই। ছেলেটি জেলে না গেলেই তো তেমন হতো।

কী করে বলছো তেমন হতো!

www.shopnil.com

বাবা সিগ্রেটে টান দিলেন। বোকার মতো কথা বলো না। ফিরোজ ছেলেটি জেলে যাবার পর কুসুমের আচার আচরণের কথা মনে আছে তোমার?

হ্যাঁ কুসুম একটু এবনরমাল আচরণ করেছিলো।

একটু নয় পুরোটাই এবনরমাল আচরণ ছিলো। আমি তো একটা সময় ভেবেছিলাম সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। আমার মেয়ে যে এমন হবে আমি স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি।

কিন্তু সেতো মাত্র কয়েকদিনের ব্যাপার। তারপর তো কুসুম একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলো। কারু সঙ্গে কথা বলতো না। সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকতো।

সেটিও কি এবনরমালিটি নয়।

মৌ কথা বললো না। চায়ে চুমুক দিলো।

মা বললেন, অল্প বয়সী মেয়েদের এরকম হতে পারে।

বুঝলাম। কিন্তু আমার কথা হলো আমার মেয়ে হয়ে, আমার সব স্বপ্ন সাধের কথা জেনে সে এমন করলো কেন? ফিরোজের সঙ্গে ভাব হওয়ার আগে কেন সে আমার কথা ভাবলো না! কেন নিজের জীবনটাকে ছারখার করে ফেললো।

তার এতোটা তলিয়ে চিন্তা করবার বয়স হয়নি। তাছাড়া ফিরোজ ওরকম একটি ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়লে ব্যাপারটি হয়তো এমন হতো না।

কী রকম হতো?

ফিরোজ মোটামুটি ভালো ছাত্র ছিলো। দুজনেই পড়াশুনো করছিলো। হয়তো ফিরোজও ডক্টরেট টক্টরেট করে ফেলতো।

রাখো। ডক্টরেট করে ফেলতো! অতোগুলো ভাইবোনের সংসার। বাবা ছোট চাকরি করে। নিজেদের সংসার চলে না। ও রকম ফ্যামিলির ছেলে করবে পি এইচ ডি। এতো সোজা!

মৌ আস্তে করে বললো, সংসারের অভাব অনটন দেখেই বোধহয় ফিরোজ ভাই

বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, চুপ করো। এসব শুনতে আমার ভালো লাগছে না।

তারপর সিগ্রেটে টান দিলেন। একটু থেমে থেকে বললেন, ঘটক যা বললো তাতে বোঝা গেলো মেয়ে ওদের খুবই পছন্দ হয়েছে। দুচারদিনের মধ্যে বিয়ের ডেট ফেট পাকা করে ফেলবে। আমার অফিসের ফোন নাম্বার নিয়ে গেছে। ছেলের গার্জিয়ানরা আমার সঙ্গে ফোনে কথা বলবে। আমি ভাবছি ছেলের সঙ্গে নিজে সরাসরি একটু কথা বলবো।

মা বললেন, কী বলবে?

মেয়েটির জীবনে একটি মিসহ্যাপ ঘটে গিয়েছিলো। ছেলেটির কাছে ব্যাপারটা ক্লিয়ার থাকা উচিত। পরে যাতে এসব নিয়ে কোনো অশান্তি না হয়।

কিন্তু সব শোনার পর ওরা যদি পিছিয়ে যায়?

আজকাল অল্প বয়সী ছেলেমেয়েদের জীবনে অনেক কিছু ঘটে। সামান্য বিবেক বিবেচনা থাকলে মানুষের তা কনসিডার করা উচিত। ছেলেটি যদি সহানুভূতিশীল হয় তাহলে এটাকে সে কোনো ব্যাপারই মনে করবে না। ছেলেটিকে দেখে আমার মনে হয়েছে সে বেশ বিবেকবান এবং হিশেবি ছেলে। এই ধরনর ব্যাপারকে সে খুব একটা গুরুত্ব দেবে না। একটু বয়স্ক পাত্র এজন্যেই পছন্দ আমার।

বাবার কথা শুনে তীক্ষ্ণ চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকালো মৌ। তুমি বলছো একথা!

বাবা একটু থতমত খেলেন। কথাটা যেনো বুঝতে পারলেন না। বললেন, কি কথা?

ওই যে বিবেক বিবেচনার কথা!

হ্যাঁ বলছি।

বাবা হয়ে কুসুমের ব্যাপারে তুমি কি কোনো বিবেক বিবেচনার পরিচয় দিয়েছো! কুসুম না হয় খুব বড়ো একটা অন্যায় করেই ফেলেছিলো, কুসুম না হয়ে তোমার স্বপ্ন সাধ সব ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিলো, তারপরও তো সে তোমার মেয়ে, তুমি তাকে কনসিডার করতে পারতে না! স্নেহ মমতা দিয়ে, ভালোবেসে, বুঝিয়ে শুনিয়ে আবার পড়াশুনো করাতে পারতে না তাকে দিয়ে। হঠাৎ এলোমেলো হয়ে যাওয়া জীবন কুসুমের তুমি চেষ্টা করে গুছিয়ে দিতে পারতে না। কেন তুমি তা করো নি! কেন তুমি অভিমান করে কুসুমের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে! বাবা হয়ে কী করে তুমি আপন মেয়ের সঙ্গে চার বছর কথা না বলে আছো!

এমন উত্তেজিত গলায় কথা বলছিলো মৌ, মা বাবা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন মৌর দিকে। প্রথমে বাবাও খানিক তাকিয়ে ছিলেন তারপর মাথা নিচু করেছেন। কিন্তু মৌ এসবের কিছুই খেয়াল করছিলো না। কথা বলতে বলতে মেজাজ খুবই খারাপ হলে গিয়েছিলো তার। আগের মতোই ঝাঝালো গলায় বললো, বাবা হয়ে মেয়েকে যে কনসিডারটা তুমি করোনি, বাইরের অচেনা একটি লোকের কাছে কী করে তুমি তা আশা করো! আমাদের সমাজে পুরুষদের কোনো অপরাধ নেই। যাবতীয় অপরাধই মেয়েদের। কুসুম মেয়ে না হয়ে যদি তোমার ছেলে হতো এবং ছেলে যদি এমন একটি ঘটনা ঘটাতো, কুসুমের সঙ্গে তুমি যে আচরণ গত চার বছর ধরে করছো ছেলের সঙ্গে তুমি কি তা করতে পারতে। পারতে না করলে ছেলে তোমাদের সংসারে লাথি মেরে চলে যেতো। কিন্তু কুসুম তো মেয়ে। তার চলে যাবার ক্ষমতা নেই। যতো দুর্ব্যবহারই করো তাকে সংসারের মধ্যেই থাকতে হবে। এবং এটা জানো বলেই দিনের পর দিন ওর সঙ্গে তুমি এমন আচরণ করে যেতে পারছো।

একটু থামলো মৌ। তারপর বললো, আজকাল তো স্বামীর সঙ্গে ডিভোর্স ও হয়ে

www.shopnil.com

যায় মেয়েদের। কথায় কথায় ডিভোর্স হয়ে যায়। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে বাবার সংসারে এসে ওঠে মেয়েরা। সেক্ষেত্রে বাবারা কি দুর্ব্যবহার করে মেয়েদের সঙ্গে। অভিমান করে দিনের পর দিন কথা বলে না মেয়েদের সঙ্গে! ঠিক আছে বুঝলাম তোমার একসপেকটেশান অনেক বেশি ছিলো কুসুমের কাছে। চার বছর কথা বলোনি, বলোনি। সংসার কুসুমকে একঘরে করে রেখেছো, রেখেছো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের কথাই তো মেনে নিচ্ছে কুসুম। তোমাদের পছন্দ করা ছেলেকেই বিয়ে করছে, তারপরও কেন আগের মতোই ব্যবহার করে যাবে ওর সঙ্গে!

কাপের ওর থেকে পিরিচ সরিয়ে চায়ে চুমুক দিলো মৌ। তারপরই মুখ বিকৃত করলো। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে মা বাবা দুজনেই খেয়াল করতেন ব্যাপারটা, এখন করলেন না। অফিসের সময় হয়ে গিয়েছিলো। দুজনেই নিঃশব্দে উঠলেন, বেরিয়ে গেলেন। মৌ তাদের দিকে ফিরেও তাকালো না। অদ্ভুত এক রাগে গা জ্বলে যাচ্ছিলো তার।

বাবা যতোক্ষণ বাসায় থাকেন কুসুম থাকে লুকিয়ে চুরিয়ে। কিছুতেই বাবার মুখোমুখি হয় না। নিজের রুমে এমন ভঙ্গিতে থাকে তার শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও কেউ শুনতে পায় না।

আজ সকালে এমন করেই ছিলো। রুমে চা নাস্তা দিয়ে গেছে বুয়া। খেয়ে বিছানায় বসে জানালা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলো বাইরে। কিন্তু কুসুম জানতো ডাইনিং টেবিলে বসে নাস্তা খাচ্ছেন বাবা মা আর মৌ। খানিকপর বেরিয়ে যাবে সবাই। তারপর বিকেল সাড়ে পাঁচটা অব্দি একটানা স্বাধীনতা কুসুমের। পুরো ফ্ল্যাটে সে আর বুয়া। কুসুম তার ইচ্ছে মতো জীবনযাপন করতে পারে ওই সময়। এজন্যে সকাল বেলার এই সময়টা কুসুম বেশ একটা উত্তেজনার মধ্যে থাকে। কখন বেরিয়ে যাবেন মা বাবা। কখন মিলবে আট সাড়ে আট ঘন্টার স্বাধীনতা। কিন্তু আজকের উত্তেজনাটা কুসুমের অন্যরকম। সে জন্যতো সকালবেলা ডাইনিং টেবিলে বসে মা বাবা আজ তাকে নিয়ে কথা বলবেন। কালও বলেছেন। কিন্তু কিছুই শোনা হয়নি কুসুমের। ইচ্ছে করলে মৌর কাছ থেকে সবই শুনতে পারতো সে। কিন্তু ইচ্ছে করেনি। মনটা খুবই খারাপ হয়েছিলো। বরপক্ষ দেখে যাওয়ার পর থেকেই বারবার মনে পড়ছিলো ফিরোজের কথা। ফিরোজকে নিয়ে কতো স্মৃতি, কতো ঘটনা। ফিরোজের কারণে জীবনটা কী রকম এলোমেলো হয়ে গেলো কুসুমের। জীবন নিয়ে স্বপ্ন ছিলো একরকম, জীবন হয়ে গেলো অন্যরকম।

এসব ভেবে রাতের বেলা কিছুই মুখে দেয়নি কুসুম। মুখ গুঁজে বিছানায় পড়ে থেকেছে। ভান করেছে ঘুমের। কিন্তু ঘুমোয়নি। শেষ পর্যন্ত অনেক রাত অব্দি কথা বলেছে মৌর সঙ্গে। সংসারে এখন এই একটি মাত্র মানুষ যে সত্যিকার অর্থে কুসুমের বন্ধু। কুসুমকে ভালোবাসে।

আজ সকালে কুসুমের মনে হলো ইচ্ছে করলে ডাইনিং টেবিলে বসা বাবা মার কথা, মৌর কথা সে শুনতে পারে। দরোজার কাছে গিয়ে কান খাড়া করে দাঁড়ালেই হয়। দরোজার বাইরেই তো ডাইনিং স্পেস! সেখানে বসেই তো খাচ্ছে রুমের দরোজা বুয়া চলে যাওয়ার পরই ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছে কুসুম। সুতরাং অনায়াসে বন্ধ দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো সে। কান খাড়া করতে পারলো। তারপর মা বাবার কথা শুনলো কুসুম। মৌর কথা শুনলো। শেষদিকে প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো মৌ। উত্তেজিত হলে খানিকটা চিৎকার করে কথা বলার স্বভাব তার। আজও তাই করলো। ফলে তার প্রতিটি কথা স্পষ্টই কানে এলো কুসুমের। সেসব কথা শুনতে শুনতে কখন যে জলে চোখ ভরে এলো তার। বন্ধ দরোজায় মুখ চেপে নিঃসঙ্গে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো কুসুম। প্রথমে মা বাবা বেরিয়ে গেলেন, তারপর গেলো মৌ, এখন অখণ্ড স্বাধীনতা কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বাদ বিন্দুমাত্র টের পেলো না কুসুম। কতোক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে রইলো, কতোক্ষণ কাঁদলো কিছু টের পেলো না।

কুসুম এরকমই। যখন যার ভেতর ভোবে একদমই ডুবে যায় অণ্য কোনোদিকে খেয়াল থাকে না। একদা ডুবে ছিলো ফিরোজের মধ্যে। পাঁচ বছর আগে।

ফিরোজের কথা মনে পড়তেই নিজেকে সামলালো কুসুম। কান্না আস্তে ধীরে থেমে গেলো তার। রুমের দরোজা খুলে বিছানায় এসে বসলো সে। জানালা দিয়ে ব্যাপক স্তব্ধ আকাশের দিকে খানিক তাকিয়ে রইলো। কিন্তু মন জুড়ে তার কেবলই ফিরোজের কথা ঘুরপাক খাচ্ছিলো। যার সঙ্গে জীবনের যাবতীয় সুখ দুঃখ একদা ভাগ করে ফেলেছিলো কুসুম আজ সে কোথায় আর কুসুম কোথায়। কিছুদিন পরই কুসুমের জীবনের দখলদার হয়ে যাবে আরেকজন মানুষ। সম্পূর্ণ অচেনা এক মানুষ।

এসব ভেবে কী রকম দিশেহারা হয়ে গেলো কুসুম। অনেক দিন পর এরকম দিশেহারা একটা ভাব দেখা দিলো তার। গত চার বছরে বহুবার এরকম হয়েছে। ফিরোজের কথা ভেবে হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড দিশেহারা হয়ে যেতো সে। ফিরোজ জেলে যাওয়ার পর, প্রথম দিকে ঘন ঘন হতো পরে আস্তে ধীরে কমে এসেছে। আজ অনেককাল পর হলো। ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড এক অস্থিরতা। বুক ধুগবুগ করতে লাগলো গলা শুকিয়ে এলো কুসুমের মনে হলো তার পায়ের তলায় মাটি নেই। কেবল জল, গভীর জল। তার হাতের কাছে আকড়ে ধরবার কিছু নেই। কেবল জল, গভীর জল। কুসুম আস্তে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।

এই সব মুহূর্তে খুব গান শুনতো কুসুম। পুরনো দিনের কয়েকটি আধুনিক বাংলা গান ক্যাসেটে তুলে দিয়েছিলো ফিরোজ। ক্যাসেটের ওপর লিখে দিয়েছিলো 'আমার

www.shopnil.com

দুঃখরাতের গান'। ফিরোজের দেয়া দুটো জিনিশই কেবল আছে কুসুমের কাছে। ওই ক্যাসেট আর ফিরোজের একটি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। বেশ অনেক দিন পর জিনিশ দুটো আজ বের করলো কুসুম। তারপর ড্রয়িংরুম থেকে টেপ রেকর্ডার এনে ক্যাসেট চালিয়ে দিলো। ছবিটা বিছানার ওপর রেখে ছবির পাশে আধশোয়া হলো। তারপর কী যে গভীর দৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলো!

ক্যাসেট তখন বাজছে 'জল ভরো কাঞ্চনকন্যা জলে দিয়া মন'

ফিরোজের ছবির দিকে তাকিয়ে কুসুম মনে মনে বললো, তোমার কাঞ্চন কন্যা এখন কেমন আছে তুমি কী তা জানো! তবে জীবন যে চলে যাচ্ছে অন্যের দখলে, তুমি কী তা জানো!

জলে আবার চোখ ভরে এলো কুসুমের।

ক্যাসেটে এখন বাজছে

'পদ্মা দীঘির ধারে ধারে
ডাহুক ডাকা মাঠের পাড়ে
কানামাছি খেলার কথা যায় কি ভোলা
মনে আজ সেই ভাবনা দেয় দোলা।'

এই গানটি শোনার সময় অদ্ভুত এক অনুভূতি হয় কুসুমের। মনে হয় সে বাইশ তেইশ বছরের যুবতী নয়, তার বয়স সাত আট বছর। এবং তার চোখ থেকে মুছে যায় এই ফ্ল্যাট, শহুরে জীবন,বর্তমান সময়। কুসুম চলে যায় তার ছেলেবেলায়। শীতকাল শেষ হয়ে আসছে এমন এক সময়ে। তখন সন্ধের মুখে মুখে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পরও অদ্ভুত সুন্দর এবং উজ্জ্বল এক আলোয় ভরে থাকতো মাঠ প্রান্তর। দূরে দিগন্তরেখার কাছে জমতে শুরু করতো ধোঁয়ার মতো হালকা কুয়াশা। দিন শেষের অপার্থিব আলোয় পৃথিবী হয়ে উঠতো মোহময়ী। কুসুম দেখতে পায় সেরকম মোহময় আলোয়, গভীর কালোজলের বিশাল এক দীঘিতে থরে বিথরে ফুটে আছে পদ্ম। কতো যে পদ্ম। দীঘির পাড়ে অনাদিককাল ধরে পড়ে আছে উদাস অফুরান বিশাল একখানা মাঠ। সেই মাঠে থেকে থেকে ডাকছে একাকী এক ডাহুকী। মাঠ পাড়ে এক বালকের হাত ধরে খেলতে গেছে কুসুম। বালক তার চোখে বেঁধে দিয়েছে স্বপ্নের মতো লাল রুমাল। অন্ধ কুসুম হাতরে হাতরে সেই বালককে খুঁজছে। কিন্তু কিছুতেই ছুঁতে পারছে না তাকে। হাতের খুব কাছ থেকে বারবার সরে যাচ্ছে বালক। কোথায় কতোদূরে যে চলে যাচ্ছে।

সঙ্গী হারিয়ে সন্ধের মুখে মুখে একাকী ডাহুকী মাঠ পাড়ে কেঁদে কেঁদে ফিরতো। কুসুম সেই ডাহুকীর মতো আজও কেঁদে ফেরে! কোথায় হারিয়ে গেছে তার সঙ্গী। কোন মায়াবিনী মন্ত্রবলে বন্দি করেছে তাকে। একজীবনে সেই প্রিয়মুখ কুসুমের আর দেখা হবে না। এই হাত গভীর ভালোবাসায় রাখা হবে না তার বুকে।

ফিরোজের ছবির দিকে তাকিয়ে আবার কাঁদতে লাগলো।

কুসুম।

ক্যাসেট তখন বাজছে

'আশার খেলা এই জীবনে
অনেক ভাঙে গড়ে
পূর্ণিমা চাঁদ যায় ডুবে যায়
কাল বৈশাখির ঝড়ে'।

•

লাবনী বললো, কি হয়েছে মৌ?

মৌ গম্ভীর গলায় বললো, কিছু না।

মন খারাপ!

তোর মনে হচ্ছে আমার মন খারাপ!

হ্যাঁ।

কেন মনে হচ্ছে?

লাবনী হেসে ফেললো। তোর সব কিছু খুব সরাসরি। মন খারাপ থাকলে সহজেই বোঝা যায়, ভালো থাকলেও।

তোরটা বোঝা যায় না?

না।

কেন?

জানিস না কেন?

না।

লাবনী আবার হাসলো। ইয়ার্কি মেরো না।

ইয়ার্কি মারছি না।

আমার সবকিছুই খুব চাপা ধরনের। রাগ অভিমান আনন্দ।

কিন্তু ভালোবাসাটা তো চাপা ধরনের নয়। বেশ খোলামেলা। রূপের সঙ্গে থাকলে কিংবা রূপকে দূর থেকে দেখলে তোর চেহারা যে রকম চকচক করে উঠে, যে কেউ তোর মুখের দিকে তাকালেই বুঝে যাবে রূপের সঙ্গে তের এফেয়ার। কুচকুচে কালোমুখও কী রকম উজ্জ্বল হয়ে যায়। আমি অনেকদিন খেয়াল করে দেখেছি তুই যে এতো কালো, আমাদের কলেজের ছেলেরা তোকে ব্লাক রোজ বলে, রূপ সঙ্গে থাকলে তোকে আর কালো মানেই হয় না।

মৌর কথা শুনে গম্ভীর হয়ে গেলো লাবনী। হাতে বই খাতার সুন্দর একটা ব্যাগ। ব্যাগটা কাঁধে নিলো সে। শিশুর মতো অভিমানী গলায় বললো, কালো বলে তুইও

www.shopnil.com

আমাকে টিটকিরি মারছিস।

মৌ বুঝলো লাবনী দুঃখ পেয়েছে। লাবনী তার খুবই প্রিয় বন্ধু। প্রিয় বন্ধুকে কে চায় অতো দুঃখ দিতে।

মৌও তার বইখাতার ব্যাগ কাঁধে নিলো। তারপর এক হাতে লাবনীর একটা হাত ধরলো। মিষ্টি করে হাসলো। হ্যাঁ আমি তোকে কালো বলেছি। কালো মেয়েকে কালো বলবো না। তুই তো জানিস আমি সত্য কথা বলতে ভালোবাসি। লাবনী আগের মতোই মন খারাপ করা গলায় বললো, তাই!

হ্যাঁ।

তারপর একটু থেমে মৌ বললো, তবে এরপর আমার কিছু কথা আছে।

কি কথা?

এখন বলবো নাকি ক্যান্টিনে গিয়ে?

এখানেই বল।

কেন ক্যান্টিনে গিয়ে, চেয়ার টেবিলে বসে আরাম করে বলি!

না।

কেন?

এমনি।

এমনি না। নিশ্চয় অন্য কোনো কারণ আছে।

কোন কারণ নেই।

আছে। তুই আমাকে লুকোচ্ছিস।

লাবনী কথা বললো না। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো

মৌ আড়চোখে একবার লাবনীকে দেখলো। তারপর বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে। তোর পায়নি?

পেয়েছিলো।

মানে?

ক্লাশ থেকে যখন বেরুই খুব খিদে পেয়েছিলো। ভেবেছিলাম তোকে নিয়ে সোজা ক্যান্টিনে চলে যাবো।

এখন তাহলে যেতে চাচ্ছিস না কেন?

এখন খিদেটা নেই।

কেন?

জানি না।

কিন্তু আমার তো পেয়েছে। আমি আজ বাড়ি থেকে টিফিনই আনিনি। ক্যান্টিনে গিয়ে শিঙারা টিঙারা কিনে খেতে হবে। চল। ওখানে বসেই বলবো। খেতে খেতে আরাম করে বলা যাবে।

না। বললে এখানেই বল। আর নয়তো একটা প্রমিজ করতে হবে।

কিসের প্রমিজ?

ক্যান্টিনে গিয়ে আমাকে নিয়ে কোনো কথাই তুলতে পারবি না।

কেন?

এমনি।

এমনি নয়, কারণটা বল।

ক্যান্টিনে রূপ থাকবে।

তা তো আমি জানিই।

রূপের সামনে আমার রঙ নিয়ে কেউ কোনো কথা বললে আমি খুব লজ্জা পাই। নিজেকে খুব ছোট মনে হয় আমার। মরে যেতে ইচ্ছে করে।

কেন?

রূপ অতো সুন্দর একটি ছেলে। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ। লম্বা, স্লিম। আমেরিকানদের মতো। কলেজের অনেক মেয়ে রূপের জন্যে পাগল। কিন্তু রূপ তো পাগল তোর জন্যে।

এই জন্যেইতো ওর সামনে আমাকে নিয়ে কেউ কিছু বললে আমার নিজেকে খুব ছোট মনে হয়। মনে হয় আমি ওর উপযুক্ত নই। আমি একটি কালো মেয়ে।

কিন্তু তুই খুব চালাক।

এ্যাঁ!

হ্যাঁ। খুবই চালাক মেয়ে তুই।

এতে চালাকির কি হলো!

হয়েছে।

কি?

যেমন করেই হোক কথাগুলো তুই এখানেই আমার মুখ থেকে শুনে যেতে চাস। আচ্ছা বলছি, শোন। গায়ের রঙ কালো, কুচকুচে কালো হওয়ার পরও কোনো মেয়ে যে কী সুন্দর হতে পারে তুই হচ্ছিস তার প্রমাণ। তোকে না দেখলে একথা আমার কখনো বোঝা হতো না।

সঙ্গে সঙ্গে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে গেলো লাবনীর। সত্যি!

সত্যি! আমার এক সময় ধারণা ছিলো কালো হলেই দেখতে খারাপ হয় মেয়েরা। তোকে দেখে সে ধারণা বদলে গেছে। কালোও যে কী গ্ল্যামারাস রঙ হতে পারে তোকে না দেখলে আমি বুঝতে পারতাম না। তোর মুখটা খুব সুইট। চোখ দুটো অসাধারণ সুন্দর। কী সুন্দর চুল তোর মাথায়! ফিগার কী সুন্দর! বাঙালী মেয়েদের তুলনায় তুই অনেক বেশি লম্বা। দাঁত সুন্দর বলে তোরহাসি যে কাউকে পাগল করে দেবে। মেয়েদের

www.shopnil.com

শরীরের আরেক বড়ো সম্পদ হচ্ছে স্কিন। তোর স্কিন কী যে মসৃণ! মানুষ সুন্দর হয় সবকিছু মিলিয়ে। তুই তাই। সব মিলে তুই সুন্দর। গায়ের রঙ কালো বলে তোকে আরও বেশি সুন্দর লাগে। রূপ কেন পাগল হবে না তোর জন্য

নিজের প্রশংসা শুনলে ভেতরে ভেতরে তীব্র আনন্দে ফেটে পড়ে লাবনী। এখনো পড়লো। মৌর হাত ধরে বললো, চল ক্যান্টিনে যাই। রূপ ওয়েট করছে। আমি আজ তিন চারজনের খাওয়ার মতো টিফিন এনেছি। তোকে শিঙারা খেতে হবে না।

মৌ তখন আবার আনমনা হয়ে গেছে। মুখে কী রকম একটা ছায়া খেলা করছে তার।

লাবনী তীক্ষ্ণ চোখে মৌর মুখের দিকে তাকালো। কি হলো?

মৌ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কিছু না।

আবার মন খারাপ করলি কেন!

কই?

এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। ক্লাশ থেকে বেরুবার পরই খেয়াল করেছিলাম তোর মন খারাপ।

ক্লাশে ঢোকার সময় খেয়াল করিসনি?

না তো!

মনটা আমার সকাল থেকেই খারাপ।

ক্যান্টিনে চল। ওখানে গেলে মন ভালো হয়ে যাবে।

সে তো তোর হবে।

আমার হবে কেন?

রূপ আছে।

তোরও হবে।

আমার হবে কি কারণে?

মিঠু আছে।

মিঠু নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলো মৌ। কোথায় আছে সে।

ক্যান্টিনে।

রূপের সঙ্গে?

হ্যাঁ।

আজ হঠাৎ রূপের সঙ্গে মিঠু।

ঝগড়া তো মিটে গেছে। সকাল থেকে দেখছি দু বন্ধুতে আগের মতো খাতির।

ধুমিয়ে সিগ্রেট খাচ্ছে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

মৌ একটু আনমনা হলো। কি ভাবলো। তারপর বললো, লাবনী আমি ক্যান্টিনে

যাবো না। তুই যা।

লাবনী যেনো আকাশ থেকে পড়লো কেন?

এমনি।

এমনি কেন? তুই না বললি তোর খুব খিদে পেয়েছে। তাহলে যাবি না কেন?

এখন আর খিদে নেই। তুই যা। আমি কমনরুমে আছি।

মৌ পা বাড়ালো।

লাবনী বললো, মৌ শোন।

তারপর মৌর কাঁধে হাত রাখলো। কি হয়েছে তোর?

আমার মন ভালো নেই।

কেন?

সকালবেলা বাবার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছি।

কেন?

তোকে বলেছিলাম না কাল কুসুমকে দেখতে আসবে।

হ্যাঁ।

ওরা এসেছিলো।

কুসুম আপাকে পছন্দ করেছে?

করেছে।

কবে বিয়ে?

এখনো ডেট হয়নি। তবে দুয়েক মাসের মধ্যে।

এরকম একটি খুশির ব্যাপার, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করলি কেন?

কুসুমের ব্যাপারটা তো তোকে আমি সবই বলেছি। ও একটা ভুল করেছিলো। ভুল করেছিলো বলছিস কেন! প্রেম করা কি ভুলনাকি। আমি যে রূপের সঙ্গে প্রেম করছি, আমি কি ভুল করছি!

কোনো একটি বাজে কাজ করে রূপ আজ জেলে যাক, রূপের সঙ্গে তোর বিয়ে না হোক দেখবি তোর গার্জিয়ানরা সবাই বলবেন তুই ভুল করেছিস। এবং চারদিক থেকে অবিরাম এমন করে তোর কানের সামনে বলতে থাকবেন, তাঁদের কথা শুনতে শুনতে তোর নিজেরই এক সময় মনে হবে হ্যাঁ তুই ভুল করেছিস।

কুসুম আপা কী বলেন?

জানি না। কুসুম খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে। মুখ ফুটে সব কথা বলে না।

বিয়েতে রাজি হয়েছে?

হয়েছে।

এ্যাঁ!

হ্যাঁ। বিয়ের ব্যাপারে কালরাতে সরাসরি ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ফিরোজ ভাইকে সারা জীবনেও সে ভুলতে পারবে না। কিন্তু বিয়ে সে করবে। মা বাবার মুখ

www.shopnil.com

রক্ষার জন্যে করবে।

তাহলে আর সমস্যা কি!

কোনো সমস্যা নেই।

তুই তাহলে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস কেন?

তোকে বলেছিলাম না ফিরোজ ভাইর ব্যাপারটির পর থেকে কুসুমের সঙ্গে কথা বলেন না বাবা।

হ্যাঁ। কুসুম আপাকে একঘরে করেছিস তোরা।

আমরা নই। বাবা।

হ্যাঁ।

আমি আজ সকালে বাবাকে বললাম, কুসুমের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে, কুসুমের ব্যাপারে এটিচুডটা তুমি এখন বদলাও।

বাবা কি বললেন?

রেগে গেলেন।

এ্যাঁ!

হ্যাঁ। বললেন কুসুমের ব্যাপারে এটিচুড তাঁর জীবনেও বদলাবে না।

কেন? এটা কি এমন ব্যাপার?

আমিও তাই বললাম।

তারপর?

তারপর আর কি, বাবাকে আমি ম্যালা কথা শুনিয়েছি।

তোর মা কিছু বললেন না?

না তেমন কিছু বলেননি।

কেন?

বাবার ওপর দিয়ে খুব একটা কথা মা কখনো বলেন না।

মেয়েদের অবশ্য এরকম হওয়াই ভালো।

কি রকম?

স্বামীদের ওপর কথা না বলা।

তীক্ষ্ণ চোখে লাবনীর মুখের দিকে তাকালো মৌ। পুরোনো দিনের মহিলাদের ভাষায় আমার সঙ্গে কখনো কথা বলবি না লাবনী।

মৌর কথা বুঝতে পারলোনা লাবনী। বললো, পুরোনো দিনের মহিলাদের ভাষায় মানে?

আগের দিনের মহিলারা তোর এই ভাষায় কথা বলতো। স্বামীদের ওপর কথা বলা উচিত নয়। শিক্ষিত মেয়েদের এরকম আউটডেটেড মানসিকতা থাকবে কেন! স্বামী অন্যায় কথা বললে সেটাও মেনে নিতে হবে! ফাজলামো নাকি!

লাবনী হেসে ফেললো। তুই খুব রেগে আছিস। চল ক্যান্টিনে চল। আমার খুব খিদে পেয়েছে।

তুই যা, আমি যাবো না।

কেন?

আমার খিদে নেই।

খিদে নষ্ট হয়ে গেলো কেন?

জানি না।

এক সময় তুইই আমাকে ক্যান্টিনে নিয়ে যেতে চাইলি আর এখন তুই নিজেই যাবি না!

হ্যাঁ যাবো না।

বাবার ওপরকার রাগ আমার ওপর ঝাড়ছিস কেন?

তোর ওপর ঝাড়ছি না।

তাহলে যাবি না কেন? চল রূপ আমার জন্যে ওয়েট করছে। আর মিঠু লাবনীর কথা শেষ হওয়ার আগেই মৌ বললো, এজন্যেই যাবো না। কথা বুঝতে পারলো না লাবনী। অবাক গলায় বললো, কি জন্য?

মিঠুর জন্য।

কেন মিঠু আবার কি করলো তোর?

কিছু করেনি।

তাহলে?

মৌ চুপ করে রইলো। কথা বললো না।

লাবনী বললো, কথা বলছিস না কেন?

অনেক কথা বলেছি। আর কথা বলতে ভালো লাগছে না।

আবার মৌর হাত ধরলো লাবনী। ঠিক আছে কথা বলতে হবে না। চল।

মৌ হাত ছাড়িয়ে নিল না।

আশ্চর্য ব্যাপার তো। মিঠুর সঙ্গে কিছু হয়েছে তোর?

কি হবে?

ঝগড়া টগড়া!

না।

তাহলে!

মৌ কথা বললো না।

লাবনী বললো, মিঠু তোকে খুব লাইক করে। তোর জন্য পাগল।

জানি।

আমার তো ধারণা তুইও মিঠুকে লাইক করিস।

করি।

www.shopnil.com

তাহলে?

মিঠুকে আমি লাইক করি বলেই এখন থেকে ওকে আমি এভয়েড করবো।

কেন?

আমি চাই না মিঠুর সঙ্গে আমার কখনো রিলেশান হোক।

লাইক করিস, আবার বলছিস রিলেশান হোক চাস না, মানেটা কি?

আমার জীবনও কুসুমের মতো হোক আমি চাই না।

তোর জীবন কুসুম আপার মতো হবে কেন?

কাউকে ভালোবাসলে আমার জীবনও হবে কুসুমের মতো এ আমি জানি। ভালোবাসার কষ্টে জীবন বদলে গেছে কুসুমের। কুসুমের সহ্যশক্তি অনেক। আমার অতো সহ্য শক্তি নেই। ভালোবাসার কষ্ট আমি সইতে পারবো না। তুই যা লাবনী।

মৌ আর কোনো কথা বললো না। লাবনীর দিকে তাকালো না। মেয়েদের কমনরুমের দিকে চলে গেলো।

বিকেল বেলা কুসুম বসে আছে জানালার পাশে। বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। খানিক আগে কলেজ থেকে ফিরেছে মৌ। ফিরে ভাত খেয়েছে। তারপর শুয়ে পড়েছে।

কলেজ থেকে ফিরে মৌ সাধারনত শোয়না। ভাত খেতে খেতে কুসুমের সঙ্গে গল্প করে। তারপর মা বাবা ফেরার আগেই দুবোন বিকেলের চা খায়। সাড়ে পাঁচটা বাজার আগে এসে ঢোকে নিজেদের রুমে। বিকেল সাড়ে পাঁচটা থেকে পরদিন সকাল নটা অব্দি চলে কুসুমের বন্দি জীবন। তবে বাবা যদি কখনো বাইরে টাইরে যান তাহলে আবার খাকিটা স্বাধীনতা পাওয়া যায়।

মৌর তো আর কুসুমের মতো অবস্থা নয়। সে তো সারাক্ষণই স্বাধীন। তবু কলেজ থেকে ফেরার পর সেও বেশির ভাগ সময় রুমেই থাকে। ড্রয়িংরুম কিংবা মা বাবার রুমে খুব প্রয়োজন না পড়লে ঢোকে না। ড্রয়িংরুমে ঢোকে কোনো গেস্ট এলে কিংবাটিভি দেখার জন্য। তাও খুব ভালো প্রোগ্রাম না থাকলে টিভি দেখে না সে। তবে ধারাবাহিক নাটক কিংবা সপ্তাহের নাটক কখনো মিস করে না। মৌর স্বভাব হচ্ছে চিৎকার চেঁচামেচি করার। হৈচৈ করার। যতোক্ষণ বাসায় থাকে বাসা মাথায় তুলে রাখে। অকারণে বুয়াকে হয়তো একটা ধমক দিলো। কিংবা বাবার সঙ্গে খানিকটা খনসুটি করলো। টেপ রেকর্ডারে চালিয়ে দিলো পুপুলার হিন্দি গান।

সেই মৌ আজ কলেজ থেকে ফিরেছে বেশ গম্ভীর হয়ে। সাধারণত কলেজ থেকে ফিরেই বুয়ার সঙ্গে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেয় সে। খাবার গরম করো। আমার খাওয়া হতে হতেই যেনো চা রেডি হয়ে যায় ইত্যাদি। তারপর কলেজের ব্যাগ বিছানার ওপর ছুড়ে ফেলে বাথরুমে ঢোকে। মৌর তাড়াহুড়ো দেখে কুসুম নিজেই অনেকদিন

তার খাবার টাবার রেডি করে দেয়। বুয়ার ওপর ডিপেণ্ড করে থাকে না।

আজ মৌর আচরণ দেখে কুসুম খুবই অবাক হয়েছে। কলেজ থেকে ফিরে নিঃশব্দে রুমে ঢুকলো মৌ। ঢুকে কলেজের ব্যাগ বিছানার ওপর রাখলো না। রাখলো পড়ার টেবিলে। তারপর জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো। ঢোকার আগে বুয়ার সঙ্গে তো নয়ই কুসুমের সঙ্গে পর্যন্ত কোনো কথা বললো না। মিনিট দশেক পর বাথরুম থেকে গোসল করে বেরুলো।

কুসুম তখন ডাইনিং টেবিলে বসে আছে। মৌর খাবার টেবিলে এনে সাজাচ্ছে বুয়া। কিন্তু মৌকে বাথরুম থেকে গোসল করে বেরুতে দেখে খুবই অবাক হলো কুসুম। মৌ তো এসময় কখনো গোসল করেনা! হাত মুখ ধুয়ে কাপড় চোপড় বদলায়।

আজ কি হলো মৌর!

কুসুম জিজ্ঞেস করেছিলো, কি হয়েছে মৌ?

মৌ কথা বলেনি। ডাইনিং টেবিলে বসে ছিলো।

কুসুম আবার জিজ্ঞেস করেছে,এ সময় গোসল করলি কেন?

মৌ গম্ভীর গলায় বলেছিলো, এমনি।

শরীর খারাপ করেছে?

না।

তাহলে?

আমার ইচ্ছে আমি গোসল করছি। এতো কথা বলিস না তো!

তারপর খেতে শুরু করেছিলো মৌ। কুসুম পাশে বসেছিলো। কিন্তু মৌ একবারও কুসুমের দিকে তাকায়নি। কুসুমের সঙ্গে একটিও কথা বলেনি। তবু খানিকটা সময় বসেছিলো কুসুম। তারপর উঠে রুমে চলে এসেছিলো। এসে জানালার সামনে বসেছে। মিনিট পাঁচেক পর রুমে এলো মৌ। কুসুমের দিকে তাকালো না। মুখগুজে শুয়ে পড়লো। বিকেলের চা খেলোনা।

বুয়া চা নিয়ে আসার পর মৌকে ডেকেছিলো কুসুম। উঠ মৌ। চা খা।

মৌ সাড়া দেয়নি। কুসুম একাকী চা খেতে খেতে ভেবেছে কি হয়েছে মৌর। কলেজে কারো সঙ্গে ঝগড়া টগড়া করলো! নাকি অন্য কিছু!

কিন্তু মৌ শুয়ে আছে মুখ গুজে। এখন জোর করে কিছু শুনতে যাওয়াও ঠিক হবে না। মৌ চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিতে পারে। মা বাবার ফেরার সময় হয়ে এলো। এখন যদি মৌ চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, মুড ভালো নেই, যদি আবোল তাবোল কথা বলে কুসুমকে, খুবই বাজে ব্যাপার হবে।

সুতরাং কুসুম আর কোনো কথা বলেনি। জানালার সামনে বসে চা খেয়েছে। বুয়াকে যখন চায়ের কাপ ফেরত দিলো কুসম ঠিক তখনি বেজে উঠলো কলিংবেল। সাড়ে পাঁচটা বেজে গেলো। মা বাবা ফিরলেন। কুসুম সঙ্গে সঙ্গে আরষ্ট হয়ে গেলো।

www.shoprii.com

মা বললেন, নিজের মেয়ের সঙ্গে কথা বলবে তাতে এতো ভাবাভাবির কি হলো! বাবা তখন অফিসের পোশাক ছাড়ছেন। প্রথমে শার্ট খুলে আলনায় রাখলেন। তারপর প্যান্ট ছেড়ে লুঙ্গি পরলেন। শার্টের নিচে সব সময় হাতাঅলা কোরাগেঞ্জি পরেন বাবা। এখনো তাই পরে আছেন। লুঙ্গি এবং গেঞ্জিতে তাঁকে এখন খুবই ঘরোয়া এবং সাধারণ একজন মানুষ মনে হচ্ছে। মানুষটি ভালো চাকরি করেন, কলিগরা তাকে বেশ সমীহ করে, অফিসে তিনি যে বেশ রাশভারি এই মুহূর্তে তাঁকে দেখে কেউ তা বিশ্বেস করবে না।

মাও ততোক্ষণে বাইরের পোশাক বদলে ফেলেছেন। খুবই সাধারণ সুতী প্রিন্টের শাড়ি পরেছেন। মুখে সামান্য ক্লান্তির ছাপ তাঁর। তবু হাসিমুখে বাবার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। কি হলো?

বাবার মুখে তখনো সামান্য উদাসীনতার ছাপ। চোখে কি রকম সুদূরের দৃষ্টি।

বললেন, কি?

যাও মেয়ের সঙ্গে কথা বলো।

ভাবছি।

আবার ভাবাভাবির কি হলো!

বাবা কথা বললেন না। বিছানায় বসলেন।

মা বললেন, একবার যখন ডিসাইড করেছো, কথাবলো। দুদিন পর বিয়ে হয়ে যাবে মেয়েটির।

বাবা চোখ তুলে মার মুখের দিকে তাকালেন। তুমিও দেখি মৌর মতোই কথা বলছো।

হ্যাঁ, তোমার কারণেই বলছি।

আমার কারণে মানে?

অফিস থেকে ফেরার পথে রিকশায় বসে তুমিই তো বললে বাড়ি ফিরে আজ কুসুমের সঙ্গে কথা বলবে।

হ্যাঁ বলেছি।

তাহলে?

বাবা কথা বললেন না। চুপ করে রইলেন।

ডাইনিং স্পেস থেকে বুয়া বললো, চা দিছি।

বাবার দিকে তাকিয়ে মা বললেন, চলো, চা খেতে চলো।

চা এখানেই নিয়ে আসতো বলো।

কেন?

ডাইনিংস্পেসে যাবো না।

কেন?

এমনি।

মা হাসলেন। তুমি আজ বেশ অন্যরকম ব্যবহার করছো।

বাবাও হাসলেন। কুসুমের সঙ্গে কথা বলার ডিসিশান নেয়ার পর থেকেই কেমন লাগছে।

কেমন লাগছে?

কি রকম একটা বাঁধো বাঁধো ভাব। লজ্জা।

মা কথা বললেন না। বুয়াকে ডাকলেন। বেডরুমে চা দিয়ে যেতে বললেন।

বাবা বললেন, আপন মেয়ের সঙ্গে কথা বলবো তাও কি রকম অবস্থা।

কি রকম অবস্থা?

এই যে বাঁধো বাঁধো লাগছে। এটা হয়েছে অভ্যেসের কারণে!

কিসের অভ্যাস?

কথা না বলার অভ্যেস।

হ্যাঁ তাই।

ট্রেতে দুকাপ চা আর কয়েকটি নোনতা বিস্কুট নিয়ে ঢুকলো বুয়া। বিছানার ওপর মা বাবার মাঝখানে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে, মা বললেন, বুয়া মৌ কোথায়?

বুয়া বললো, শুইয়া রইছে।

ঘুমিয়েছে?

হ!

বুয়া আর দাঁড়ালো না।

চায়ে চুমুক দিয়ে বাবা বললেন, মৌ এসময় ঘুমিয়ে আছে কেন?

মা একটা বিসকিট মুখে দিলেন। কি জানি।

শরীর খারাপ করলো?

না মনে হয়।

তাহলে?

বোধহয় মেজাজ খারাপ।

কেন?

ওই যে সকালবেলা তোমার সঙ্গে চেঁচামেচি করলো।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অফিসে বসে আমি ভেবে দেখলাম কথাগুলো মৌ ঠিকই বলেছে।

বাবা হয়ে মেয়ের সঙ্গে, আপন মেয়ের সঙ্গে চার বছর কথা বলছি না আমি। মেয়ে যতো অন্যায়ই করুক আমিতো বাবা, আমি এরকম করলাম কি করে। আমি নিজেই যেখানে আমার মেয়েকে কনসিডার করিনি, বাইরের অচেনা একটা ছেলের কাছে আমি কি করে তা আশাকরি।

www.shopnil.com

মা চায়ে চুমুক দিলেন। মৌর কথায় তোমার মন খারাপ হয়েছে?

না। না তো। মৌ একদমই ঠিক কথা বলেছে।

আমরও মনে হয়েছে মৌ ঠিক কথা বলেছে।

বাবা চোখ তুলে মারদিকে তাকালেন। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

কি কথা?

মৌ আজ যে কথাগুলো আমাকে বললো এ কথাগুলো তো তুমিও আমাকে বলতে পারতে। বলোনি কেন?

মা চুপ করে রইলেন। চায়ে চুমুক দিলেন। কি ভাবলেন, তারপর বললেন, বলতে চেয়েছি।

বলোনি কেন?

তোমার কথা ভেবেই বলা হয়নি।

আমার কি কথা?

আমার মেয়ে দুটোকে তুমি খুব ভালোবাসো।

বাসবো না! ওরা তো আমারও মেয়ে।

এজন্যই বলিনি।

মানে!

কোনে কোনো মানুষের ভালোবাসা যেমন রাগও তেমন।

তা ঠিক।

কুসুমের ব্যাপারটায় এতো রেগে গেলে তুমি, আমি ভেবেছিলাম রাগটা আস্তে আস্তে একসময় কমে যাবে তোমার। কুসুমের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা আবার আগের মতো হয়ে যাবে। মেয়ের ওপর বাবার অভিমান, ওই নিয়ে আমি কেন কথা বলতো যাবো!

আমার অভিমানটা তো অন্যায় অভিমানও হতে পারে।

অন্যায় অভিমান হলেও তোমার অভিমানকে আমি সম্মান করেছি।

চার বছর হয়ে গেলো, প্রথম দিকে তুমি আমার অভিমানকে সম্মান করেছো ঠিক আছে, কিন্তু একটা সময়ে এসে তুমি তো আমাকে বোঝাতে পারতে। বলতে পারতে! কুসুম ছেলে মানুষ, সে ভুল করেছে!

ধারণা ছিলো তুমি নিজেই একদিন তা বুঝবে।

আজ মৌর কথায় বুঝলাম। কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার তাতো হয়ে গেছে।

বাবা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন।

মা চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালেন। কিসের ক্ষতি?

এক বাসায় থেকে, এক সংসারে থেকেও কুসুমের সঙ্গে বিশালএক দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে আমার।

ইচ্ছে করলে মুহূর্তে এই দূরত্ব তুমি অতিক্রম করতে পারো।

কি করে?

যাও কুসমের সঙ্গে কথা বলো। কুসুমকে আগে যেমন করে আদর করতে তেমন করে আদর করো।

আমার কি রকম যেনো লাগছে, মুহূর্তে চার বছর সময় কেমন করে অতিক্রম করে যাবো আমি! মনে হবে না আপন মেয়ের সঙ্গে অভিনয় করছি আমি!

মা হাসলেন। অদ্ভুত কথা বলছো।

কি রকম?

আচ্ছা এমনও তো হয়, কোনো কোনো বাবা মেয়েকে ফেলে বিদেশে চলে যান। চার পাঁচ বছর পর ফিরে আসেন। সেই বাবারা মেয়ের সঙ্গে কথা বলেন কী করে! মেয়ের সঙ্গে স্বাভাবিক হন কী করে!

ব্যাপারটা অন্যরকম।

অন্যরকম আবার কি! ধরে নাও তোমার ব্যাপারটিও তেমন।

আমি কোনো কিছু ধরে নিতে পারি না। আমি অভিনয় করতে পারি না। যে বাবা মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসে, মেয়েকে ফেলে পাঁচ সাত বছর বিদেশে থেকে আসে, মেয়ে তার চোখের আড়ালে থাকলেও হৃদয় জুড়ে থাকে সারাক্ষণ। হৃদয়ের চোখ দিয়ে প্রতি মুহূর্তে বাবা তাকে দেখতে পায়। বহুদূর থেকে হৃদয়ে হৃদয়ে কথা হয় বাবা মেয়ের। আমার তো তেমন নয়। কুসুমের তো তেমন নয়। চার বছরে কুসুমের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক আমার কেমন বদলে গেছে। বাবা মেয়ের সম্পর্কের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে আলৌকিক এক দেয়াল। দেয়ালটি এতো স্বচ্ছ, দুপাশে দুজনকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দেয়াল ভেঙে কিংবা অতিক্রম করে দুজন কাছাকাছি পৌঁছুতে পারছি না। এক বাসায় থেকেও কুসুমের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে না জানো। খাবার টেবিলে মৌ আমাদের সঙ্গে বসে, আমার মনে হয় আমার একটিই মেয়ে। টিভি দেখার সময় মৌ আমার পাশে বসে, আমার মনে হয় আমার একটি মেয়ে। আরেকটি মেয়ে যে একাকী নিভৃতে বসে আছে এ বাসারই আরেক ঘরে, সে যে আমারই মেয়ে, আমার কেন তা মনে পড়ে না?

মা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন বাবার মুখের দিকে। কথা বলতে পারছিলেন না।

বাবা সিগ্রেট ধরালেন। তারপর কেমন উদাস হয়ে গেলেন।

মা বললেন, ব্যাপারটিকে তুমি এমন জটিল করে তুলছো কেন?

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এটি আসলে কোনো জটিলতা!

জটিলতা তো বটেই। এমন করে না ভাবলেই হয়।

তাহলে কেমন করে ভাববো!

মৌকে যেমন করে ভাবো কুসুমকেও তেমন করেই ভাবো!

ভাবতে চেয়েছি জানো।

www.shopnil.com

মানে?

বাবা সিগ্রেটে টান দিলেন। তুমি কি খেয়াল করেছিলে আজ অফিসে যাওয়ার সময় রিকশায় পাশাপাশি বসে অতোটা দূর গেলাম কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে তেমন কোনো কথা বলিনি।

হ্যাঁ।

কেন বলিনি জানো?

কেন?

আমি ওসময় কুসুমের কথা ভাবতে চেয়েছিলাম।

ভাবতে চেয়েছিলে মানে?

মৌ ওসব কথা বলার পর থেকেই কুসুমের কথা ভাববার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কি জানো, কুসুমের চেহারাটাই আমার মনে পড়ছিলো না।

এ্যাঁ।

হ্যাঁ। দূর থেকে প্রিয় মানুষের কথা ভাববার সময় চোখ জুড়ে থাকে সেই মানুষের মুখ, আমার কিছুতেই কুসুমের মুখ মনে পড়ছিলো না। মনে পড়ছিলো মৌকে, চোখ জুড়ে ছিলো মৌর মুখখানি। কুসুমের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি কুসুম নয় আসলে মৌর কথা ভাবছি আমি।

মা হাসলেন। মৌকে বোধ হয় তুমি বেশি ভালোবাস।

কথাটা ঠিক নয়।

মানে?

তুমি জানো আমি কাকে বেশি ভালোবাসতাম?

এক সময় কুসুমকেই বেশি ভালোবাসতে তুমি।

বাবারা সম্ভবত বড়ো মেয়েকে বেশি ভালোবাসে।

মাত্র চার বছরে সেই ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাওয়া ঠিক নয়।

বাবা কথা বললেন না। সিগ্রেটে টান দিয়ে আবার উদাস হয়ে গেলেন।

মা বললেন, আমার কিন্তু এখনো মনেপড়ে কুসুমের জন্মের পর চার পাঁচ মাসের শিশু কুসুমকে সারাদিন ঘুমোতো কিন্তু রাতের বেলা ঘুমোতো না। কিন্তু তখনো চাকরিতে ঢুকিনি। সারাদিন সংসার করি, মেয়ে আগলাই। তোমার চাকরিতে এতোটা উন্নতি তখনো হয়নি। বাসায় বাঁধাকাজের লোক রাখার সামর্থ আমাদের ছিলো না। একটা ছুটা বুয়া দুবেলা বাসায় কাজ করে দিয়ে যেতো। তুমি অফিস থেকে ফিরতে সন্ধে বেলা। তারপর কুসুমকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যেতে। রাত নটা দশটার দিকে সারাদিনের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তাম আমি। এক পাশে তুমি আরেক পাশে আমি মাঝখানে আমাদের কুসুম। কুসুম রাতে ঘুমোতো না। আমি ঘুমিয়ে পরতাম। কুসুমের সঙ্গে জেগে থাকতে তুমি। ওই ওতোটুকু মেয়ের সঙ্গে কতো কথা যে বলতে! কতো রকমের খেলা যে করতে! কতো গভীর রাতে ঘুম ভেঙে আমি দেখেছি বিছানায় আমার

পাশে তুমি নেই। কুসুম নেই। ধড়ফড় করে উঠে বসেছি। বারান্দায় ছুটে গেছি। গিয়ে দেখেছি বুকের কাছে ওই ওতোটুকু মেয়েকে কিযে মায়ায় কিযে ভালোবাসায় আকড়ে রেখেছো তুমি। বারান্দায় তুমি পায়চারি করছো, কুসুম তোমার বুকের কাছে জেগে আছে।

হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে গিয়েছিলো। এসট্রেতে সিগেট গুজে বাবা বললেন, এই যে তুমি এতোক্ষণ ধরে কুসুমের কথা বললে, শুনে আমার মনে হলো এ সেই কুসুম নয়। আমার সেই মেয়েটি, সেই কুসুম কোথায় হারিয়ে গেছে! কোনো এক জটিল গলির মুখে ছোট্ট কুসুমের হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম আমি। তারপর তাকে আর কোথায়ও খুঁজে পাইনি। কিন্তু মনে মনে সারাক্ষণই তাকে আমি খুঁজি। আমার সেই মেয়েটিকে খুঁজি।

শেষ দিকে বাবার গলা কেমন ধরে এলো।

মা বললেন, এভাবে কথা বলতে থাকলে তোমার মন আরোও খারাপ হবে। যাও মেয়েদের ঘরে যাও। কুসুমের সঙ্গে কথা বলো। না আমিও তোমার সঙ্গে যাই। বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না থাক।

রাত দুপুরে দরোজায় টুক টুক করে নক হলো। প্রথমবারেই সেই শব্দ শুনতে পেলো কুসুম। কারণ কুসুম জেগে ছিলো। কেন যে ঘুম আসেনি তার!

ঘরের ভেতর নিরেট অন্ধকার। সবুজ রঙের একটা ডিমলাইট আছে। কিন্তু লাইটটি গেছে ফিউজ হয়ে। কেউ খেয়ালও করে না, কিনেও আনে না।

জানালায় ভারি পর্দা টানা আছে বলে বাইরের ছিটে ফোটা আলো পর্যন্ত এসে ঢুকতে পারেনি রুমে। গভীর অন্ধকারে ডুবে আছে রুম।

কিন্তু এতো রাতে কে নক করে দরজায়!

কুসুমের পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে মৌ। বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে শুয়েছে আর ওঠেনি। রাতের খাবারও খায়া হয়নি তার। মা বাবার খাবার টেবিলে বসার পর বুয়া এসে ডেকেছিলো মৌকে। মৌ ঘুমঘোরে বলেছে, আমি খাবো না।

তারপর পাশ ফিরে শুয়ে আবার ঘুমিয়ে গেছে।

মৌর ঘুম খুবই গাঢ়। একবার ঘুমিয়ে পড়লে অন্য কোনো খবর থাকে না তার। মানুষ এতো নিশ্চিন্তে ঘুমোয় কি করে। মৌর মতো এ রকম গাঢ় ঘুম যাদের তারা কি খুব সুখী মানুষ! গভীর সুখে ডুবে না থাকলে এরকম গাঢ় ঘুম কেমন করে হয় মানুষের! এই যে দরোজায় এখন নক করছে কেউ কই মৌ তো তা শুনছে না!

কুসুম ঠিকই শুনছে। একই মা বাবার দুমেয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে, একজন ডুবে আছে গভীর ঘুমে আরেকজন আছে জেগে। তার ঘুম আসে না। এতো কাল ধরে এক সংসারে প্রতিটি মুহূর্ত পাশাপাশি থেকে একসঙ্গে বড়ো হয়ে উঠেছে, তবু, কখন কোন ফাঁকে দুজনের মধ্যে তৈরি হয়ে গেছে বিশাল দূরত্ব। দুজন এখন দুই ভুবনের মানুষ। দুরকম মানুষ।

www.shopnil.com

টুকটুক করে আবার নক হলো দরোজায়। এবারের শব্দ সামান্য জোরে। তবে শব্দে বোঝা যায় বেশ সাবধানে করা হচ্ছে শব্দটা। যে করছে সে চায় না শব্দটা জোরে হোক এবং অন্য কেউ তা শোনে।

কুসুম খুবই অবাক হলো। এতোরাতে কে এভাবে নক করছে তাদের রুমের দরোজায়! কেন করছে!

বেড সুইচ পিটে আলো জ্বাললো কুসুম। তারপর নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে?

বাইরে থেকে কেউ সাড়া দিলো না। টুকটুক করে আর একবার নক করলো। এবার বিরক্ত হলো কুসুম। ভুরু কুঁচকে গেলো তার। বেশ রুক্ষ গলায় কুসুম বললো, আশ্চর্য তো! কে?

এবারও সাড়া এলো না। আগের মতোই নক করার শব্দ হলো। কোল বালিশ আঁকড়ে ধরে শুয়ে আছে মৌ। মৌর মুখ ঢাকা পড়েছে কোল বালিশে। রুমে যে আলো জ্বলছে, দরোজায় নক হচ্ছে, কুসুম যে কথা বলছে, মৌর কোনো খবর নেই।

কুসুম একবার মৌর দিকে তাকালো। তারপর বিছানা থেকে নামলো। দরোজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। আগের মতোই রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলো, কে?

কেউ সাড়া দিলো না।

কুসুম বললো, কথা না বললে দরজো খুলবো না।

এবার ধীর শান্ত গলায় সাড়া এলো। খোলো।

কুসুম চমকে উঠলো। কে?

বাবা।

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো কুসুমের। তার হাত পা অবশ হয়ে এলো, গলা শুকিয়ে এলো, বুকের তেতর টিবটিব করতে লাগলো। এতো রাতে বাবা কেন তাদের রুমে নক করছেন! কুসুমের সঙ্গে চার বছর কথা বলেন না বাবা। কুসুমের নাম মুখে নেন না। আজ এতোরাতে কুসুমের গলা শুনেও কেন তার সঙ্গে কথা বলছেন? কেন দরোজা খুলতে বলছেন কুসুমকে!

পরপর দুবার ঢোক গিললো কুসুম। জড়ানো গলায় বললো, মৌ তো ঘুমিয়ে আছে।

বাইরে থেকে নরম গলায় বাবা বললেন, আমি মৌকে চাই না।

তাহলে?

আমি তোমাকে চাই। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। দরোজা খোলো। কুসুম বুঝতে পারলো না এতোকাল পর এতোরাতে চুপিচুপি বাবা কি কথা তার সঙ্গে চলতে চান। হাত পা অবশ হয়ে আসছিলো তার। গলা শুকিয়ে আসছিলো। বুকের তেতর টিবটিব করছিলো।

তবু নিজের দিকে তাকালো কুসুম। সে পরে আছে ইণ্ডিয়ান প্রিন্টের সূতী শাড়ি। হালকা আকাশি রঙের। আর সাদা ব্লাউজ। শুয়েছিলো বলে শাড়ি সামান্য এলোমেলো।

কুসুম নিজেকে গোছগাছ করলো। তারপর দরোজা খুললো।

www.shopnil.com

বাবা দাঁড়িয়ে আছেন দরোজার বাইরে। ডাইনিং স্পেসে।

ডাইনিং স্পেসে কোনো আলো নেই। কুসুম দরোজা খোলার পর রুমের ভেতর থেকে আলো এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো বাবার মুখে। মুহূর্তের জন্যে দুজন দুজনার দিকে তাকালো। তারপর দুজনেই চোখ ফিরিয়ে নিলো।

বাবা পড়ে আছেন লুঙ্গি আর হাতাওলা কোরা গেঞ্জি। বাঁহাতে গোল্ডলিফ সিগ্রেটের প্যাকেট আর ম্যাচ মুঠো করে ধরে রেখেছেন। দরোজা খোলার পর পরই কুসুমের সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারলেন না তিনি। কি রকম আরষ্ট হয়ে রইলেন। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, ইয়ে, তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।

কুসুম দাঁড়িয়েছিলো মাথা নিচু করে। বাবার কথা শুনে বাবার দিকে তাকালো না সে। কেন যে কুসুমের মনে হলো এতো বাবা নয়! এ অন্য এক মানুষ। বাবাতো তাকে তুমি করে বলতেন না!

জলে চোখ ভরে এলো কুসুমের।

বাবা আগের মতোই অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসছি। মৌ ঘুমোচ্ছে, তুমি লাইট অফ করে দিয়ে এসো।

বাবা ড্রয়িংরুমের দিকে চলে গেলেন।

ড্রয়িংরুমের দরোজায় দাঁড়িয়ে ছোট্ট করে গলা খাঁকারি দিলো কুসুম। সোফায় বসে আনমনা ভঙ্গিতে সিগ্রেট খাচ্ছিলেন বাবা, কুসুমের গলা খাঁকারির শব্দে চোখ তুলে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন।

কুসুমও তাকিয়ে ছিলো বাবার দিকে। কিন্তু সে কেবল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বাবাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। প্রচণ্ড নার্ভাস লাগছে তার। অবস্থা সামলাবার জন্যে আঙুলে শাড়ির আঁচল জড়াচ্ছিলো কুসুম।

বাবা কথা বলছেন না দেখে জড়ানো গলায় কুসুম এক সময় বললো, কী কথা!

বাবা কথা বললেন না।

কুসুম বাবার দিকে তাকালো। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো। অদ্ভুত ঘোর লাগা চোখে বাবা তাকিয়ে আছেন কুসুমের দিকে। হাতে সিগ্রেট পুড়ে যাচ্ছে বাবার খেয়াল নেই।

বাবার আজ কি হয়েছে?

কুসুম আবার বললো, কী কথা!

এবার নড়েচড়ে উঠলেন বাবা। তারপর গভীর মায়াবি গলায় ডাকলেন, কুসুম।

এই ডাকে কি ছিলো কে জানে, কুসুমের বুকের ভেতর কেমন যে করে উঠলো!

মনে হলো জন্মের পর এই প্রথম বাবা তাকে ডাকছেন। গভীর ভালোবাসায়, পৃথিবীর যাবতীয় মায়া মমতা একত্র করে ডাকছেন।

কুসুম থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

বাবা বললেন, মাগো, তুমি আমার কাছে আসবে না? এসো আমার কাছে এসো মা। কতো কাল তোমার মুখটি আমি তাকিয়ে দেখি না! কতোকাল তোমাকে একটু ছুঁয়ে দেখি না মা।

মুহূর্তে জলে চোখ ভরে এলো কুসুমের। গলা বুজে এলো।

বাবা আবার ডাকলেন। আয় মা, আমার কাছে আয়।

কুসুম নড়লোনা। চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগলো তার। আঁচল টেনে যে চোখ মুছবে কুসুমের একবারও সে কথা মনে হলো না।

বাবা বললেন,কাঁদছিস কেন মা!

তারপর উঠে কুসুমের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। এক হাতে বুকের কাছে টেনে আনলেন কুসুমকে। আমি তোর সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করেছি মা। আমি তোকে খুব দুঃখ দিয়েছি। তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস।

কুসুম বাবাকে জড়িয়ে ধরলো না। হু হু করে কাঁদতে লাগলো।

বুঝি বাবারও তখন জলে ভরে এসেছে চোখ। খানিক অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলেন তিনি। তার বুকের কাছে কুসমকে ধরে লম্বা সোফাটায় এসে বসলেন। হাতে সিগ্রেট ছিলো, শেষ টান দিয়ে সিগ্রেটটা এসট্রেতে গুঁজে দিলেন।

কুসুম তখনো মাথা নিচু করে কাঁদছে। অভিমানী শিশুর মতো ফুলে ফুলে শব্দ করে কাঁদছে। দুহাতে ঢেকে রেখেছে মুখ।

বাবা বললেন, কাঁদিসনা মা। আমার সঙ্গে কথা বল।

কুসুম কথা বললো না। কাঁদতে লাগলো।

বাবা বললেন, মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে। সব ঘটনা মনে রাখতে হয় না। আমি তোকে এতো বেশি ভালোবাসি, ভালোবাসার অভিমানে এতোকাল তোর সঙ্গে কথা বলিনি। তোর নাম মুখে নিইনি। এক সংসারে রেখেও আলাদা করে রেখেছি তোকে। একঘরে করে রেখেছি। অন্য কোনো কারণ নেই, কেবল অভিমান। যে মানুষের যতো বেশি ভালোবাসা থাকে সেই মানুষের ততো বেশি অভিমানও থাকে। তোর সঙ্গে আমি কথা বলিনি ঠিকই, তোর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখিনি, কাছাকাছি থেকেও অভিমান আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, দুজনের মাঝখানে তৈরি করে দিয়েছে বিশাল দূরত্ব, বাবা মেয়ে হয়েও আমরা এখন বহুদূরের মানুষ। আমি এই দূরত্বটা ঘোচাতে চাই মা। আমি আবার আগের মতো তোকে ভালোবাসতে চাই। তোকে কাছে পেতে চাই।

বাবা একহাতে কুসুমের এক হাত আঁকড়ে ধরলেন।

বাবার কথা শুনতে শুনতে কান্না কখন থেমে এসেছে কুসুমের! এখন থেকে থেকে কান্নার হেচকি উঠছে। আঁচলে চোখ মুছে বাবার মুখের দিকে তাকালো কুসুম। তাকিয়ে রইলো।

ড্রয়িংরুমে টিউব লাইটের শাদা আলো জ্বলছে। সেই আলোয় বাবার মুখটা অচেনা মানুষের মতো মনে হলো কুসুমের। কতোকাল এই মুখের দিকে সরাসরি তাকানো হয়নি কুসুমের। এই প্রিয় মুখ কতোকাল ছুঁয়ে দেখেনি সে। দিনে দিনে অচেনা হয়ে গেছে একদার প্রিয়মুখ।

কেন এমন হলো?

কুসুমের ইচ্ছে হলো, সেই ছেলেবেলার মতো, বাবা অফিস থেকে ফেরার পর যেমন করে দুহাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরতো, অনেকক্ষণ লেগে থাকতো বাবার বুকের কাছে, এখনো তেমন করে দুহাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে মুখটা চেপে রাখে বাবার গলার কাছে। শিশুর মতো অবোধ হাত বুলিয়ে দেয় বাবার গালে।

কিন্তু কুসুম তা করলো না। কী রকম একটা সংকোচ কী রকম একটা দ্বীধা হলো তার। আর অদ্ভুত এক লজ্জা। কুসুম আজ আর শিশু নয়। পরিপূর্ণ যুবতী। এই বয়সী মেয়ে কেমন করে জড়িয়ে ধরবে বাবাকে!

কুসুম আরষ্ট হয়ে রইলো।

বাবা বললেন, বাবা মেয়ের সম্পর্কটা কী অদ্ভুত দেখ মা। তুই বড়ো হয়ে গেছিস, দুদিন পর তোর বিয়ে হবে। চার বছর পর আজ প্রথম তোর সঙ্গে আমি কথা বলছি, বারবার ইচ্ছে করছে তোকে শিশুর মতো বুকে জড়িয়ে ধরি, কোলে নেই, আদর করি। কিন্তু, কিন্তু

কথাটা শেষ করলেন না বাবা। আনমনা হয়ে গেলেন।

কুসুমের ইচ্ছে করলো সেও বলে, বাবা, বাবা আমারও ইচ্ছে করছে দুহাতে তোমার গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো লেগে থাকি তোমার বুকে। কিন্তু কী রকম দ্বীধা হচ্ছে আমার। কী রকম লজ্জা পাচ্ছি। কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছি না।

কেন এমন হচ্ছে বাবা! মেয়েদের জীবন এমন কেন!

বাবা বললেন, কুসুম তুই কী আমার সঙ্গে কথা বলবি না মা! এখনো রাগ করে থাকবি!

কুসুম চোখ তুলে বাবার দিকে তাকালো। আমি তোমার ওপর রাগ করে নেই বাবা।

তাহলে কথা বলছিস না কেন।

কি বলবো?

এতোকাল আমার সঙ্গে তোর কথা হয় না, আমাকে বলার মতো কোনো কথা জমা নেই তোর?

ছিলো। কতো যে কথা তোমাকে বলার জন্যে জমা করে রেখেছিলাম বাবা।

বল, সেসব কথা আজ আমাকে বল।

আজ এই মুহূর্তে আর একটিও মনে পড়ছে না বাবা। কেন যে সব ভুলে গেলাম! বাবা কথা বললেন না। মায়াবি চোখ তুলে কুসুমের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

www.shopnil.com

কুসুম বললো, চার বছর তুমি আমার সঙ্গে কথা বলোনি, আমিও তোমার সঙ্গে কথা বলিনি। আমার কথা মুখে আমি বলিনি ঠিকই, কিন্তু মনেমনে সারাক্ষণই, বিশেষ করে তোমার অফিসে যাওয়ার সময়, অফিস থেকে ফেরার পর, কতো যে কথা মনে মনে তোমার সঙ্গে আমি বলেছি বাবা! তোমরা খাবার টেবিলে বসতে, আমার মনে হতো আমিও তোমাদের সঙ্গে বসেছি। খাচ্ছি, কথা বলছি তোমার সঙ্গে। অফিসে যাওয়ার সময় তোমার রুমাল মানিব্যাগ এসব এগিয়ে দিচ্ছি। অফিস থেকে ফেরার পর শার্ট খুলে তুমি আমার হাতে দিচ্ছো, আমি আলনায় তুলে রাখছি। তোমার তোয়ালে এগিয়ে দিচ্ছি। তুমি যে আমার সঙ্গে কথা বলো না, আমার দিকে তাকিয়ে দেখো না, আমার প্রায়ই সে কথা মনে থাকতো না। মনে মনে সব কথাই তোমার সঙ্গে আমার বলা হয়ে যেতো। কোনো কথা আমার আর অবশিষ্ট নেই। তাছাড়া আর একটা অদ্ভুত ব্যাপারও হচ্ছে।

বাবা বললেন, কি?

তোমাকে কি রকম অচেনা লাগছে। দূরের মানুষ মনে হচ্ছে।

এ্যাঁ।

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে তুমি আর আমার সেই বাবাটি নও। অন্য কোনো মানুষ অচেনা, দূরের কোনো মানুষ। তোমার মুখ কেমন বদলে গেছে। চেহারা আচরণ কেমন বদলে গেছে। গলার স্বর বদলে গেছে।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। আমারও এমনই মনে হচ্ছে জানিস।

কেমন?

মনেই হচ্ছে না তুই আমার সেই কুসুম। ছোট্ট আদুরে মেয়েটি। তোর মা ঘুমিয়ে পড়লে সারারাত যাকে বুকের কাছে আকড়ে ধরে বারান্দায় পায়চারি করতাম আমি। তোর যখন চার পাঁচ বছর বয়স, বড়োদের মতো শাড়ি পরবার জন্যে পাগল হয়ে যেতি তুই। বাচ্চাদের পরার টুকটুকে লাল একটি শাড়ি তোকে আমি কিনে দিয়েছিলাম। প্রায়ই শাড়িটি পরে ঘরের কোণে পুতুলের সংসার সাজিয়ে বসতি তুই। পুতুল শিশুকে ঘুম পাড়াতি, তাদের সঙ্গে কথা বলতি। আমাদের তখন একটি মাত্র ঘর ছিলো। অফিস থেকে ফিরে বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে রেস্ট নিতাম আমি। তোকে দেখতাম। তোর পুতুল খেলা দেখতাম। আমার চোখ জুড়ে এখনো রয়েছে সেই মেয়েটি। আজ এই মুহূর্তে তোর মুখের দিকে তাকিয়ে, কুসুম, মাগো আমি আসলে আমার সেই মেয়েটিকে খুঁজছি। যে কারণে মনেই হচ্ছে না তুই আমার মেয়ে কুসুম।

বাবা একটু থামলেন। সিগ্রেট ধরালেন। তারপর বললেন, আসলে সময় আমাদের দুজনকেই খুব বদলে দিয়েছে মা। পৃথিবীর নিয়মই এমন। সময়ের নিয়মই এমন। পিতার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব সময়ই আসলে তৈরি করে দেয়। কাজটা এতো সূক্ষ্মভাবে করে যে, মানুষ টের পায় না। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করে মেয়ের সঙ্গে বাবার, ছেলের সঙ্গে মায়ের এক অলঙ্ঘনিয় দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এক সংসারে

থেকেও যে যার আপন ভুবন তৈরি করে নিয়েছে। সেই ভুবনে জায়গা পেয়েছে অচেনা নতুন বাসিন্দা। অলক্ষ্যে পর হয়ে গেছে আপন। আপন হয়েছে পর।

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর উদাস হয়ে সিগ্রেট টানতে লাগলেন।

কুসুমের খুব ইচ্ছে করলো বাবার হাতটা একটু ধরে। বাবার চুলে একটু বিলি কেটে দেয়। কিন্তু কী এক দ্বীধা, কী এক সংকোচ তাকে নড়তে দিলো না। গভীর রাতে এক সোফায় পাশাপাশি বসে রইলো দুজন মানুষ। পিতা এবং কন্যা হয়েও যারা আসলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। বহুদূরের মানুষ।

মিঠু কী রকম কাতর গলায় বললো, তুমি আমাকে এভয়েড করছো কেন মৌ? মৌ একটু আনমনা ছিলো। মিঠুর কথা শুনে মিঠুর দিকে তাকালো। মৃদু হাসলো কে বললো আমি তোমাকে এভয়েড করছি!

আমি বুঝতে পারছি।

কেমন করে বুঝতে পারছো?

একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে এভয়েড করলে খুব সহজেই তা বোঝা যায়।

মৌ কথা বললো না।

মিঠু বললো, সেদিন ক্যান্টিনে তোমার জন্যে ওয়েট করছিলাম আমি। রূপে সঙ্গে আমার ঝগড়া। সেই ঝগড়া মেটালাম শুধু তোমার কথা ভেবে।

মৌ খুবই অবাক হলো। আমার কথা ভেবে মানে!

হ্যাঁ।

কি রকম?

তুমি লাবনীর বন্ধু।

তাতে কি হয়েছে?

লাবনীর সঙ্গে রূপের প্রেম।

বুঝলাম।

রূপের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকলে তোমাকে পেতে আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

মানে?

মানে আমরা দুজন আর তোমরা দুজন।

তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

মৌ তুমি আমার সঙ্গে চালাকি করছো কেন?

কি চালাকি করছি!

কেন বলছো আমার কথা বুঝতে পারছো না!

চালাকি করবো কেন! আসলেই তো বুঝতে পারছি না।

www.shopnil.com

বুঝতে না পারলে থাক।

অভিমানে থমথমে হয়ে গেলো মিঠুর মুখ। অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো সে।

মৌ তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মিঠুকে দেখছে।

মিঠু আজ পরেছে ফেড জিনসের হাফব্যাগি প্যান্ট আর খুব সুন্দর, তীব্র কালো রঙের শার্ট। ফুল স্লিভ শার্ট। কলার পকেট এবং কাছে শাদা সুন্দর সুতোর কাজ করা কোমরে লম্বা বেল্ট। পায়ে শাদা কেডস। সব মিলে মিঠুকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে।

মৌ বললো, মিঠু তোমাকে আজ খুব হ্যাণ্ডসাম লাগছে।

মুখ ঘুরিয়ে মৌর দিকে তাকালো মিঠু।

মৌ বললো, শার্টটা অদ্ভুত সুন্দর।

মিঠু খুশি হয়ে গেলো। আমার দুলাভাই আমেরিকা থেকে এনে দিয়েছেন।

কালো আমার ফেবারিট রঙ।

জানি।

কি করে জানলে?

অনেক আগে তুমি একদিন বলেছিলে।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তুমি মনে রেখেছো?

রাখবো না!

তারপর একটু থেমে মিঠু বললো, তোমার সব কথা আমি মনে রাখি। আজ তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে এই শার্টটা পরে এসেছি। কালো রঙ আমি পছন্দ করি না। আমি পছন্দ করি শাদা।

তুমি সিওর ছিলে তোমার সঙ্গে আজ আমার দেখা হবে।

হ্যাঁ।

কী করে?

কী করে তা জানি না। আমার মনে হয়েছে। আমার যা মনে হয় তা হয়। আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম টিফিনের সময় তোমাকে বলবো নিউমার্কেটের এই আইসক্রিমের দোকানে চলে আসতে। বলে আমি আগে চলে আসবো। তারপর তুমি আসবে। দুজন তো একসঙ্গে আসা যাবে না। কে কোথায় দেখে ফেলবে! এখানেও তো পরিচিত কারু সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যেতে পারে!

তা পারে।

তাহলে?

মিঠু কথা বললো না। দুজনের সামনে দুপেয়ালা আইসক্রিম। নিজের পেয়ালা থেকে আইসক্রিম তুলে মুখে দিলো মিঠু।

মৌ বললো, আমিও চাইছিলাম তোমার সঙ্গে আজ আমার দেখা হোক।

মিঠু খুশি হলো। তাই!

হ্যাঁ।

হঠাৎ কেন এতো দরদ আমার ওপর।

দরদ নয়।

তাহলে কি!

তুমি আসলে কি চাও আমার কাছে?

মিঠু মিষ্টিকরে হাসলো। কি চাই বলবো?

বলো।

তুমি রাগ করবে না তো?

না।

আমি তোমাকে চাই।

মানে?

মানে আবার কি! তোমাকে আমি চাই। রূপ যেমন করে চেয়েছে লাবনীকে। কিন্তু লাবনী যেমন করে রূপকে চায় আমি তো সেভাবে তোমাকে কখনো চাইনি।

কেন চাওনি! আমি কি দেখতে খুব খারাপ?

না তুমি দেখতে খুব সুন্দর।

তাহলে?

মৌ কথা বললো না। চামচ দিয়ে আইসক্রিম নাড়াচাড়া করতে লাগলো।

মিঠু বললো, আমাদের ফ্যামিলিও তোমার অপছন্দ হওয়ার কথা নয়। আমার বাবা ভালো বিজনেস করেন, ঢাকায় নিজেদের বাড়ি। একমাত্র বোনটি থাকে আমেরিকায়।

এসব আসলে কোন কারণ নয়। তোমার মতো ছেলেকে যে কোনো মেয়েই চাইবে।

তাহলে তুমি চাইছো না কেন?

আমার অসুবিধা আছে।

কি অসুবিধা! তুমি কি অন্য কোথাও এনগেজড?

না।

তাহলে?

আমি আসলে ভয় পাচ্ছি।

কিসের ভয়?

ব্যাপারটা তো একদিন জানাজানি হয়ে যাবে।

তাতো যাবেই।

বাসায় জানাজানি হলে আমার খুব অসুবিধা হবে।

www.shopnil.com

কি অসুবিধা!

বাবা মা দুজনেই খুব রাগ করবেন।

কেন, পাত্র হিসেবে আমি কি তোমার খুব অনুপযুক্ত হবো?

না হলেও। আমার বাবা মা ব্যাপারটি পছন্দ করবেন না। আমার বড়ো বোন কুসুম

মৌর কথা শেষ হওয়ার আগেই মিঠু বললো, কুসুম আপার কথা আমি জানি।

মৌ চমকে উঠলো। কেমন করে জানো?

লাবনী রূপকে বলেছে। রূপ বলেছে আমাকে।

আমি চাই না আমার অবস্থাও কুসুমের মতো হোক।

তোমার অবস্থা কুসুমের মতো আই মিন কুসুম আপার মতো কেন হবে! আমি তো আর জেলে যাচ্ছি না।

তবু আমার ভয় করে। এই সব ভয়, টেনশান আমার একদম সহ্য হয় না। তারচে রিলেশানটা না হওয়া ভালো। আমাদের কলেজে কতো মেয়ে তুমি অন্যকারও সঙ্গে রিলেশান করো।

মিঠু হাসলো। আমার যে আর কাউকে পছন্দ হয় না।

আমি কি করবো! আমার কিছু করার নেই।

মৌ চামচে আইসক্রিম নাড়াচাড়া করছিলো। দেখে মিঠু বললো, খাচ্ছো না কেন?

আর খাবো না।

কেন?

ভাল্লাগছে না।

নাকি আমার ওপর রাগ?

না তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই। তোমাকে তো পরিষ্কার করে সব বললামই। রাগ করবো কেন?

মিঠু গভীর গলায় বললো, মৌ শোনো।

মৌ চোখ তুলে মিঠুর দিকে তাকালো। কি?

পৃথিবীতে মানুষের হাজারো সমস্যা থাকে। বেঁচে থাকার জন্যে প্রতি মুহূর্তে এক ধরনের যুদ্ধ করতে হয় মানুষকে। তারপরও মানুষ ভালোবাসতে ভালোবাসে। ভালবাসার নেশায় সুন্দর হয়ে বেঁচে থাকে মানুষ। ভালোবাসার জন্যে সামান্য ভয় ভীতি উপেক্ষা করতে পারবে না তুমি! ভালোবাসার সামান্য কষ্ট সহ্য করতে পারবে না!

মিঠুর কথা শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলো মৌ। মুগ্ধ হলে চোখের পাতা কাঁপাতে থাকে তার। এখনো কাঁপতে লাগলো। দেখে মিঠু বললো, কথাগুলো আমার নয়। আমি একটি বইতে পড়েছি। পড়ে ভেবে দেখলাম খুবই সত্য কথা। মানুষ ভালোবাসতে সব চাইতে বেশি ভালোবাসে।

মৌ মনে মনে বললো, আজ থেকে আমিও ভালোবাসতে ভালোবাসবো।

গেট খুলে থতমত খেয়ে গেলো কুসুম। অপলক চোখে মানুষটির দিকে তাকিয়ে রইলো।কথা বলতে পারলো না। যেনো বা মানুষটিকে সে চিনতে পারছে না। অথবা দৃশ্যটি বাস্তব নয়। স্বপ্ন দেখছে কুসুম।

সেই মানুষটিও তখন কুসুমের মতোই অপলক চোখে তাকিয়ে আছে কুসুমের দিকে। দাঁড়ি গোঁফে একাকার মুখ। মাথার ঝাকড়া চুল বেশ লম্বা হয়েছে। চোখে আগ্নেয়গোড়াই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিলো মানুষটির। আজও আছে। যেনো বা তীক্ষ্ণতা আরও বেড়েছে। চোখ দুটো চকচক করছে নাকি তীব্র কোনো ক্রোধে জলছে ঠিক বোঝা যায় না।

মানুষটির গায়ের রঙ টুকটুকে ফর্সা। কিন্তু সেই ফর্সা রঙের ওপর কি রকম কালছে একটা আবরণ পড়েছে। লম্বা স্লিম শরীর তেমনই আছে। ময়লা নোংরা জিনসেরওপর সিল্কের পানজাবি পরা। পানজাবির বুকের কাছে সামান্য কারুকাজ। পায়ে অল্প দামী স্যান্ডেল। কাঁধে ছোট্ট রেকসিনের কালো একটি ব্যাগ।

কুসুম অপলক চোখে তাকিয়ে আছে মানুষটির দিকে, মানুষটি তাকিয়ে আছে কুসমের দিকে। ভেতর থেকে বুয়া বললো, কে আইছে কুসুম আপা? গেট খুলছেন ক্যা!

বুয়ার কথায় বাস্তবে ফিরে এলো কুসুম।

ফ্ল্যাটের গেট খোলা কুসুমের জন্যে নিষেধ। এসময় সাধারণত কেউ আসেও না। কখনো কখনো ভিক্ষুক এসে কলিংবেল বাজায়। আজকালকার ভিক্ষুকরা বেশ স্মার্ট। তারা কলিংবেল বাজিয়ে যায় কিন্তু এই ফ্ল্যাটের কেউ গেট খোলে না। কুসুম তো নয়ই, বুয়াও না।

আজ কুসুম খুলেছিলো। তিন চারবার কলিংবেল বাজবার পর গেট খুলেছিলো।

তারপর মানুষটিকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেছে কুসুম।

বুয়ার কথায় সেই স্তব্ধতা কেটে গেলো কুসুমের। হঠাৎ কী রকম উত্তেজিত হয়ে গেলো কুসুম। ছটফটে চঞ্চল গলায় বললো, তুমি জেলে যাওয়ার পর আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি সত্যি পাগলহয়ে গিয়েছিলাম।

তারপর হাত বাড়িয়ে ফিরোজের একটা হাত ধরতে গেলো কুসুম। কী ভেবে হাতটা ফিরিয়ে নিলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ফিরোজ যেনো সেই ফিরোজ নয়। অন্য এক মানুষ। অচেনা মানুষ।

নিজেকে সামলালো কুসুম। ভেতরে ভেতরে আপনা আপনি সংযত হয়ে গেলো, টের পেলো না। খানিক আগের অদ্ভুত ছটফটানি এবং চঞ্চলতা কোথায় উধাও হয়ে গেলো কুসুমের।

ফিরোজ বললো, ভেতরে যেতে বলবে না?

ধীর শান্ত গলায় কুসুম বললো, এসো।

www.shopnil.com

তারপর গেট বন্ধ করে ফিরোজকে নিয়ে ড্রয়িংরুমে এলো কুসুম।

ড্রয়িংরুমের দরোজায় স্যাণ্ডেল খুলে খুবই নরম ভঙ্গিতে লম্বা সোফাটায় গিয়ে বসলো ফিরোজ। কাঁধের ব্যাগটা অতিশয় যত্নে কোলের কাছে এনে আকড়ে ধরে রাখলো।

কুসুম বসলো অন্য একটি সোফায়। বসে আগের মতোই শান্ত গলায় বললো, কবে ছাড়া পেলে?

ফিরোজ বললো, চারদিন হয়েছে।

এতোকাল পর হঠাৎ ছেড়ে দিলো তোমাকে।

ছাড়লো, ওদের দয়া হয়েছে।

ফিরোজ কী রকম আনমনা হয়ে গেলো।

কুসুম তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফিরোজকে দেখছে। দেখতে দেখতে আবার সেই আগের অনুভূতিটা হলো তার। ফিরোজ যেনো সেই ফিরোজ নয়। অন্য এক মানুষ অচেনা মানুষ। অথচ এই মানুষটির জন্য কুসুম একদিন

ফিরোজ বললো, তোমাদের খবর টবর কি? ভালো আছে সবাই?

কুসুম অন্যদিকে তাকিয়ে বললো, আছে।

তোমার বাবা মা ভালো আছেন?

হ্যাঁ।

মৌ কি পড়ছে?

বি কম। অক্টোবরে পরীক্ষা।

তুমি?

কুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। আমার পড়াশুনা আর হয়নি।

কথাটা শুনে ফিরোজ একটু চমকালো এ্যাঁ।

হ্যাঁ।

কেন?

আমার সবকিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলো।

ফিরোজ কথা বললো না। আনমনা ভঙ্গিতে পানজাবির পকেট থেকে স্টার সিগ্রেটের প্যাকেট বের করলো। একটা সিগ্রেট বের করে ঠোঁটে গুজলো। তারপর এ পকেট ওপকেট হাতাতে লাগলো। ম্যাচ খুঁজছে।

দৃশ্যটি দেখে খুবই অবাক হওয়ার কথা কুসুমের। কিন্তু অবাক সে হতে পারলো না। নির্বিকার গলায় বললো, তুমি সিগেট খাও?

ফিরোজ ম্লান হাসলো। খাই।

কবে থেকে?

জেলে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে।

জেলে সিগ্রেট পেতে কোথায়?

সব সময় পেতাম না। মাঝে মাঝে পেতাম।

তারপর একটু থেমে ফিরোজ বললো, আমার কাছে ম্যাচ নেই। একটা ম্যাচ হবে? এনে দিচ্ছি।

কুসুম উঠলো। চা খাবে? চা দিতে বলবো?

না থাক।

কেন?

এমনি।

কুসুম আর কথা বললো না। রান্না ঘরে গিয়ে ম্যাচ নিয়ে এলো।

সিগ্রেট ধরিয়ে ফিরোজ বললো, আমি জানি বাসায় এসময় তুমি আর বুয়া ছাড়া কেউ থাকে না।

কুসুম বললো, কী করে জানো!

তোমার বাবা মা চাকরি করেন, মৌ কলেজে পড়ে, এসময় কেন বাড়ি থাকবে তারা?

ও।

তারপর একটু থেমে কুসুম বললো, তোমাদের বাড়ির সবাই ভালো আছে?

ফিরোজ সিগ্রেটে টান দিয়ে বললো, আছে আর কি?

তারপর কী রকম উদাস হয়ে গেলো।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ফিরোজকে আবার খানিক দেখলো কুসুম। তারপর বললো, চারদিন আগে ছাড়া পেয়েছো আমাকে জানাওনি কেন?

কী করে জানাবো?

আজ যেমন করে এলে চারদিন আগেই তো এমন আসতে পারতে। তাহলেই তো দেখা হতো।

তা হতো।

তাহলে আসোনি কেন? নাকি আমার কথা তুমি ভুলে গেছো! আমার কথা তোমার মনে নেই!

কথাটা কুসুম বললো ঠিকই কিন্তু এই ধরনের কথার বলবার সময় যে আবেগ থাকে মানুষের তার কিছুই রইলো না কুসুমের গলায়। অদ্ভুত নিরাশক্ত ভঙ্গিতে কথাটা বললো সে। বলে নিজেই অবাক হলো। এসব কি হচ্ছে আজ কুসুমের! এতোকাল পর প্রিয়তম মানুষটি ফিরে এসেছে, সেই মানুষের জন্যে কেন কোনো আবেগ টের পাচ্ছে না কুসুম। অথচ এই মানুষটি একদা, মাত্র চার পাঁচ বছর আগে ছিলো কুসুমের ধ্যান জ্ঞান, জীবন মৃত্যু, আহার নিদ্রা সব। মানুষটি জেলে গেলো, কুসুম গেলো প্রায় পাগল হয়ে।

আজ সেই মানুষ ফিরে এসেছে কিন্তু কুসুম

ফিরোজ বললো, তোমার সথে দেখা করতে কী রকম একটা সংকোচ হচ্ছিলো।

কুসুম বললো, কিসের সংকোচ?

www.shopnil.com

জেল খাটা আসামী আমি।

তাহলে আজই বা এলে কেন?

এলাম তোমাকে কিছু কথা বলতে।

কি কথা।

আমি কেন জেলে গিয়েছিলাম তুমি জানো?

না।

তোমার জানতে ইচ্ছে করে না?

না।

মানে?

হ্যাঁ জানতে আমার ইচ্ছে করে না।

কেন?

জেলে যাওয়ার মতো অন্যায় তুমি নিশ্চয় করেছিলে।

হাতের সিগ্রেট শেষ হয়ে গিয়েছিলো। সিগ্রেট এসট্রেতে গুঁজে দিলো ফিরোজ।

আমার কথা তুমি কি বিশ্বাস করবে!

কি কথা?আমি আসলে কোনো অন্যায় করিনি।

অন্যায় না করলে কেউ জেলে যায়?

আমি গিয়েছিলাম। তুমি বিশ্বাস করো, আমার কোনো দোষ ছিলো না। আমাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছিলো।

কে ফাঁসালো তোমাকে?

ওই যে আমি যার ওখানে চাকরি নিয়েছিলাম।

সে কে?

শরীফ ভাই।

তুমি হঠাৎ চাকরিই বা নিতে গিয়েছিলে কেন? ইউনিভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় কেউ চাকরি নেয়?

কুসুমের কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছিলো ফিরোজ। কথাগুলো ঠিক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না তার।

তীক্ষ্ণ চোখে কুসুমের মুখের দিকে তাকালো ফিরোজ। তোমার কি হয়েছে কুসুম?

কুসুম মৃদু হাসলো। আমার আবার কি হবে?

তুমি স্বাভাবিক আছো তো!

তোমার কি মনে হচ্ছে আমি স্বাভাবিক নেই? পাগল হয়ে গেছি!

না তোমার কথা কথাটথা শুনে

তুমি জেলে যাওয়ার পর কিছুদিন এবনরমাল ছিলাম আমি। সে তো চার বছর আগে। কবে সেই এবনরমালিটি কেটে গেছে!

ফিরোজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তুমি অনেক বদলে গেছো কুসুম। তোমাকে

আর আগের সেই কুসুম মনে হচ্ছে না।

তোমাকেও তা সেই আগের ফিরোজ মনে হচ্ছে না। তুমিও অনেক বদলে গেছো। আমি তো বদলাইতে পারি। জেলে ছিলাম। জেলে থাকলে লোকে কি না বদলে পারে!

বোধহয় আমিও একারণেই বদলেছি। আমার গত চার বছরের জীবনও জেল জীবনের মতো। দুই ভুবনে বন্দি দুজন মানুষ তো বদলাবেই।

কুসুম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তোমার কথা বলো শুনি। কে কিভাবে তোমাকে ফাঁশিয়ে ছিলো, বলো।

শরীফ ভাই লোকটিকে পরিচয় পরই আমার পছন্দ হয়েছিলো। আমার বন্ধু নেসার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। শরীফ ভাই ম্যান পাওয়ারের বিজনেস করেন। এলিফেন্ট রোডে বিশাল অফিস। দামী গাড়ি চালান। থাকেন গুলশানে। ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ করার ফাঁকে ফাঁকে শরীফ ভাইর ওখানে গিয়ে বসে থাকি। দুপুরে ইস্টারকন কিংবা পূর্বানী থেকে লাঞ্চ প্যাকেট এনে খাওয়ান শরীফ ভাই। অত্যন্ত দিলদরিয়া লোক। আমাকে পছন্দও করেছিলেন।

এই ভদ্রলোকের অফিসেই চাকরি নিয়েছিলে তুমি?

হ্যাঁ। তোমাকে তো বলেছিলাম। ইউনিভার্সিটি করার পর রাত আটটা পর্যন্ত তাঁর অফিসে বসতাম। শরীফ ভাই আমাকে দুহাজার টাকা মাইনে দিতেন।

দু হাজার টাকা!

হ্যাঁ।

কিন্তু এতো টাকা মাইনে পেতে একথা তুমি আমাকে বলোনি।

বলিনি ভয়ে।

কিসের ভয়?

তুমি যদি বিশ্বাস না করো।

আমি তোমার কথা বিশ্বাস করতাম। দু হাজার কি, বিশ হাজার টাকার কথা বললেও বিশ্বাস করতাম। তখন তোমার যে কোনো কথাই আমার কাছে বেদবাক্য।

ফিরোজ গভীর গলায় বললো, এখন?

কুসুম নির্বিকার গলায় বললো, এখনকার কথা জানি না।

কথাটা শুনে ফিরোজ খুব একটা অবাক হলো না। আবার সিগ্রেট ধরালো। বললো, চাকরিটা না নিয়ে আমার উপায় ছিলো না জানো। আমাদের বিশাল সংসার। বাবার ছোট চাকরি, আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, কিছুতেই কোনোদিক সামলানো যাচ্ছিলো না। তারপরও সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে এক ধরনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকি। কবে পড়াশুনা শেষ হবে, কবে চাকরি বাকরি নেবো, কবে তোমাকে সম্পূর্ণ পাবো। তখন থেকেই সেসন জটের চক্কর শুরু হয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। শরীফ ভাই সব শুনে তার ওখানে জয়েন করতে বললেন। করলাম। দুহাজার টাকা আমাদের মতো সংসারে অনেক টাকা। সংসারের চেহারা বেশ বদলে গেলো। কিন্তু তখনো আমি জানি কী ভয়ংকর এক

www.shopnil.com

চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়েছি আমি।

ফিরোজ একটু থামলো। সিগ্রেটে টান দিলো। অফিসে প্রতিদিন পঞ্চাশ একশোটি লোক আসে। গরীব সাধারণ লোকজন। চারজন দালাল ছিলো তারা জোগাড় করে নিয়ে আসতো লোক। এক লাখ, এক লাখ বিশ হাজার টাকায় কনট্রাক্ট। কুয়েত, কাতার, দুবাই, আবুধাবি সৌদি আরব মাসকাট কিংবা লিবিয়ায় পাঠানো হবে লোক। জায়গা জমি বেচে টাকা এনে দিতো লোকজন। ভাউচারে সই করে আমি টাকা রাখতাম। তখন কে জানে এই সই আমার কাল হবে।

কুসুম ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলো ফিরোজের দিকে। কথা বলতে পারছিলো না।

ফিরোজ বললো, প্রথম দিকে দুতিন দফা লোক সত্যি সত্যি চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন শরীফ ভাই। লোকের বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। জালিয়াতিটা করলেন এর পর। এক কোটি বিশ লাখ টাকার মতো তুললেন। তুলে নিজেই রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেলেন। তিনি চারদিন অফিসে আসেন না। সারাদিন লোক বসে থাকে অফিসে। একদিন আমি তাকে খুঁজতে গেলাম গুলশানের বাড়িতে। গিয়ে শুনি দুসপ্তাহ আগে বাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এসবের তিন চারদিন পর শুনি তিনি দেশে নেই। টাকা পয়সা নিয়ে চম্পট দিয়েছেন। পুলিশ তার অফিস সিজ করলো। কর্মচারি আমি ছাড়া কাউকে পেলো না। আমাকে এরেস্ট করলো।

ফিরোজ বেশ বড়ো করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। তারপর আনমনা ভঙ্গিতে সিগ্রেট টানতে লাগলো।

কুসুম বললো, কিন্তু পুলিশ বোঝেনি যে তোমার কোনো দোষ নেই। তুমি শুধু দুহাজার টাকা মাইনের কর্মচারি ছিলে।

আমার কথা পুলিশ কেন বিশ্বাস করবে! ভাউচারে সই করে আমিই তো টাকা নিতাম!

ফিরোজ একটু থামলো। তারপর বললো, খোঁজ খবর নিয়ে পুলিশ অবশ্য পরে জেনেছে আমি নিরপরাধ। এ জন্যেই ছাড়া পেলাম। নয়তো সারাজীবন জেলে থাকার কথা আমার।

এসট্রেতে চেপে চেপে সিগ্রেট নেভালো ফিরোজ।

কুসুম বললো, তোমার সেই শরীফ ভাইয়ের আর কোন খবর পাওনি?

পেয়েছি।

কোথায় আছেন ভদ্রলোক?

এই মুহূর্তে বাংলাদেশে।

এ্যাঁ!

হ্যাঁ ঢাকায়ই আছেন।

বলো কি! পুলিশ তাহলে ধরছে না কেন তাকে!

পুলিশ জানে না। জানি কেবল আমি।

তুমি জানলে কিভাবে?

খানিকটা অলৌকিভাবে জেনেছি। শরীফ ভাই থাকেন কানাডায়। টাকা পয়সা নিয়ে পালিয়ে কানাডায় চলে গিয়েছিলেন। চেহারা একদম বদলে ফেলেছেন। পরিচিত লোকরাও নাকি সহজে আজকাল তাকে চিনতে পারবে না।

তুমি এসব জানলে কি করে?

পরশুদিন একজন লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো লোকটি মাঝে মধ্যে আমাদের অফিসে গিয়ে বসে থাকতো। কোনো কাজ করতো না। পিয়ন চাপরাসি ধরনের লোক। এখন নিউমার্কেটের ওদিকে গার্মেন্টিসের রিজেকটেড শার্ট বিক্রি করে। সে বললো। কদিন হলো ঢাকায় এসেছেন শরীফ ভাই। উত্তরায় তাঁর কোন আত্মীয়দের বাসায় উঠেছেন।

তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না?

ফিরোজের মুখে কি রকম একটা হাসি ফুটে উঠলো। দেখা তো করবোই। শরীফ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করবো বলেই তোমার সঙ্গে আজ দেখা করতে এলাম।

কথাটা কুসুম বুঝতে পারলো না। বললো, শরীফ ভাইর সঙ্গে দেখা করতে কুসুমের কথা শেষ হওয়ার আগেই ফিরোজ বললো, হ্যাঁ দুটো ব্যাপারের মধ্যে সম্পর্ক আছে।

কি সম্পর্ক!

শরীফ ভাইর সঙ্গে দেখা করার পর তোমার সঙ্গে দেখা করার সুযোগ আমি আর পাবো না।

কুসুম হাসলো। কেন তুমি কি শরীফ ভাইর সঙ্গে কানাডায় চলে যাবে?

না।

তাহলে?

জেলে যাবো।

কুসুম চমকে উঠলো। এ্যাঁ?

হ্যাঁ।

কোলের ওপর রাখা কালো ছোট্ট ব্যাগটির চেন খুললো ফিরোজ। তারপর চকচকে একটা জিনিশ বের করে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখলো। জিনিশটি দেখে আঁতকে উঠলো কুসুম। একি!

ফিরোজ নিরুত্তাপ গলায় বললো, রিভলবার।

তুমি রিভলবার পেলে কোথায়?

জোগাড় করেছি।

কেন?

প্রতিশোধ নেবো!

কিসের প্রতিশোধ?

www.shopnil.com

আমার জীবন তছনছ করে দেয়ার প্রতিশোধ।

তুমি শরীফ ভাইকে

হ্যাঁ। রিভলবারে ছটি গুলি থাকে। ছটিই শরীফ ভাইর মুখে মারবো আমি। মেরে পুলিশকে গিয়ে সব বলবো।

কিন্তু তাতে কি লাভ হবে তোমার! তারচে তুমি ছাড়া পেয়েছো, ওসব ভুলে যাও। আবার নতুন করে শুরু করো জীবন।

কেমন করে করবো! পরিচিত সার্কেলে, মা বাবা ভাই বোনের কাছে, সমাজের কাছে যতোটা ছোট আমি হয়েছি, যতোটা অপমানিত হয়েছি, সম্মান হারিয়েছি, আমার হারিয়ে যাওয়া সে সম্মান কে আমায় ফিরিয়ে দেবে! একদা আমার জীবনের চেয়েও প্রিয় ছিলে তুমি। আমার প্রেম। একটি লোক আমার সেই প্রেম ছিনিয়ে নিয়েছে। আজ এই এতোক্ষণ ধরে তোমাকে দেখে আমি টের পেয়ে গেছি চাইলেও তুমি আর আগের মতো আমাকে ভালোবাসতে পারবে না। কিছুতেই অতিক্রম করে আসতে পারবে না চারটি বছর। এলেও, জোর করে এলেও মাঝখানে থাকবে বিশাল এক দূরত্ব। অতোটা দূরত্ব নিয়ে প্রেম টেকে না। তাছাড়া জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সময়ের দূরত্ব কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে না মানুষ। ব্যর্থ চেষ্টায় কেবল ক্লান্ত হয়। সে রকম ক্লান্তিকর জীবনের মধ্যে তোমাকে আমি ফেলতে চাই না।

ফিরোজের কথা শুনতে শুনতে জলে চোখ ভরে এলো কুসুমের। ভাঙাচোরা গলায় কুসুম বললো, আমাদের এমন হলো কেন? কেন? কী অপরাধ করেছিলাম আমরা।

রিভলবারটা অতিশয় যত্নে ব্যাগে ভরলো ফিরোজ। তারপর দূর উদাস গলায় বললো, আমাদের নিয়তি পদ্ম দীঘির সেই ডাহুক ডাহুকীর মতো। দীঘির ধারের প্রান্ত ব্যাপি বিশাল মাঠে সন্ধের মুখে মুখে হারিয়ে গিয়েছিলো ডাহুক। ডাহুকের খোঁজে মাঠপারে একাকী কেঁদে ফিরেছে ডাহুকী। এক জীবনে তাদের আর কখনো দেখা হয়নি।

Thank You For Visiting
www.shopnil.com